উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮২,৬২৬.২৩ (-৩৮৭.৭৩)

নিফটি : ২৫,৩২৭.০৫ (-৯৬.৫৫)

সুর নরম ট্রাম্পের

শুক্রবার লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে। তাঁর কথায়, 'আমি ভারতের খুব ঘনিষ্ঠ।' ▸▸ ৯

চাপ দিতেন মুকুল-পার্থ!

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল রায় বেআইনি নিয়োগের জন্য চাপ দিতেন, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে দাবি করলেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডল। ▸▸ ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৫°

রাহুলের জেন জেড বার্তায় তোপ পদ্মের ▸▸ ৯

৩ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 20 September 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 124

দুই নদীর গ্রাস

ভাঙনের কবলে কৃষিজমি, বসতি এলাকা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৯ সেপ্টেম্বর : একদিকে তিস্তা, অপরদিকে জুরন্তী। পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে দুই নদীর জল উপচে ফের জলবন্দি মাল মহকুমার হাজারের ওপরে পরিবার। পাশাপাশি ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতে তিস্তায় থাকা মাটির বাঁধ ভেঙে জলের তলায় চলে গেল প্রায় ৩০০ বিঘা জমি। সেখানেও ধান, ভুট্টা সহ অন্যান্য ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এদিন ওই এলাকা পরিদর্শনে যান জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনের কর্তারা। একইভাবে বাগ্রাকোটের টটগাঁওয়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় তিস্তার ভাঙন শুরু হওয়ায় ঘরবাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। এদিন চাঁপাডাঙ্গা ও চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্যাকবলিত গ্রামবাসীদের খাবার দেওয়া হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে।

বৃহস্পতিবার রাত থেকেই পাহাড়ের পাশাপাশি ডুয়ার্সে ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তার জেরেই পাহাড়ি নদী তিস্তা ও জুরন্তীতে জল বেড়ে যায় হুহু করে। জুরন্তীর জল বাগ্রাকোটের বসতি এলাকায় প্রবেশ করে। পাঁচদিনের ব্যবধানে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমন জলবন্দি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের টপলাইনের বেশ কিছু পরিবারকে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রবিন প্রধান বলেন, 'রাত থেকে জুরন্তী নদীর প্রবল জলস্রোত টপলাইনের বসতি এলাকা দিয়ে বয়ে যেতে শুরু করে। রাতেই গ্রামের প্রায় ২০টি পরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গত রবিবার বিষয়টি সেচ দপ্তরকে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রবিন প্রধানের অভিযোগ। সেচ দপ্তরের মালের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কালিম্পং পাহাড়ের যে ঢাল বেয়ে জুরন্তী নদী সমতলে নেমে এসেছে, সেই পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে ৭১৭এ জাতীয় সড়ক। আর সেটা করতে গিয়ে বেরিয়ে আসা মাটির স্তূপ নদীর বুকে জমে গিয়ে নদীর জলবহন ক্ষমতা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। যে কারণে একটু বেশি বৃষ্টি হলেই নদী উপচে গ্রামে ঢুকছে। এই পরিস্থিতিতে নদীর বুকে ড্রেজিং করার পাশাপাশি গ্রাম রক্ষায় বাঁধ তৈরির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। সেই কথা সেচ দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, ফুঁসতে থাকা তিস্তার ছোবলে এক রাতেই প্রচুর জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। নতুন করে টটগাঁওয়ের আরও এলাকা তিস্তার গর্ভে চলে যাওয়ায় আবারও ঘরবাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। তিস্তার জল বাড়ায় চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা ফের জলের তলায় চলে যায়। একই পরিস্থিতি হয় চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি ও দোলাইগাঁও এলাকার। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় জানান, গোটা ব্লকে হাজারের ওপর গ্রামবাসী জলবন্দি। চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বাসুসুবায় থাকা মাটির বাঁধ উপচে তিস্তার জল গ্রামে ঢোকার উপক্রম হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বালির বস্তা দিয়ে সেই জল আটকানো হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম সেঙ্গপাড়ায় একটি কাঁচা রাস্তা তিস্তার জল বাড়ায় তলিয়ে যেতে বসেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বাঁশ দিয়ে সেই রাস্তা বাঁচাবার চেষ্টা চলছে। চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি ও দোলাইগাঁও এলাকায় ৭৮টি পরিবার তিস্তার জল বাড়ায় জলবন্দি হয়ে পড়েছে। এদিন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে।

তিস্তার জল বাড়ায় এদিন ময়নাগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন বার্নিশ এলাকায় তিস্তার কবলে চলে গিয়েছে প্রায় ২৫০ মিটার মাটির বাঁধ।

এরপর দশের পাতায়

বোনাস বিতর্কে বন্ধ ফাগু, কোহিনুর

নাগরাকাটা ও মালবাজার, ১৯ সেপ্টেম্বর : একদিকে বন্ধ হল গরুবাথানের ফাগু চা বাগান। অন্যদিকে, বাগান ছেড়ে চলে গেলেন আলিপুরদুয়ারের কোহিনুর বাগানের পরিচালকরা। এদিকে, বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগান কর্তৃপক্ষ বোনাস নিয়ে রাজ্যের অ্যাডভাইজারিকেই চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছে।

এদিন কোহিনুর বাগানের ম্যানেজার প্রিয়ব্রত ভদ্র শ্রম দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁরা ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রমিকরা রাজি হননি। তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বাগানের পরিচালকরা

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন

৮

দিন পর

উমা আসছে ঘরে। মাতৃপক্ষ শুরু হতে আর একদিনের অপেক্ষা। কলকাতার একটি পুজোমণ্ডপে। শুক্রবার।

জীবনের সুর স্তব্ধ জুবিনের

ছোট মাছের চচ্চড়ি ছিল বড় প্রিয়

মানিক সরকার

'শচীন তেণ্ডুলকার কোচবিহারে খেলতে এলে কি এখানকার ব্যাট দিয়ে খেলবে? নিশ্চয় না, সঙ্গে নিয়ে আসবে নিজের ব্যাট। নিজের ব্যাটেই খেলবে। মানিক আমার নিজস্ব ব্যাট। ও সাউন্ডে না বসলে আমি গাইব না। সমস্ত টাকা আপনাদের ফেরত দিয়ে দেব।'

-মানিক, শো ফ্লপ হবে না তো?

অভয় পেয়ে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। চারটা গানের পর গুয়াহাটির নেহরু স্টেডিয়ামের স্টেজে আমাকে তুলে পরিচয় করিয়ে দিলেন দর্শক-শ্রোতাদের সঙ্গে। এরপর সময় যত গড়িয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে শ্রোতা। অনুষ্ঠান শেষে শ্রেয়া ঘোষাল এসে আমাকে বললেন, আপনি থাকলে আমার শো ফ্লপ হত না। একই কথা কুণাল গঞ্জওয়ালার মুখেও। জানি না মজাচ্ছলে কিনা, কিন্তু দুজনই আমাকে তাঁদের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ক্যাকটাসের শিল্পীরা সে সময় দূর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে।

দুপুরে যখন গুয়াহাটি থেকে এক বন্ধু ফোন করে বললেন, জুবিনদা আর নেই। তখন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্তটা জানা হয়ে যায় জুবলি বড়ুয়া, শতাব্দী বরাদের মতো একের পর এক শিল্পীর ফোনে। চোখের সামনে ভিড় করছিল কোচবিহার, গুয়াহাটির মতো নানান স্মৃতি। সিঙ্গাপুর যাওয়ার আগেও তো ফোনে দুজনের দীর্ঘসময় কথা হয়েছে। দুজন মিলে পরিকল্পনা করেছি অসমের বিহু উৎসবকে এবার অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায় কী করে, তা নিয়ে। জানি না এবছর জুবিনদা ছাড়া অসমে বিহুর রং ছড়াবে কীভাবে?

এরপর দশের পাতায়

স্কুবা ডাইভিংই কাড়ল প্রাণ

সিঙ্গাপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : চিয়ার্স বলেই যেন শেষ বিদায় 'ইয়া আলি মদত আলি'র স্রষ্টার। মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা আগের শেষ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নিজের সৃষ্টিকে উদযাপনের উদাত্ত আহ্বান ছিল। কিন্তু জীবনের 'মদতওয়ালি'র ইচ্ছা বোধহয় অন্যরকম ছিল। নাহলে কি আর সিঙ্গাপুরবাসকে উপভোগ করতে স্কুবা ডাইভিং জুবিন গর্গের জীবনের শেষ ড্রাইভ হয়! মাত্র ৫২ বছর বয়সে থেমে গেল ৪০টি ভিন্ন ভাষায় গান গাওয়ার রেকর্ডের অধিকারী।

আদতে অসমের বাসিন্দা। কিন্তু তাঁর সংগীত প্রতিভা আন্দোলিত করেছিল আসমুদ্রহিমাচলকে। জুবিন হয়ে উঠেছিলেন নবীন প্রজন্মের সংগীতচর্চার আইকন। সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন উত্তর-পূর্ব উৎসবে নিজের রাজ্যের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে। মৃত্যু তাঁকে কেড়ে না নিলে আজ সিঙ্গাপুর তাঁর সুরের জাদুতে মোহিত হত। সেই কর্মসূচির জন্য সিঙ্গাপুরবাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন জুবিন।

তাঁর বৃহস্পতিবারের পোস্টে ছিল সেই আহ্বান। তিনি লিখেছিলেন, 'এই উৎসবে ভারতের উত্তর-পূর্বের শিল্প, সংস্কৃতি, কারুশিল্প, চা, পোশাক,

এরপর দশের পাতায়

গেমিং আর গ্রুপ চ্যাট অ্যাপে নজর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ সেপ্টেম্বর : নেপালের গণ্ডগোল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর গেমিং অ্যাপ সহ অন্য অ্যাপগুলির ওপর বিশেষ নজর রাখছে পুলিশ। তার জন্য সাইবার ক্রাইম থানাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি নজরদারির জন্য সাইবার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দল গঠন করা হয়েছে। একাধিক আন্তর্জাতিক সীমান্ত থাকায় উত্তরবঙ্গে নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। নেপালে অশান্তির পরিকল্পনা এবং নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতে এই ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তারপরই সক্রিয়তা বাড়ানো হয়েছে।

শুক্রবার কোচবিহারে পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আইজি

(উত্তরবঙ্গ) রাজেশকুমার যাদব বলেছেন, 'নেপাল ও বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতির পর আমরা বিএসএফ এবং এসএসবির সঙ্গে কথা বলে কড়া নজরদারি রেখেছি। গোয়েন্দা বিভাগ আরও বেশি সক্রিয় রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যাতে ভুয়ো বার্তা ছড়িয়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হতে পারে সেজন্য সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং টিম তৈরি করা হয়েছে।' পুলিশের অধীনে রাজ্যে ২৬টি সাইবার ক্রাইম থানা রয়েছে। তার মধ্যে কোচবিহার জেলায় একটি রয়েছে। এটি এতদিন পুলিশ সুপারের দপ্তরেই ছিল। তবে দিন-দিন সাইবার ক্রাইমের পরিমাণ বাড়তে থাকায় এবং কাজের চাপ বাড়ায় সাগরদিঘি সংলগ্ন টেম্পল স্ট্রিটে শুক্রবার থানাটি স্থানান্তরিত করা হল। সেটিরই উদ্বোধনে জেলায় এসেছিলেন আইজি এবং ডিআইজি

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

'স্বাদে-গন্ধে' ভেদ নেই পদ্ম-ঘাসফুলে

গৌতম সরকার

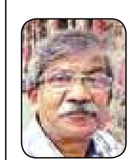

রাজনীতি বড় কঠিন ঠাঁই হে! টের পাচ্ছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। যিনি মুখ খুললেই আলটপকা মন্তব্য। সদ্য নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রে হড়পা, ধসের বিপর্যয় দেখতে গিয়েও তাই হল। কুলু-মানালির দুর্গতরা খানিক বিক্ষোভ, খানিক অনুযোগ করেছিলেন। তাঁদের দুর্দশা শুনতে শুনতে কঙ্গনা বেমক্কা বলে বসলেন, 'আমার কষ্টটাও ভেবে দেখুন আপনারা।' কী কষ্ট তাঁর? ওই এলাকায় তাঁর রেস্তোরাঁয় নাকি এই পরিস্থিতিতে একদিনে মাত্র ৫০ টাকা বিক্রি হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

পুজোর আগে স্বস্তিতে পর্যটন মহল। স্বাভাবিক হতে চলেছে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। অন্যদিকে, মেদলা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে পর্যটকদের সঙ্গে খেলায় মেতেছে এক হস্তীশাবক। খোঁজ নিলেন রাহুল মজুমদার ও পূর্ণেন্দু সরকার।

কার্সিয়াং-মহানদী জয়রাইড আজ থেকে

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : উৎকণ্ঠার অবসান। পুজোর আগে স্বস্তিতে পর্যটন মহল। ধস সরিয়ে শনিবার থেকেই স্বাভাবিক হতে চলেছে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের যেন অপূর্ণ আশা নিয়ে ফিরতে না হয়, সেজন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবার ব্রেক জার্নি করে এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত টয়ট্রেন, কার্সিয়াং থেকে রংটং পর্যন্ত বাসে এবং তারপর রংটং থেকে শিলিগুড়ি জংশন অবধি খেলনাগাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের।

রংটং থেকে এনজেপি'র পথে টয়ট্রেন। ছবি : সূত্রধর

কার্সিয়াং থেকে রংটংয়ের মাঝে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট ধস নেমেছে। তবে বিকেলের মধ্যেই সমস্ত ধস সরিয়ে লাইন পরিষ্কার করে দেন রেলকর্মীরা। শনিবার থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হতে চলেছে। সেদিনই কার্সিয়াং থেকে মহানদী সানসেট জয় রাইড চালু করবে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। চালু করা হচ্ছে এনজেপি থেকে রংটং জয় রাইডটিও। সংস্থার ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আজকে নতুন করে ধস নেমেছে। আমরা ঝুঁকি নিতে চাইছি না। তাই নিজেদের তরফে বাড়তি খরচ করে ব্রেক জার্নি করানো হল রেলযাত্রীদের। শনিবার থেকে অন্য জয় রাইডগুলোও চালু করা হবে।'

দিনসাতেক আগে রংটং থেকে তিনধারিয়ার মাঝে একাধিক এলাকায় ধসের জেরে টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরিষেবা বাতিল করতে বাধ্য হয় ডিএইচআর। পুজোর মুখে পরিষেবা বন্ধ থাকায় যেমন ক্ষতির সম্মুখীন হয় রেল, তেমন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিপাকে পড়তে হয়। একটানা বৃষ্টির জেরে মাঝেমধ্যেই ধস নেমে লাইনে পড়ছিল। পর্যটকদের কথা ভেবে বৃহস্পতিবার থেকে ব্রেক জার্নি করানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল। সমস্ত ধস সরিয়ে লাইন মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার থেকে সরাসরি এনজেপি-দার্জিলিং পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। কার্সিয়াং থেকে মহানদী সানসেট জয় রাইডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। খেলনাগাড়ি কার্সিয়াং থেকে ছেড়ে মহানদী পর্যন্ত যাবে। সেখানে পর্যটকরা পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ পাবেন। এরপর মহানদী থেকে পর্যটকদের নিয়ে কার্সিয়াংয়ে ফিরে যাবে টয়ট্রেন।

দুষ্টু 'মেদলা সুন্দরী'ও পর্যটকদের আকর্ষণ

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মেদলা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে এখন পর্যটকদের 'খেলার সঙ্গী' হয়ে উঠেছে পাঁচ মাসের হস্তীশাবক 'মেদলা সুন্দরী'। নিজের খেয়ালে ক্যাম্পের এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে সে। লোকজন সামনে গেলে মাথা দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে, আবার কখনও ধাক্কা মারছে খুদে হাতিটি। ছবি তুলতে গেলে শুঁড় দিয়ে কেড়ে নিচ্ছে মোবাইল! গরুমারার মেদলা ওয়াচটাওয়ারে যাওয়ার পথে অনেক পর্যটকই শুধু মেদলা সুন্দরীর টানে ঢুঁ মারছেন মেদলা ক্যাম্পে। হস্তীশাবকটির সঙ্গে মেতে উঠছেন খুনশুটিতে। তবে খুনশুটি করতে গিয়ে পর্যটকরা যাতে সীমা না পেরিয়ে যান, সেদিকে সতর্ক নজর রাখছে বন দপ্তর।

গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের বক্তব্য, হস্তীশাবক মাত্রই দুষ্টুমি করবে। পর্যটকরা ওর সঙ্গে ছবি তুলে আনন্দ পাচ্ছেন, দুষ্টুমি করছেন। তবে সেসবের মাত্রা যাতে ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখছেন মাহুতরা।

রামশাইয়ে মেদলা গেটের বাঁদিকে যাদবপুর চা বাগানের ভেতর দিয়ে মেদলা ওয়াচটাওয়ারের দিকে চলে যাওয়া যায়। বন্যপ্রাণী দেখতে এই ওয়াচটাওয়ারে ওঠেন পর্যটকরা। সেখানে যাওয়ার রাস্তায় পড়ে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। ক্যাম্পে রয়েছে কুনকি রামি, ডায়না ও আমন। রামিরই শাবক হল মেদলা সুন্দরী। খুদে হাতিটির দুরন্তপনা, দুষ্টুমি পর্যটকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আকর্ষণে টাওয়ারে যাওয়ার পথে ক্যাম্পে ঢুঁ মারছেন অনেকেই। পাঁচ মাসের শাবকটির নাম বনকর্মীরাই ভালোবেসে মেদলা সুন্দরী রেখেছেন। খুদে হাতিটিকে বেঁধে রাখা হয়নি। তাই পর্যটকরা বেড়াতে এলে তাঁদের কাছে ছুটে যায় সে।

হস্তীশাবক মেদলা সুন্দরীর সঙ্গে খুনশুটি পর্যটকের। মেদলা ক্যাম্পে।

বৃহস্পতিবার মেদলা ক্যাম্পে এসেছিলেন উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা বিশু কর্মকার। মেদলা সুন্দরীকে দেখে তিনি উৎফুল্ল। আখ খাওয়াতে গিয়ে শাবকটির গুঁতোয় পড়ে যান তিনি। এমনকি মেদলা সুন্দরী বিশুর হাত থেকে আখও কেড়ে নেয়। ছবি তুলতে গেলে হাতিটি মায়ের পেছনে লুকিয়ে পড়ছিল বারবার। বিশু জানালেন, হস্তীশাবকের খুনশুটি তাঁকে খুব আনন্দ দিয়েছে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে সপরিবারে ডুয়ার্সে বেড়াতে এসেছিলেন সঞ্জয় লাহা। তিনি মজার ছলে বললেন, 'আরে আমার নাতিও এত দুষ্টুমি করে না, যতটা মেদলা সুন্দরী করল।' ট্যুরিস্ট গাইড কৈলাস রায়ের বক্তব্য, 'মেদলা সুন্দরীর খুনশুটি ও দুষ্টুমি দেখতে অনেক পর্যটকই ভিড় জমাচ্ছেন।'

এনবিএসটিসি-তে নিয়োগের আশ্বাস

টোটোয় কিউআর কোড, জানালেন মন্ত্রী

শমিদীপ দত্ত ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৯ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে কর্মীসংকট তাহলে মিটতে চলেছে! শুক্রবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর আশ্বাসের পর এমনটাই মনে করছেন নিগমের আধিকারিকরা।

এদিন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে নিগমের উদ্যোগে বিভিন্ন বিভাগে ডিভিশনের সেরা দশজনকে পুরস্কৃত করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী। সেখানেই নিজের বক্তব্যে কর্মীসংকটের বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নেন মন্ত্রী। এরপরেই তিনি জানান, কর্মীসংকটের বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম প্রতিদিন এক লক্ষ বাহান্ন হাজার কিলোমিটার বাস পরিষেবা দিচ্ছে। প্রতিদিন এক লক্ষ কুড়ি হাজার যাত্রীকে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে মাত্র ২৮০০ কর্মী দিয়ে এই পরিষেবা চলছে। কর্মীসংকটের সমস্যা সমাধানে আমরা বিভিন্ন বিভাগে জুনিয়ার-সিনিয়ার সহ ৮৭ জনকে নিয়োগ করতে চলেছি। এছাড়াও অস্থায়ী ৫০ জন চালক ও ৫০ জন কনডাক্টরকে নিয়োগ করা হবে।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে ক্রমেই কর্মীসংকট বাড়ছে। অফিসার পদ কার্যত শূন্য হয়ে রয়েছে। শিলিগুড়ি ডিভিশনাল ম্যানেজার পদ পূরণ করতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয়েছে নিগমকে। নিগমের প্রতিটি ডিভিশনাল ম্যানেজার পদে থাকা কর্তারা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সেই পদের দায়িত্ব পালন করছেন। বিষয়টি নিয়ে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের বক্তব্য, 'প্রতিমাসে ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করছি। রাজ্য সরকারের তরফে চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যা নিগমের উন্নয়নমূলক কাজে লেগেছে।'

এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন পালপাড়ায় রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের আয়োজিত পথ নিরাপত্তা কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সব টোটোতে কিউআর কোড লাগানোর বিষয়টি তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'বৃহস্পতিবার ক্যাবিনেটের বৈঠক হয়েছে। লোকাল যেসব টোটো রয়েছে সেগুলিতে কিউআর কোড সংবলিত স্টিকার লাগানো হবে। কতগুলি টোটো চলছে তা চিহ্নিত করার জন্যই এই উদ্যোগ।' শিলিগুড়ি, বর্ধমান, হাওড়া, আসানসোল সহ সব বড় শহরে টোটো সংগঠন, ট্রাফিক পুলিশ, প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করে কোন কোন রাস্তা, পকেট রুট দিয়ে টোটো চলাচল করবে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হবে। টোটো চালিয়ে যাঁরা জীবিকানির্বাহ করছেন তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্যই এই উদ্যোগ বলে মন্ত্রী জানান।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, 'দেশে প্রতিমাসে পথ দুর্ঘটনায় ৫০০ মানুষের মৃত্যু হয়। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হারে রাজ্য ১১তম স্থানে। এতে আমরা খুশি নই। একটি মৃত্যুও কাম্য নয়। এজন্য গতির লাগাম টানা হবে।'

কী উদ্যোগ

- উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে বিভিন্ন বিভাগে ৮৭ জনকে নিয়োগ
- অস্থায়ীভাবে নিয়োগ ৫০ জন চালক ও ৫০ জন কনডাক্টরকে
- সব টোটোতে লাগানো হবে কিউআর কোড
- কোন রাস্তায় টোটো চলাচল করবে তার জন্য পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে শীঘ্র বৈঠক করা হবে

সেবকে ধস

ওদলাবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাতভর ভারী বৃষ্টির পর শুক্রবার সকালে দেখা গেল, সেবক পাহাড়ের রাস্তায় কোথাও গাছ উপড়ে গিয়েছে, তো আবার কোথাও বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে। যার জেরে সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয়। যদিও সড়কটি দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এনএইচ-৯ ডিভিশন কর্তৃপক্ষ দ্রুত পে লোডার দিয়ে ধস ও গাছ সরানোর কাজ শুরু করায় যাত্রীদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায়। ডুয়ার্সের বেশিরভাগ গাড়ি সেবক পাহাড় এড়িয়ে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ হয়ে শিলিগুড়ি যাতায়াত করেছে।

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-006/2025-26 Last date of online bid submission 06/10/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO &EO, Banarhat Block

আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৬৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আজারায় - ১০টি বিচ্ছিন্নযুক্ত আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৬৬,৫৫,৭৭৫.৩৭ টাকা, বায়নার অর্থ: ১,৩৩,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CORRECTION
Application for NIT No-42/kck-II/2025-26 Memo No-330/kck-II PS Dated-12.09.2025 were invited by the E.O Kaliachak-II PS from the bidders. Please read the last date of bid submission is 15.10.2025 instead of 13.10.2025 upto 18:00 Hrs in advertisement published on 16th September. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Kaliachak-II Panchayat Samity
Mothabari, Malda

Tender Notice
E-NIeT No:- 08(e)/CHL-II/B/2025-26, Dtd-16/09/2025 Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site **www.wbtender.gov.in** Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in **www.wbtender.gov.in**
Sd/-
Block Devlopment Officer
Chanchal-II Devlopment Block, Malatipur, Malda

ওএইচই সংশোধন কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৩৯_২৫-২৬, তারিখ: ১৬-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_৩৯_২৫-২৬, কাজের নাম: "কাটিহার ডিভিশনের ডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ওএলএস-এ ডিএসডিসি-এর ওএইচই পাসেজ লঙ্ঘন সরানোর" সম্পর্কিত ওএইচই সংশোধন কাজ (সিডিউল-I)। টেন্ডার মূল্য: ১,৮৮,৯৫,২৩৬.৮০ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,৪৪,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড ডিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender Notice
e-NIT No. 21/e-Chl-I/B/2025-26 Dated-15.09.2025 Online applications for e-Tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website **www.wbtenders.gov.in.** Details may be seen in the office during office hours at the office Notice Board of Chanchal-I Dev Block and District Website, Malda in all working days.
Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-I Development Block

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No WB/017/APAS-1/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01. WB/019/APAS-3/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01,02.03, WB/020/APAS-4/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01,02.03,04,05. WB/021/APAS-5/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01,02.03,04. & E-NIQ No: WB/007/NIQ/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01. Last date of submission of bid through online is 25-09-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in. from 19.09.2025 from 17:00 hrs respectively.
Sd/-
EO & BDO
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

Tender Notice
e-NIT No. 21/e-Chl-I/B/2025-26 Dated-15.09.2025 Online applications for e-Tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website **www.wbtenders.gov.in.** Details may be seen in the office during office hours at the office Notice Board of Chanchal-I Dev Block and District Website, Malda in all working days.
Sd/-
Block Devlopment Officer
Chanchal-I Devlopment Block

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, নবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৫১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৮৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৯০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কলকাতা-সায়রং-কলকাতা এক্সপ্রেস লালাবাজার ও জামিরা স্টেশনে থামবে

যাত্রীদের সুবিধার্থে, ১৩১২৫/১৩১২৬ কলকাতা-সায়রং-কলকাতা (ত্রি-সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস ট্রেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লালাবাজার ও জামিরা স্টেশনে থামবে, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

১৩১২৬ সায়রং-কলকাতা (ত্রি-সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)		স্টেশন	১৩১২৫ কলকাতা-সায়রং (ত্রি-সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	
পৌঁছবে	ছাড়বে		পৌঁছবে	ছাড়বে
০৮.৩০ ঘঃ	০৮.৩২ ঘঃ	↓ জামিরা	১৭.৫০ ঘঃ	১৭.৫২ ঘঃ
০৮.৫৮ ঘঃ	০৯.০০ ঘঃ	লালাবাজার ↑	১৭.২৩ ঘঃ	১৭.২৫ ঘঃ

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Abul Md, পিতা Shukur Ali ধর্ম মুসলিম মধ্য খাগরাবাড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি গত 24.6.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 11598] বলে Abul Md, Abul Mohammad ও Md Abul একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Panchanan Nagar, Vivekananda Street, Cooch Behar – 736101, West Bengal
Admission Notification for Certificate & Diploma Courses 2025

Website Link for Online Application	**https://www.cbpbu.ac.in**
Commencement of Online Application	22.09.2025
Last date of Online Application	09.10.2025

Sd/-
Registrar (Addl. Charge)
Ref. No.: F194.V5/REG/1534-25
Date: 19.09.2025

যথাযোগ্য স্থানে প্রযোজ্য
শ্রী বিমান দাসগুপ্ত, পিতা- মৃত শান্তি রঞ্জন দাসগুপ্ত, ব্যাঙচাতরা রোড, তল্লিতলা বাই লেন, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার, কোচবিহারের বাসিন্দা, গুড়িয়াহাটি মৌজায়, J.L. No. 126 এ। -৭২৩০/২০০৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে প্রবীর দাসগুপ্তের নিকট হইতে L.R. ২৩৮১ দাগে ০.৮২ শতক জমি ০৪/০৯/২০২৫ তারিখে দান করিয়াছে এবং MN/২০২৫/০৮০১/১৩৩৫৪ Mutation Case মূলে কোচবিহার- I নং B.L.R.O Office এ রেকর্ড এর জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে কোচবিহার- I নং B.L.R.O Office এ যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।
Kumardip Mukherjee (Advocate)
Cooch Behar
18/09/2025

অ্যাফিডেভিট

আমি শ্রী অরুণ কুমার বর্মন, আমার D.L.এ পিতার নাম ভুল থাকায় গত 18/09/25 তারিখে নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম জগদানন্দ বর্মন করা হল। (C/117489)

I, Sadhan Debnath, S/o- Late Harinarayan Debnath, of Vill- Jharbaragila, Po :- Panbari, PS -:- Maynaguri, Dt :- Jalpaiguri vide affidavit before Notary Jalpaiguri 18/09/2025 have changed my name from Sadhan Kumar Debnath, & Debnath Sadhan to Sadhan Debnath. Hence forth I shall be know as Sadhan Debnath.
(C/117487)

By affidavit EM -Mal on 08/08/25 I Susmita Kundu Pal declare that, Susmita Pal & Susmita Kundu Pal is same & Identical Person. (C/117996)

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল লিপিবদ্ধ হওয়ায় ১১.৯.২৫ তাং অ্যাফিডেভিট নং 3094 দ্বারা জে.এম ফার্স্ট ক্লাস কোর্ট জলপাইগুড়ি তে ঘোষণা করি যে Roni Sarkar ও Rane Sarkar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117491)

টিউশন

প্রাইমারি WB TET Exam এর জন্য শিক্ষক চাই, বাড়িতে পড়াতে হবে। শিলিগুড়ি। (M) 8116743501. (C/117998)

শিলিগুড়ি কলেজ

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৩শে সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) ২০২৫ সকাল ৮টায় কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সকল প্রাক্তনী, প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবন্ধু, বর্তমান ছাত্রছাত্রী এবং সকল শিলিগুড়িবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। অধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি কলেজ

Central Bank of India
The details of the same are under :-

Sr. No.	Works	The deadline for submission of tender and Place	Contact Number for bidders
01.	Searching of alternate premises of 04 branches named Deokhata Netaji Bazar, Turturi, Hatipota, & Umacharanpur.	13.10.2025 upto 5 PM at Regional Office, Coochbehar	9304906885 (Mr.Santosh Kumar)
02.	Furnishing work (Furniture, Electrical, & Data cabling) at Central Bank of India, Sitalkuchi Branch under our Coochbehar Region.	13.10.2025 upto 3 PM through online mode.	6289216801 (Mr.Aranya Biswas)

The final date for submission will be fixed on 13.10.2025
The said information and required documents are available in our bank's website : http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender & https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/
Sd/- Subhash Rao, Chief Manager (RPC), Alternate-BSD, Regional Office Coochbehar

আজ টিভিতে

আগামীকাল মহালয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান নানা চ্যানেলে

অকাল বোধন ভোর ৫.০০ সান বাংলা

জাগো মা দুর্গা ভোর ৫.০০ জি বাংলা

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ভোর ৫.০০ স্টার জলসা

অকাল বোধন সকাল ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ কর্তব্য, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ আই লভ ইউ, রাত ১০.১৫ ক্রিমিনাল
জি বাংলা সোনার : দুপুর ১২.০০ অভিমান, বিকেল ৩.০০ বহুরূপী, রাত ৯.০০ চালচিত্র, ১১.৩০ বসু পরিবার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এবং তুমি আর আমি, সন্ধে ৭.৩০ লাল কুঠি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব

আওয়াধি মাটন রান্না শেখাবেন গার্গী ঘোষ। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

পুজোর সবচেয়ে বড় জলসা রাত ৯.০০ স্টার জলসা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। বৃষ : কোনও বিষয় নিয়ে অযথা হয়রানির আশঙ্কা। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। মিথুন : আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ তার কাজ হাসিল করতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। কর্কট : নিজের শরীর নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। অতি আকাঙ্ক্ষার ফল খারাপ হতে পারে। সিংহ : নতুন কাজের সুযোগ মেলায় স্বস্তি। হারানো দ্রব্য ফেরত পেয়ে স্বস্তি। মায়ের শরীরের দিকে নজর দিন। কন্যা : কোনও প্রয়োজনীয় দ্রব্য হারাতে পারে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মশালাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। তুলা : সারাদিন অবসাদে কাটবে। কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় সাফল্য। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। বৃশ্চিক : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। ধনু : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হলেও অতিরিক্ত নিতে যাবেন না। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। পেটের রোগে ভোগান্তি। মকর : পথে কোনওরকম বিতর্কে জড়ালেই সমস্যা হবে। প্রেমের জটিলতা কাটবে। কুম্ভ : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কন্যার চাকুরিপ্রাপ্তির সংবাদে আনন্দ। মীন : বাড়ির প্রতিটি সদস্য আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নাও নিতে পারে। একাধিক উপায়ে উপার্জনের সুযোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ ভাদ্র, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩ আহিন, সংবৎ ১৪ আশ্বিন বদি, ২৭ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৪। শনিবার, চতুর্দ্দশী রাত্রি ১১।৫৪। মাঘনক্ষত্র দিবা ৯।১৯। সাধ্যযোগ রাত্রি ১০।৪। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।৫৫ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ১১।৫৪ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৯।১৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১১।৫৪ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৫৯ মধ্যে ও ১।২ গতে ২।৩৩ মধ্যে ও ৪।৪ গতে ৫। ৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ৩।৫৯ গতে ৫।২৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।৪৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ। পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩০ মধ্যে (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৬।৫৯ গতে পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীবিহিত পুজো প্রশস্তা (অত্রকৃত্যে কালবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বহু সম্মতঃ)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৩ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫০ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩৪ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Reliance
Growth is Life
SMART BAZAAR
CYCLE PURE AGARBATHI
Presents
এই পুজোয় মায়ের সাথে সেজে উঠুন
2000 + ফ্যাশন স্টাইলস্ ₹499-এর মধ্যে
স্মার্ট প্রাইস ₹149
এমআরপি ₹1295
ইনসুলেটেড ক্যাসারোল 2 L
₹1500 - ₹2999 মূল্যের ফ্যাশনের কেনাকাটার উপরে
স্মার্ট প্রাইস ₹499
এমআরপি ₹2895
LaOPALA
ওপালওয়্যার ডিনার সেট (22 Pcs)
₹3000 - ₹4999 মূল্যের ফ্যাশনের কেনাকাটার উপরে
স্মার্ট প্রাইস ₹799
এমআরপি ₹10000
হার্ড ট্রলি (55 cm)
₹5000 এবং তার অধিক মূল্যের ফ্যাশনের কেনাকাটার উপরে
মিষ্টি 200 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
BUY ANY 1 GET ANY 1 FREE
এমআরপি ₹179 থেকে শুরু
বিস্কুট লার্জ প্যাক 450 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ফ্ল্যাট 55% ছাড়
এমআরপি ₹160 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹72 থেকে শুরু
কোল্ড ড্রিঙ্ক & জ্যুস 600 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 25% ছাড়
এমআরপি ₹40 থেকে শুরু
প্রভুজী নমকিন 900 g (নির্বাচিত সম্ভার)
ফ্ল্যাট 37% ছাড়
এমআরপি ₹300 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹189 থেকে শুরু
বডি লোশন 300 ml / ক্রিম 200 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹499 থেকে শুরু
স্ট্রিক্স শ্যাম্পু / সেরাম 100 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹199 থেকে শুরু
পারফিউম গিফ্ট প্যাক 60 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹275 থেকে শুরু
ফেসওয়াশ 150 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹260 থেকে শুরু
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹300 থেকে শুরু
শাওয়ার জেল 250 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
গিফ্টের অপশন রয়েছে হাজার, উৎসব পালন করবে পুরো পরিবার!
GIFTS AT ₹50 ONWARDS
Gifting utsav
ক্যাটালগ দেখার জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন
SMART BAZAAR
সবকিছু MRP# এর কমে
#নির্বাচিত ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হতে পারে
ব্র্যান্ডস্ অ্যাট ₹9* প্রতিদিন
*₹1499 টাকা বা তার বেশি কেনাকাটার উপরে
অফার এছাড়াও উপলব্ধ
SMART SUPERSTORE
• শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পি আর এম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • দার্জিলিং : রিঙ্ক মল • গ্যাংটক : নামনাং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নামনাং রোড • বালুরঘাট : টাউন ক্লাব গ্রাউন্ডের সামনে • কার্শিয়াং : প্লাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের কাছে • ময়নাগুড়ি : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের কাছে • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের কাছে, সোলুগাড়া, 4র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলসের বিপরীতে • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোট কাকঝোরা • গ্যাংটক : বাজরা ওয়ার্ল্ড • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকিজের কাছে • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এসিডিসি ক্লাবের বিপরীতে • মালদা এম কে রোড, 420 মোড়
SMART BAZAAR
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। হোমওয়্যার এবং অ্যাপারেলস্ উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। বাজাজ ফিনসার্ভ এবং কুপন বুকলেটের অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোরে বৈধ। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 21 সেপ্টেম্বর 2025 তারিখ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

একে রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর। গত কয়েকদিন ধরে চিতাবাঘের হামলার সঙ্গে আবার হাতির হানা। একদিকে চা বাগানে কাজ বন্ধ চিতাবাঘের আতঙ্কে, অন্যদিকে হাতির ভয়ে প্রাথমিক স্কুলে ছুটি দিয়ে দিতে হচ্ছে শিক্ষকদের। সেই সঙ্গে ফসল নষ্ট হওয়া তো আছেই। বুনোদের নিয়ে পুজোর মুখে স্বস্তি নেই চা বাগান থেকে গ্রামে।

হাতির হানায় আতঙ্কে ডুয়ার্স

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

মোগলকাটা চা বাগানে শাবক সহ একদল হাতি। -সংবাদচিত্র

১৯ সেপ্টেম্বর : 'এক চিতাবাঘে রক্ষা নাই, হাতি দোসর।'

ক'দিন ধরেই চিতাবাঘের হামলায় ত্রস্ত ডুয়ার্স। প্রাণরক্ষা করা যায় কী করে, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে নতুন করে হানাদারি ঘটছে হাতির। জঙ্গল লাগোয়া এলাকা তো বটেই, হাতির দল চলে আসছে ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতেও। ফলে এখন বনবস্তির পাশাপাশি চা মহল্লাগুলিতে হাতির আতঙ্ক। এক রাতে একাধিক জায়গায় হাতির হামলার ঘটনা ঘটায় চিন্তিত বনকর্মী থেকে আধিকারিকরা। যেভাবে ক্ষতির বহর বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় সাধারণ মানুষ।

ক্রান্তি, মাল ও চামুর্চি এবং রামশাই, চার চারটি জায়গায় একরাতে হাতির হানাদারি। কোথাও সুপারির গাছের ক্ষতি, কোথাও আবার ধানের খেতের জমি নষ্ট। যার জেরে চরম সমস্যায় পড়েছেন এখানকার কৃষিজীবী পরিবারগুলির পাশাপাশি সাধারণ মানুষ। মোগলকাটা চা বাগানের একটি পরিত্যক্ত জায়গায় দিনভর হাতির পাল দাঁড়িয়ে থাকায় ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষ ছুটি দিয়ে দেয়। যেভাবে একের পর এক জায়গায় জঙ্গল ছেড়ে হাতি লোকালয়ে চলে আসছে, তাতে আতঙ্কও বাড়ছে।

বৃহস্পতিবার রাতে রামশাই এলাকায় জমির ফসল নষ্ট করেছে হাতির পাল। একইভাবে ভুটান সীমান্ত চামুর্চি চেকপোস্ট এলাকায় এক কবরস্থানে ঢুকে সেখানকার গাছপালা ও সুপারি গাছের ক্ষতি করে চলে যায় হাতির একটি দল। বাদ যায়নি মাল ব্লকের পশ্চিম ডামডিম এলাকাও। এখানেও বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টি বুনো হাতি তারঘেরা রেঞ্জের আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পশ্চিম ডামডিমের লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এখানে প্রায় ২০ বিঘা ধানখেতের ক্ষতি করে। ক্ষতির মুখে পড়েন ৮ জন কৃষক। পাশাপাশি, শুক্রবার সকালে তোতাপাড়া জঙ্গল থেকে আটটি হাতির একটি দল বেড়িয়ে লোকালয়ে চলে আসে। দাঁড়িয়ে থাকে পরিত্যক্ত একটি জায়গায়।

দুশ্চিন্তা

- চিতাবাঘের পর এবার হাতির হানা ডুয়ার্সের ক্রান্তি, মাল, চামুর্চি সহ একাধিক জায়গায়
- হাতির হামলায় কোথাও ধানখেতে ক্ষতি, কোথাও সুপারি বাগান নষ্ট, ক্ষতির মুখে সাধারণ মানুষ
- হাতির হানাদারি রুখতে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বন দপ্তর, অভিযোগ বিভিন্ন এলাকায়
- একই সময়ে একাধিক জায়গায় হাতি বের হওয়ায় সমস্যা, বলছেন বনকর্তারা

প্রতিটি এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, গত কয়েকদিন ধরেই প্রায় প্রতিরাতেই গ্রামে হাতির হামলা হচ্ছে। কিন্তু হাতির হানাদারি রুখতে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বন দপ্তর। যার ফলে তাঁদের চরম ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। যদিও রামশাইয়ের রেঞ্জ অফিসার সর্বাশিষ বর ও মালের বন্যপ্রাণী স্কোয়ার্ডের তরফে অঙ্কন নন্দীর দাবি, জঙ্গল থেকে বের হয়ে যাতে হাতি লোকালয়ে চলে আসতে না পারে, তার জন্য সারারাত টহলদারি করছেন বনকর্মীরা। তবে একই সময়ে একাধিক জায়গায় হাতি বের হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে বলে জানান তাঁরা। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীরা উপযুক্ত প্রমাণ সহ আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে বক্তব্য বন দপ্তরের। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'খবর পেলেই হাতির দলকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। এখানকার একটি দলকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাতে ফের যাতে হাতির দল লোকালয়ে না ঢোকে, সেদিকে নজর রাখা হবে।'

খাঁচা পাতলেও অধরা চিতাবাঘ

শুভদীপ শর্মা ও শুভজিৎ দত্ত

ক্রান্তি ও নাগরাকাটা, ১৯ সেপ্টেম্বর : পরপর দু'দিন চিতাবাঘের হামলায় জখম হয়েছেন দুজন। খাঁচা পাতা হলেও চিতাবাঘ ধরা পড়েনি। এর মধ্যেই শুক্রবার ক্রান্তি ব্লকে সুবর্ণপুর চা বাগানে ফের দেখা গেল দুটি শাবক সহ চারটি চিতাবাঘ। ফলে এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক দেখা দেয়। বাগানের চার নম্বর সেকশনে যেখানে চিতাবাঘের হামলা হয়েছিল, সেখানে এদিন কোনও কাজ করেননি শ্রমিকরা। পরিস্থিতি আঁচ করে বাগানের বিভিন্ন সেকশনে কর্মী মোতায়েন করে বন দপ্তর। অন্যদিকে, বন দপ্তর চিতাবাঘ উপদ্রুত খেরকাটা গ্রাম ও কলাবাড়ি চা বাগানকে খাঁচার চক্রব্যূহে ঘিরে ফেলেছে।

ক্রান্তি ব্লকের চেল নদী লাগোয়া রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাইলকাধুরা গ্রামের পাশে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। বিগত কয়েক বছরে গ্রামে হাতির হানা হলেও সেভাবে চিতাবাঘের আক্রমণ হয়নি। যদিও মাসখানেক ধরে গ্রামে একের পর এক চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটেছে। বুধ ও বৃহস্পতিবার পরপর দু'দিন চিতাবাঘের হামলায় গ্রামের সুবর্ণপুর চা বাগানে দুজন আহত হন। একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও প্রদীপ রায় নামে এক ব্যক্তি এখনও মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সুবর্ণপুর চা বাগানের শ্রমিক অনীতা রায় চিতাবাঘের আতঙ্কে বাগানে কাজ করতে যাননি। তিনি জানালেন, প্রায়ই গ্রাম থেকে একের পর এক ছাগল নিখোঁজ হচ্ছিল। গ্রামবাসী প্রথমে ভাবেন, চুরি হয়েছে। পরে তাঁরা বুঝতে পারেন, এই কীর্তি চিতাবাঘের। স্থানীয় বাসিন্দা শিবেন রায়, আবু কালামরা বাগানে পাতা তোলার কাজ করেন। তাঁরা জানান, বাগানের পাশ দিয়ে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। ওই রাস্তাতেও চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে। এদিন বাগানের দুই নম্বর সেকশনে দুটি বড় ও দুটি শাবক চিতাবাঘকে দেখা যায়। বন দপ্তরের আপালচাঁদ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নবাঙ্কুর ঘোষ বলেন, 'বনকর্মীরা সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছেন। শ্রমিকদের পটকা দেওয়া হয়েছে।'

> বনকর্মীরা সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছেন। শ্রমিকদের পটকা দেওয়া হয়েছে।
>
> **নবাঙ্কুর ঘোষ**
> *রেঞ্জ অফিসার, আপালচাঁদ রেঞ্জ*

নাগরাকাটা খেরকাটায় গত মঙ্গলবার অস্মিত রায় নামে বছর বারোর এক নাবালককে বাড়ির উঠোন থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল একটি চিতাবাঘ। এলাকাজুড়ে ছয়টি খাঁচা পাতা হয়েছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে পাতা হয়েছে আরও একটি খাঁচা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেও খেরকাটায় এক ব্যক্তি চিতাবাঘ দেখতে পান। বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'আমরা সতর্ক রয়েছি। সচেতন করা হচ্ছে। রোজ নিয়ম করে বনকর্মীরা খাঁচা পাতছেন। স্থানীয়দের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। নিখুঁতভাবে খাঁচা পাতা না হলে চিতাবাঘ ধরা পড়বে না। টোপ হিসেবে ছাগল দেওয়া হচ্ছে।'

প্রতিমায় রংয়ের ছোঁয়া। শুক্রবার জলপাইগুড়ির কুমোরটুলিতে।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফ থেকে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের (ডিপিএসসি) কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এদিন ডিপিএসসি কার্যালয়ে স্লোগানের মাধ্যমে সমিতির সদস্যরা বেশ কিছু দাবি তুলে ধরেন।

সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, '২০২৫-এর ১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ১ সেপ্টেম্বর ২০৩০-এর পর যে সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকারা কর্মরত থাকবেন এবং যাঁদের প্রোমোশন হয়েছে তাঁদের টেট-এ উত্তীর্ণ হওয়ার যে রায় দেওয়া হয়েছে সেই রায় সংশোধনের জন্য ডিপিএসসির চেয়ারম্যানকে রিভিউ পিটিশন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকেও রিভিউ পিটিশন করতে হবে।'

শহিদ স্মরণ

নাগরাকাটা, ১৯ সেপ্টেম্বর : নাগরাকাটার শহিদ মহাদেব মিঞ্জকে সিআরপিএফ স্মরণ করল। ২০১২ সালে এই দিনেই মাওবাদী হামলায় মহাদেব শহিদ হন। শুক্রবার বাহিনীর উত্তরবঙ্গের প্রধান কার্যালয় শিলিগুড়ি গ্রুপের আধিকারিক ও জওয়ানরা নাগরাকাটায় তাঁর স্মৃতিতে নির্মিত মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। সিআরপিএফের শিলিগুড়ি গ্রুপের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট ধর্মেন্দ্র কুমার বলেন, 'শহিদ মহাদেবের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর পরিবারের পাশে সবসময় রয়েছি।'

খুলল তালা

বেলাকোবা, ১৯ সেপ্টেম্বর : বকেয়া বাড়িভাড়া নিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠকে মীমাংসা না হওয়ায় প্রধান শিক্ষিকা পৌষালী চক্রবর্তীর ঘরে তালা মেরে দেন বাড়ির মালিক মলয় মোদক। শুক্রবার সেই তালা খুলে দিলেন বাড়ির মালিক। ঘটনাটি বেলাকোবা বটতলা সংলগ্ন একটি ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের।

ধৃত ১

ওদলাবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ওদলাবাড়ি হিন্দি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার সিডেটিভ ট্যাবলেট সহ এক ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকার বাসিন্দারা। মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগে মামলা দায়ের করা হবে।'

বাছুর বিতরণ

মালবাজার, ১৯ সেপ্টেম্বর : মাল পঞ্চায়েত সমিতির তরফে শুক্রবার বাছুর বিতরণ করা হয়। দরিদ্র মানুষ যাতে স্বনির্ভর হতে পারেন তাই ব্লক প্রশাসনের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাল ব্লকের ৬টি পঞ্চায়েতের ৬ জনকে বাছুর দেওয়া হয়েছে। আগামীতে অন্যদের দেওয়া হবে।

রাজবাড়িতে মহালয়ায় কালীপুজো

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাজা এবং রাজ্যপাট না থাকলেও রাজবাড়ির নিয়ম এখনও একই আছে। ৫০০ বছর ধরে একই নিয়মে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। এই রাজবাড়ির পুজোর এবার ৫১৬তম বর্ষ। পাঁচ শতাব্দীর নিয়ম মেনে মহালয়ার দিন কালীপুজোর মধ্যে দিয়ে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো শুরু হয়।

প্রতিবছর মহালয়ায় রাজবাড়িতে কালীপুজো হয়। এবারও রাজবাড়ির কালী মন্দিরে রবিবার সন্ধ্যায় পুজো হবে। কালীপুজোর পর প্রতিপদে দুর্গাপুজোর ঘট বসবে। সূচনা হবে দশদিনব্যাপী দুর্গাপুজোর। রাজবাড়ির পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, 'এবছর মহালয়ার কালীপুজো ৫১৬ বছরে পদার্পণ করবে। দেবী ত্রিনয়নীর কাছে রাজপরিবারের বর্ষীয়ান সদস্য প্রণত বসু, তাঁর পুত্র সৌম্য বসু এবং পুত্রবধূ লিন্ডা বসু সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাবেন। কালীপুজোর মধ্যে দিয়ে রাজবাড়ির এবছরের দুর্গাপুজোর সূচনা হবে।'

মহালয়ার এই পুজোয় রাজবাড়িতে এলাকার মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। পুজো চলে গভীর রাত পর্যন্ত। রাজপরিবারের গৃহবধূ লিন্ডা বসু বলেন, 'পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এবারও প্রচুর মানুষ পুজো দেখতে আসবেন। রাজপরিবারের নিয়ম মেনেই পুজোর আয়োজন চলছে।' দেবী কালীকে নিবেদন করে মন্দির চত্বরে পাঁঠাবলি হয়। রাজপুরোহিত বলেন, 'কালিকাপুরাণ মতে এখানে পুজো হয়ে থাকে। তাই বলির প্রথা রয়েছে। অমাবস্যা তিথি ছেড়ে যাওয়ার আগে রবিবার সন্ধ্যায় কালীপুজো শুরু হয়ে যাবে এবার।' দেবী কালীকে নিবেদন করে মন্দির চত্বরে পাঁঠাবলি হয়। আমিষ পদ থাকে ভোগে। আবশ্যিকভাবে ভোগের থালাতে করলা নদীর বোয়াল মাছ, ঘি-ভাত থাকবেই। গভীর রাত পর্যন্ত পুজো হওয়ার পর রাজপরিবারের সদস্যরা মণ্ডপে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করেন। রাজবাড়ির দুর্গামূর্তি সোনার। সারা বছর সোনার সেই দুর্গামূর্তির নিত্যপুজো হয়। প্রতিপদে পুজো হয় কালী মন্দিরে। মহালয়ার দিন কালীপুজোর আগে তিথি মেনে দুর্গা প্রতিমার চক্ষুদান হয়। পুজোর ক'দিন দুর্গা দালানে মা দুর্গার মাটির প্রতিমার সঙ্গে সোনার প্রতিমারও পুজো করা হয়।

রাজবাড়ির এই কালী মূর্তিতেই হবে মহালয়ায় পুজো। -সংবাদচিত্র

অমিল কেরোসিন

বেলাকোবা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ২ বছর ধরে র‍্যাশন দোকান থেকে দেওয়া হচ্ছে না কেরোসিন তেল। এমনকি, দুয়ারে র‍্যাশনেও মিলছে না জ্বালানি। খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে তেল। বাধ্য হয়ে সেই কেরোসিন তেল কিনেই দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছেন উপভোক্তারা।

সংবাদ মাধ্যমের থেকে খবর পেয়ে সাব-ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার সাফাই দিয়ে বলেন, 'এই ঘটনা তো হওয়ার কথা নয়। বিষয়টির খোঁজ নিয়ে দেখছি।' অধিকাংশ দোকানে কেরোসিন তেল মিলছে না বলে অভিযোগ। শুধু চাল, আটা দেওয়া হচ্ছে।

উপভোক্তা নির্মল চক্রবর্তী জানান, তাঁর প্রতিমাসে কেরোসিন তেলের দরকার হয়। কিন্তু, প্রায় ২ বছর তেল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বাজার থেকে ১০০ টাকা প্রতি লিটার দামে কেরোসিন কিনতে হচ্ছে। বেলাকোবার এক র‍্যাশন দোকানের মালিক সত্যব্রত দাস বলেন, 'কেরোসিন তেলের বিক্রি নেই। গ্যাস, ইলেক্ট্রিক উনুনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তেলের বিক্রি কমেছে। ফলে লোকসান হয়।'

শক্তিরূপেণ।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন বিবেক ঘোষ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

টুকরো খবর

অফিস ফেরত পেল সিটু

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ২০১৬ সাল থেকে রানিনগর শিল্পাঞ্চলে সিটুর অফিস দখল করে নিয়েছিল আইএনটিটিইউসি। শুক্রবার সিপিএমের নেতা নিরঞ্জন রায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আইএনটিটিইউসির সদর-২ ব্লক কমিটির সভাপতি রাজু সাহানি সেই দখল করা অফিস সিটুকে ফিরিয়ে দিলেন। ফুলের স্তবক দিয়ে সিপিএম নেতাকে সংবর্ধনা দিয়ে করজোড়ে ক্ষমাও চেয়ে নেন রাজু সাহানি। তিনি জানান, তৃণমূলের তৎকালীন শ্রমিক ইউনিয়নের কয়েকজনের হঠকারিতার জন্য সিটুর অফিস দখল করা হয়েছিল। সেই অফিস ফিরিয়ে দিতে পেতে তাঁরা কৃতজ্ঞ।

কৃষি দপ্তরে তৃণমূল

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : কৃষকবন্ধু ও কিষান ক্রেডিট কার্ড সুবিধার আওতায় আরও বেশি করে কৃষকদের নিয়ে আসার দাবিতে শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক দীপেন প্রামাণিক ও কিষান খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি দুলাল দেবনাথ সহ ৪ জনের একটি প্রতিনিধিদল জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা গোপাল সাহার সঙ্গে দেখা করে।

কৃষকদের প্রকৃত কীটনাশক দেওয়া ও সরকারি মূল্যে ধান কেনায় বেশি করে রেজিস্ট্রেশন করার দাবিও জানানো হয়। দক্ষিণ বেরুবাড়ির অ্যাডভার্স জমির বাসিন্দারা এখনও খতিয়ান পাননি। ফলে তাঁরা রাজ্য সরকারের শস্যবিমা ও কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে দুলাল অভিযোগ করেন।

ট্র্যাকে হাতি

নাগরাকাটা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স রুটে গত ১২ ঘণ্টায় পরপর দু'বার রেললাইনে উঠে পড়া হাতির দল রক্ষা পেল ট্রেনচালকের তৎপরতায়। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কালচিনি ও রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের মাঝে বক্সার জঙ্গলে। সেখানে ১৫৬/১-২ নম্বর পিলারের কাছে লোকমান্য তিলক-কামাখ্যা এক্সপ্রেসের দুই চালক প্রকাশ কুমার ও সিকে মিশ্র হঠাৎই একটি হাতিকে রেললাইন পার হতে দেখেন। তৎক্ষনাৎ জরুরিকালীন ব্রেক কষে ট্রেনটিকে নিরাপদ দূরত্বে থামিয়ে দেন। হাতিটি লাইন টপকে জঙ্গলের একপাশ থেকে অন্যপাশে যাওয়ার পরেই ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। অপর ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের মাঝে চাপড়ামারির জঙ্গলে। শিলিগুড়ি-ধুবড়ি ডিইএমইউ এক্সপ্রেসের দুই চালক বিনয় প্রসাদ ও তনুজকুমার বর্মন একটি শাবক সহ দুটি হাতিকে ৭০/৩-৪ নম্বর পিলারের কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গতি কমিয়ে ট্রেন থামিয়ে দেন।

টোটো আটক

ময়নাগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে শুক্রবার ২৫টি টোটোকে আটক করল ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক পুলিশ। বাজারে ঢোকার মূল রাস্তার মুখে সারি সারি টোটো রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি নিয়ে ব্যবসায়ীরা ময়নাগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ট্রাফিক পুলিশের তরফে নো-এন্ট্রি বোর্ড লাগানো সত্ত্বেও এদিন ওখানেই সারিবদ্ধভাবে টোটোগুলি দাঁড়িয়ে ছিল। তখন অভিযান করে পুলিশ।

প্রতিমা বিসর্জন

চালসা, ১৯ সেপ্টেম্বর : মাটিয়ালি ব্লকের বাতাবাড়ি চৌরঙ্গিহাটের পুরোনো দুর্গা প্রতিমা শুক্রবার বিসর্জন দেওয়া হল। এদিন সিঁদুরখেলার পর বাজনা সহযোগে, বাতাবাড়ি দিঘিরপাড় হয়ে কিষান মান্ডি পর্যন্ত শোভাযাত্রা করে বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কূর্তি নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। চৌরঙ্গিহাট দুর্গাপুজো কমিটির কর্মকর্তা বিমলচন্দ্র রায় বলেন, 'পুজোর পর আমরা দুর্গা প্রতিমা রেখে দিই। এবছর পুজোর আগে ফের পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হল।'

রক্তদান শিবির

ময়নাগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিজেপির সেবা পক্ষকাল উপলক্ষ্যে শুক্রবার ময়নাগুড়ি রোডে রক্তদান শিবির ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হওয়া রক্তদান শিবিরে মোট ৫৭ জন রক্তদান করেন। বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ৭৭ জন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, জেলা সম্পাদক মলক কাঠাম সহ অন্যরা।

জল চেয়ে রাস্তায় নামল তিন গ্রাম

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে পানীয় জলের অভাবে চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারি-নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি গ্রামের বাসিন্দারা। এবার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে শুক্রবার রাস্তা অবরোধে করলেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এদিন অবরোধের জেরে প্রধানপাড়া-জলপাইগুড়ি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। সকাল সাড়ে ন'টা থেকে টানা দুই ঘণ্টা অবরোধ চলে। ফলে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ছুটে যায়। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুলিশও বিক্ষোভের মুখে পড়ে।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, দুই বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তাঁতিপাড়া, বোদাপাড়া, ঠকপাড়া ও বানিয়াপাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। একমাত্র অবলম্বন নলকূপের জল। অস্বাস্থ্যকর আয়রন জল পান করতে মানুষ বাধ্য হচ্ছেন। পরে এলাকার বিডিও মিহির কর্মকারের পক্ষ থেকে দ্রুত পরিষেবা চালুর আশ্বাস দেওয়া হলে গ্রামবাসীরা অবরোধ তুলে নেন। পঞ্চায়েত প্রধান সুফল সরকার জানিয়েছেন, এলাকার সাব-পাম্প মেশিনের সমস্যা হয়েছে।

জলমগ্ন জাতীয় সড়ক

ধূপগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : রোদের দেখা মিললেও একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ধূপগুড়ি থেকে ফালাকাটাগামী জাতীয় সড়ক ৩১-এর শালবাড়ি এলাকা। যার জেরে দিনভর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে পথচারীদের। জমা জলের মধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলে যানবাহনে যাতায়াত।

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল সরকার বলেন, 'সবজি নিয়ে ফালাকাটা যেতে গিয়ে দেখি জল জমে আছে। টোটোবোঝাই সবজি নিয়ে জল পার হতে সমস্যা হয়েছিল।' শুক্রবার সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা বারোঘরিয়া সহ অন্যান্য এলাকা পরিদর্শন করেন। ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা বলেন, 'নদীর জলস্ফীতি ও সমতল এলাকায় জল বেড়ে যাওয়া নিয়ে নজরদারি জারি আছে। গাদং ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ও বারোহালিয়া, শালবাড়ির মতো বন্যাপ্রবণ এলাকা ও ডুডুয়া নদীর জলস্তর বাড়া নিয়ে সতর্ক।'

১০১ ঢাক বাজিয়ে বিদায়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : লাটাগুড়ির ক্রান্তি মোড়ের সুকান্ত সংঘের দুর্গাপুজো এবছর পা দিল ৫৪তম বর্ষে। পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে হওয়া এই পুজো স্থানীয় মানুষের কাছে মিলনমেলা, সম্প্রীতির উৎসব। প্রতিবছরের মতো এ বছরও দর্শনার্থীদের চমক দিতে চাইছেন কর্মকর্তারা।

এবারের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে বৃন্দাবনের চন্দ্রোদয় মন্দিরের আদলে। মণ্ডপশিল্পী মিঠু ইসলামের হাতের ছোঁয়ায় গড়ে উঠছে মন্দিরটির প্রতিরূপ। ৬৫ ফুট উঁচু এবং ৫০ ফুট চওড়া এই মণ্ডপটি আলোকসজ্জা এবং কারুকার্যে ভরে উঠবে। শুধু উচ্চতা নয়, নকশার নিখুঁত কারুকাজও দর্শনার্থীদের চোখ টানবে বলে আশাবাদী কর্মকর্তারা।

মৃৎশিল্পী তপন রায় তাঁর শিল্পকলার মুনশিয়ানায় গড়ে তুলছেন দেবী দুর্গার অপরূপ প্রতিমা। প্রতিমার সাজসজ্জা থেকে শুরু করে অলংকরণ, সবেতেই ধরা পড়ছে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মেলবন্ধন। ষষ্ঠীতে এলাকার মহিলারা ঐতিহ্য মেনে দেবীকে বরণ করে আনবেন। অন্যদিকে, নবমীতে গোটা গ্রাম একসঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ করবেন। ধনী থেকে গরিব, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলে এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন।

তৈরি হচ্ছে সুকান্ত সংঘের মণ্ডপ।

পুজো কমিটির সম্পাদক দেবপ্রসাদ রায় বললেন, 'শুধু লাটাগুড়ি নয়, আশপাশের ঝাড় মাটিয়ালি গ্রামের মানুষও এই পুজোর অংশ। তাই এটাকে শুধু একটি পাড়ার পুজো বললে ভুল হবে। বরং এটি গোটা এলাকার মিলনক্ষেত্র।'

পুজো চলেই এল। তাই প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। কমিটির সদস্য শুভজ্যোতি রায় বললেন, 'বিসর্জনের দিন একশো একটি ঢাক বাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হবে। এভাবেই দেবীকে বিদায় জানানো হবে।'

কমিটির অন্য সদস্য অরিন্দম রায়, নীলকমল রায়রা জানালেন, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই দুর্গোৎসব বারবার প্রমাণ করেছে, সমাজকে একসূত্রে বেঁধে রাখার শক্তি রাখে উৎসব। পাঁচ দশকের সেই ঐতিহ্যকে এবছরও অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন এলাকার সকলে।

এল এল পুজো এল

সাবেকিয়ানাই আকর্ষণ

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকদিনের অপেক্ষা। তারপর শুরু হবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। বর্তমানে দুর্গাপুজো মানেই চারদিকে থিমের ছড়াছড়ি। এই থিমের চাকচিক্যে সাবেকি পুজো কোথাও যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু বানারহাট আদর্শপল্লির শীতলাবাড়ির পুজোয় আজও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে সাবেকিয়ানা বজায় রেখে পুজো হয়। আশপাশের অন্য কোনও ক্লাবের সঙ্গে এই পুজোর কোনও প্রতিযোগিতা নেই। এবছর এই পুজো ৪৭ বছরে পা ফেলতে চলেছে।

আদর্শপল্লিতে শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে মণ্ডপ তৈরি করে পুজোর আয়োজন করা হয়। এবছর এই পুজোর বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। একচালা কাঠামোয় ডাকের সাজের প্রতিমায় পুজো হয়। নিয়মনিষ্ঠার জন্য অষ্টমীতে এখানে অঞ্জলি দিতে এলাকাবাসী ভিড় করেন। আবার দশমীতেও সিঁদুরখেলায় মেতে ওঠেন স্থানীয় মহিলারা।

আদর্শপল্লির শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। -সংবাদচিত্র

শীতলা মন্দির কমিটির পুজো এলাকার মানুষের মিলনমেলা, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার উদাহরণ।

একসময় বানারহাটে মাত্র একটি সর্বজনীন পুজো হত। তাই বানারহাটের আদর্শপল্লির কয়েকজন বাসিন্দা মিলে ১৯৭৯ সালে ছোট করে একটি পুজো শুরু করেছিল। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর এই পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। সেই সময় থেকে পুজোর নিয়ম এক থাকলেও আয়োজনে এসেছে অনেক পরিবর্তন। এখন পুজোয় বেশ আড়ম্বর করা হয়। পুজো শুরু হয় ষষ্ঠী থেকে। তবে সপ্তমীর দিন মাকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। অষ্টমীর দিন থেকে পুজোয় অন্নভোগ দেওয়া হয় বলে জানান উদ্যোক্তারা।

পুজো কমিটির পক্ষে বিকাশ দাস জানান, পুজোর এক মাস আগে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে এলাকার পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও সমান দায়িত্ব দেওয়া হয়। সকলের মিলিত চেষ্টায় এই পুজোর আয়োজন করা হয়।

মানসিক সুস্থতা রক্ষার কর্মসূচি

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : কলেজের গণ্ডিতে প্রথম পা রেখেছেন পড়ুয়ারা। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ পড়ুয়াই এসেছেন বাড়ি ও পরিবার ছেড়ে। তাই যাতে তাঁরা মানসিকভাবে সুস্থ থাকেন সেই কথা মাথায় রেখে শুক্রবার জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তরফে একটি 'ফিজিওলজিকাল স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট' প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।

কলেজের অডিটোরিয়ামে প্রথম বর্ষের প্রায় ২০০ পড়ুয়াকে নিয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ স্বস্তিশোভন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'কখনও কোনওরকম কথা চেপে রেখে কষ্ট পাবে না। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো, একে অপরের সঙ্গে কথা শেয়ার করো। এছাড়া, তোমরা সবাই কলেজের ম্যাগাজিন, ড্রামা, লিটারেচার ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হও। পাশাপাশি, বাচ্চাদের পড়ালে মন ভালো থাকবে। এরপরও কোনওরকম সমস্যা হলে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এসে নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারো।'

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা কলেজের স্টুডেন্টস হেলথ হোমের দায়িত্বে থাকা ডাঃ সৌপায়ন মিত্র বলেন, 'আমাদের কলেজের পড়ুয়াদের জন্য একজন করে অধ্যাপক মেন্টর হিসেবে থাকেন। পড়ুয়াদের সমস্যা শুনে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। সেই সমস্ত কথাও এদিন জানানো হয়েছে। আমরা চাই মানসিকভাবে সুস্থ থেকে পড়াশোনা করুক পড়ুয়ারা।'

আশায় আশায়।। মৌলানির বৈদ্যডাঙ্গি নদীতে। শুক্রবার শুভদীপ শর্মার ক্যামেরায়।

ভাঙনে বিলীন হওয়ার পথে মন্দির, জমি

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণে ফুলেফুঁপে উঠেছে উত্তরের নদীগুলো। ফলে বর্ষা বিদায়ের আগে নতুন করে বেশ কিছু স্থানে নদীভাঙন শুরু হয়েছে। সাহু নদীর ভাঙনে বিলীন হওয়ার মুখে রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৫০ বছরের আকারিগছের লোকনাথ মন্দির। প্রতিবার বর্ষা এলেই সাহু নদী পূর্বপাড়ের জমি গ্রাস করতে থাকে। ইতিমধ্যে কয়েক বিঘা জমি নদীগ্রাসে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এবার নদী এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে, আগামী বর্ষাতে মন্দিরের একেবারে কাছে চলে আসতে পারে নদী। মন্দির তলিয়েও যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সকলে। তবে শুধু মন্দির নয়, আগামী বর্ষার আগে ভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নিলে এলাকার কয়েক বিঘা জমিও বিলীন হয়ে যাবে, বলছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন সমাজদারের কথায়, 'আমরা এলাকায় নদীবাঁধ দেওয়ার দাবি অনেক আগেই জানিয়েছি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে। কিন্তু দুই-তিন বছর হয়ে গেল এখনও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।' প্রায় ৫০ বছরের পুরোনো ওই লোকনাথ মন্দিরে সারা বছর বহু মানুষ পুজো দিতে আসেন। তবে সাহু নদী প্রতি বছর মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। আর কিছুটা এগিয়ে এলেই মন্দিরের অস্তিত্ব থাকবে না, বলছেন আকারিগছ বাবা লোকনাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক ভবতোষ দত্ত। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নজরে আনবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

নদীভাঙনের বিষয়টি পুরোনো বোর্ডের প্রধানকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। বর্তমান প্রধানকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অর্জুন মণ্ডল। বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শমিজউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাকে বিষয়টি লিখিতভাবে কেউ জানায়নি। আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

অভয়া ক্লিনিক

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : 'অভয়া মঞ্চ'র তরফে অভয়া ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করা হল। শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মোহিতনগর উত্তরপাড়ায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বৃদ্ধাশ্রমে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে ১২৫ জন পরিষেবা পেয়েছেন। অভয়া ক্লিনিকে ছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং অভয়া মঞ্চের সদস্যরা। শিবিরে আগতদের বিনামূল্যে ওষুধ এবং পথ্য প্রদান করা হয়। রবিবার শিরীষতলায় ওয়েলফেয়ারের ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হবে 'অভয়া পাঠশালা'।

৪ ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার শিক্ষক

সমীর দাস

কালচিনি, ১৯ সেপ্টেম্বর : স্কুলের চার ছাত্রী একযোগে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলল। ঘটনাটি ঘটেছে কালচিনি ব্লকের দক্ষিণ সাতালি এলাকার একটি সরকারি স্কুলে। সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণির ওই পড়ুয়ারা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজেরাই ১০০ নম্বরে অভিযোগ জানায়। তারপর পুলিশ তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে। বৃহস্পতিবার রাতে ওই ছাত্রীরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর কালচিনি থানার পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তারও করেছে। এদিকে, সেই স্কুলেরই পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ আবার অভিযুক্ত শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়েছে। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, অভিযুক্ত শিক্ষকের মুক্তির দাবিতে শুক্রবার সেই স্কুলের শতাধিক ছাত্রী ক্লাস বয়কট করে। তাদের দাবি, ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। এদিন দীর্ঘ সময় ছাত্রীদের স্কুলের বারান্দায় শিক্ষককে মুক্তির দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। স্কুলের অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের ক্লাসে যেতে বললেও তারা শোনেনি।

সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ওই চার ছাত্রীর গুটখা খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। সেজন্য ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নাকি কয়েকদিন আগে তাদের শাসন করেছিলেন। তারপরই এই অভিযোগ আনা হয়েছে। ছাত্রীরা পুলিশকে জানিয়েছে, অভিযুক্ত নিজের চেম্বারে তাদের ডেকে শ্লীলতাহানি করেছেন।

তবে সেই অভিযোগ নিয়ে

প্রতিবাদে ক্লাস বয়কট

কিন্তু ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। যে চার ছাত্রী অভিযোগ জানিয়েছে, তাদের অভিভাবকরা কিন্তু এসব আগে থেকে জানতেনই না। শুক্রবার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি) থেকে ফোন পেয়ে তাঁরা হতভম্ব হয়ে যান। সিডব্লিউসি'র চেয়ারপার্সন অসীম বসু জানিয়েছেন, আপাতত ওই ছাত্রীদের কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। জেলা স্কুল পরিদর্শক রবিনা তামাং বলেছেন, 'আমার কাছে এমন কোনও অভিযোগ আসেনি।' ফোন ধরেননি জেলা শাসক আর বিমলা। ফোন ধরেননি রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর ও অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকও।

তপশিলি উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে থাকা কালচিনি ব্লকের সেই স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা ৩১৫। তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১৩৫। স্কুলের প্রত্যেক পড়ুয়া স্কুল চত্বরে থাকা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। যে পড়ুয়ারা শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, তাদের মধ্যে দুজন আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা। একজন জলপাইগুড়ি ও একজন কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। অভিযুক্ত শিক্ষক প্রায় আড়াই বছর ধরে স্কুলের দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সেই অভিযোগে বিস্মিত স্কুলের সহকারী শিক্ষক, শিক্ষিকা ও স্থানীয় বাসিন্দারাও। সেই স্কুলের ছাত্রী হস্টেলের ওয়ার্ডেন জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া রয়েছে। আবাসন চত্বরে এমন ঘটনা ঘটেনি, দাবি তাঁর।

।। শ্রী মহাবীরায় নমঃ ।।

জন্মঃ ১৯.০১.১৯৩৪

মৃত্যুঃ ১৯.০৯.২০২৫

গভীর দুঃখের সাথে জানানো হচ্ছে যে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রী শ্রীচন্দজী জৈন

(সুপুত্র ঃ ˚গণেশমলজী জৈন)

শুক্রবার, ১৯.০৯.২০২৫ তারিখে পরলোকগমন করেছেন।

তাঁর শেষকৃত্য, রবিবার, ২১.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০ ঘটিকায়
শ্রী মুনিসুব্রতনাথ দিগম্বর জৈন মন্দির, ৫, এস. পি. মুখার্জ্জী রোড (জদুবাবুর বাজারের নিকট), কলকাতা-২০ তে অনুষ্ঠিত হবে।

বৃহত্তর শোকসভা রবিবার, ২৮.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত ইস্কন হাউস হল, বী-১, ২২, গুরুসদয় দত্ত রোড, কলকাতা-১৯-এ অনুষ্ঠিত হবে।

শোক সন্তপ্ত ঃ

বিমলা দেবী (স্ত্রী) রতনমণি সেঠী, ময়না দেবী ছাবড়া (বোন) গণপতরায় - গুলাব দেবী (ভাই - বধূ) প্রদীপ - নিলম (পুত্র - পুত্রবধূ) সুমন - ললিত পাটনী (কণ্যা - জামাতা)
কৈলাস চন্দ - প্রেমলতা, দিলীপ - মীনা, রাজেন্দ্র (লাব্বু) - নমিতা (ভাইপো - বধূ) বংশজ - নিবেদিতা (নাতি - বধূ)
পুষ্পা - মহেন্দ্র ছাবড়া, কিরণ - মহেন্দ্র সেঠী (ভাইজি - জামাই)
সুজাতা - রাজীব, বিণীতা - সঞ্জয়, অমৃতা - জতেশ, পুণম - সন্দীপ, নীতি - অমিত, রেশু - দেবেশ, নেহা - উদিত, পূজা - নিখিল, দীপিকা - অভিষেক, শিবাঙ্গী - অমৃত (নাতনি - জামাই)
অরিহন্ত - অঙ্কিতা (নাতি - বধূ), আস্থা - তরঙ্গ (নাতনি - জামাই) এবং সমস্ত জৈন পরিবার

প্রতিষ্ঠানঃ গণেশমল মোহনলাল • মহাবীর ট্রেডিং কোম্পানী (কলকাতা, কোচবিহার)

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২৪ সংখ্যা, শনিবার, ৩ আশ্বিন ১৪৩২

কমিশনের নয়া চ্যালেঞ্জ

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাহুল গান্ধির দ্বৈরথ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। তাতে কমিশনের থেকেও যেন গাত্রদাহ বেশি বিজেপির। রাহুল এপর্যন্ত দু'বার ভোট চুরির অভিযোগে কমিশনকে কাঠগড়ায় তুললেন। প্রথমবার কর্ণাটকের মহাদেবপুরায়, দ্বিতীয়বার কর্ণাটকেরই আলন্দে। পরেরবার ৬ হাজারেরও বেশি ভোট প্রযুক্তি ব্যবহারে বাতিল করে দেওয়ার অভিযোগে সরাসরি বিদ্ধ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে।

রাহুল জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞানেশ কুমার ভোট চোরদের রক্ষা করছেন। একজন আপাদমস্তক রাজনীতিবিদের কর্পোরেট কায়দায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ভোট চুরির অভিযোগ নিয়ে লাগাতার বিস্ফোরক বক্তব্য পেশ ভারতের রাজনীতিতে নজিরবিহীন।

জ্ঞানেশ কুমার এর আগে রাহুলকে এক সপ্তাহ সময় দিয়ে হয় হলফনামা, নয়তো দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পালটা চ্যালেঞ্জে কর্ণাটকের সিআইডি'র গত ১৮ মাসে আলন্দের ঘটনায় পাঠানো ১৮টি চিঠির জবাব এক সপ্তাহের মধ্যে দিতে বলেছেন। নয়তো তিনি দেশের সংবিধানকে রক্ষা করতে পারছেন না বলে তরুণ প্রজন্ম মেনে নেবে বলে জানিয়েছেন রাহুল।

কমিশনের সঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতার এমন সংঘাত বিরল। কমিশন আগাগোড়া প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, রাহুলের সমস্ত অভিযোগ ভুল এবং ভিত্তিহীন। বিজেপি প্রচার করছে, কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাহুল ভারতে বাংলাদেশ, নেপালের মতো নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছেন। কিন্তু কমিশন বা বিজেপি তাঁর অভিযোগগুলির উত্তর দিচ্ছে না।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ওই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা উচিত বলে ইতিমধ্যে মতপ্রকাশ করেছেন এসওয়াই কুরেশি, ওপি রাওয়াত, অশোক লাভাসার মতো প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনাররা। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্ত করার দায়িত্ব কমিশনের। কিন্তু জনমানসে সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধলে, তা কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে টলিয়ে দেবে। ধাক্কা মারবে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে।

ভারত সম্পর্কে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ধারণা যাতে ক্ষতবিক্ষত না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অথচ কমিশন দায়সারা বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকছে। রাহুলের বক্তব্য, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব তাঁর বা বিরোধী শিবিরের নয়। তাঁর কাজ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ভোট চুরির অভিযোগ তোলা নয়।

এই দায়িত্বগুলি পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনের মতো একাধিক স্বশাসিত সংস্থা আছে। যারা স্বাধীনতার পর থেকে সেই দায়িত্ব সুচারু এবং নিরপেক্ষভাবে পালন করে আসছে। তাহলে এখন এমন কী ঘটল, যার জন্য বিরোধী দলনেতাকে রাজনৈতিক কর্মসূচি ফেলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চোরদের আড়াল করার অভিযোগ তুলতে হচ্ছে? এই প্রশ্নটা উঠছে এই কারণে যে, নির্বাচন কমিশন আত্মপক্ষ সমর্থনে যা যা বলছে, তাতে আসল জবাবটা পাওয়া যাচ্ছে না।

রাহুলের অভিযোগের জবাবে জ্ঞানেশ কুমার যে ভাষায় এবং ভঙ্গিমায় হলফনামা দিতে বলেছিলেন, তা মোটেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারোচিত ছিল না। তাছাড়া কমিশনের বিরুদ্ধে বললে বিজেপির বিষোদ্গারও কাঙ্ক্ষিত নয়। নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও দপ্তর নয় যে, অনুরাগ ঠাকুরের মতো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জবাবদিহি করতে হবে। কমিশনের উত্তর কমিশনেরই দেওয়া উচিত। রাহুল ভুল বলে থাকলে তথ্যপ্রমাণ সহযোগে প্রকৃত সত্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা কমিশনেরই কর্তব্য। তা না করে নাম কা ওয়াস্তে বিবৃতি দিলে সন্দেহ থাকবেই।

দেশের সংবিধান নাগরিকদের ভোটাধিকার দিয়েছে। রাহুলের অভিযোগ সত্যি হলে নাগরিকদের ভোটাধিকারে আঁচ লাগার সমূহ সম্ভাবনা আছে। যা থেকে মুক্তির আলো দেখাতে পারে একমাত্র নির্বাচন কমিশন। কাজেই কমিশনের উদ্দেশে রাহুলের চ্যালেঞ্জের জবাবের অপেক্ষায় আছে দেশ।

অমৃতধারা

তোমার চেতনার সঙ্গে চিন্তা, অনুভব এবং আবেগ-উত্তেজনার তফাত করতে পারলেই চেতনা কী বস্তু তা বুঝতে পারবে। আর এইভাবে তুমি শিখতে পারবে চেতনাকে কেমন করে স্থানান্তরিত করতে হয়। তুমি চেতনাকে তোমার দেহে, তোমার প্রাণে, তোমার চৈত্য পুরুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে পার (চৈত্যপুরুষই হল চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করার সবচেয়ে ভালো জায়গা) চেতনাটিকে তোমার মনে স্থাপন করতে পার, তাকে মনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পার, আবার তোমার চেতনার সঙ্গে তুমি বিশ্বের সকল রাজ্যে বিচরণ করতে পার। কিন্তু সবার আগে তোমাকে জানতে হবে তোমার চেতনাটি কী বস্তু, অর্থাৎ নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। চেতনা এইসব বস্তুগুলোকে ব্যবহার করবে কিন্তু তুমি এইগুলোকেই চেতনা বলে ভুল করবে না।

-শ্রীমা

রাজার খেলা যখন রাজনীতির খেলা

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে বিজেপি, বঙ্গক্রিকেট তৃণমূল। ক্রিকেট পরিবারতন্ত্রের সেরা প্রতীক।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ওই যে বল এবং ব্যাটের ছবি লাগানো মনঘুড়ি, তার সুতোটি রয়েছে ওই দুটি হাতেই। বলো বলো ক্রিকেটমাই কি জয়...।

বাংলা ক্রিকেটটা চলে নবান্নের মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে আর জাতীয় ক্রিকেট আজ চলে নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘর থেকে। যে যা মনে করুন, এটাই এখন চরমতম বাস্তব।

এবং ক্রিকেট খেলাটা রাজনীতির কাদায় মাখামাখি হচ্ছে কর্তা-নেতাদের যুগলবন্দিতে। তাকে চেনা যাচ্ছে না।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তৃতীয় দফায় (দাদা স্নেহাশিস প্রেসিডেন্ট হওয়ায় বকলমে সৌরভই ছিলেন সুপার প্রেসিডেন্ট) সিএবি প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনি আসায় বাংলা ক্রিকেটের কী উন্নতি হয়েছে কেউ বলতে পারবে না। প্রচুর টাকা খরচ করে ভিশন-২০২০ হয়েছিল এবং সেখানে ভিড় করেছিলেন বিদেশি বহু তারকা। ব্যর্থ তাঁরা পকেট ভরা ডলার নিয়ে ফিরে গিয়েছেন, বঙ্গক্রিকেট সেই তিমিরেই।

সৌরভের বদলে অন্য কোনও প্রেসিডেন্ট থাকলে মিডিয়া নানা প্রশ্ন তুলতই। এত টাকা খরচ করে কী লাভ হল? ঋদ্ধিমান সাহার পরে কোনও বাঙালি ভারতীয় দলে এল না কেন? সিএবিতে কেন এত দুর্নীতির ঢেউ?

মোদি-মমতাকে অপ্রিয় প্রশ্ন করে না সাংবাদিক মহল। সৌরভকেও বাংলার সাংবাদিকরা অপ্রিয় প্রশ্ন করেন না।

কলকাতার পথঘাটে বহু ক্রিকেটারের কোচিং ক্যাম্পের দেখা মেলে। এগুলো আসলে অ্যাকাডেমি বলে চালানো হয়। সরকারকে নামমাত্র টাকা দিয়ে ব্যবসা চালান এঁরা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ লাল, অশোক মালহোত্রা, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়--- অনেকেরই আছে কোচিং ক্যাম্প। বলুন তো, ক'টা জাতীয় দলের ক্রিকেটার এখান থেকে উঠল এত বছরে? উত্তর আপনারা পাবেন না!

কলকাতা ফুটবলকে যেমন মেরে ফেলা হয়েছে স্থানীয় লিগের বারোটা বাজিয়ে, লিগ ক্রিকেটের অবস্থাও হরেদরে সমান। সৌরভ এতদিন বঙ্গক্রিকেটের শীর্ষে থেকেও সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। পারার কথাও নয়। তাঁর প্রচুর কাজ! আর তাঁকে ঘিরে সব জো হুজুর, ধান্দাবাজের দল। কেউ তাঁর ভুল ধরাতে যান না।

দেশে তিনিই বোধহয় একমাত্র ক্রিকেটার, সব ধরনের কাজ করেন! শিল্পপতি, ফ্যাশন আইকন, মডেল, ধারাভাষ্যকার, কোচ, প্রশাসক! একজনের পক্ষে সবদিক সামলানো মুশকিল! এবং সিএবিতে এটাই হয়েছে, আবার হবেও! দু'তিনজনকে দায়িত্ব দেবেন তিনি! অধিকাংশই অপদার্থ! হঠাৎ ক্ষমতা পেয়ে হাতে মাথা কাটবেন! ঋদ্ধিমানের মতো ক্রিকেটারকেও বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেবেন!

সিএবি-তে যে টিম নিয়ে সৌরভ ফের ঢুকলেন, তা বোঝায় বঙ্গক্রিকেটের শতচ্ছিন্ন দশা। জো হুজুরে ভরে গিয়েছে চারদিক। প্রায় হারিয়ে যাওয়া বাবলু কোলেকে সচিব করলেন সৌরভ, গোষ্ঠী রাজনীতিতে ভারসাম্য রাখতে। সৌরভের অত সময় নেই, সংস্থা চালাবেন কোষাধ্যক্ষ তাঁর প্রিয়তম বন্ধু সঞ্জয় দাস। সংস্থায় এমন দুর্দশা, যেখানে সেখানকার কর্তার হোটেলই ব্যবহার করে সিএবি। কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে বহু পরে। অবাক লাগল, সিএবি বার্ষিক সভায় অন্যবারের মতো ভিনরাজ্যের কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে না এনে এনেছিল ফিরহাদ হাকিমকে। কেন? অমিত শা'র সঙ্গে ভবিষ্যতে কথা চালাতে হবে বলে ব্যালেন্সের খেলা? সেখানে উঠল জয় বাংলা, অরূপ বিশ্বাস জিন্দাবাদ, ববি হাকিম জিন্দাবাদ জয়ধ্বনি। হায়, বাংলা ক্রিকেট!

ঠিক একই দুঃসহ ছবি ভারতীয় বোর্ডের। এশিয়া কাপে পাকিস্তান ইস্যুতে নাটকটা বলে দেয়, বোর্ডে কেমন রাজনীতিকরণ, গৈরিকীকরণ চলছে। সূর্য যাদব পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না, এটা অবশ্যই বোর্ডের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। বিশেষত, যে বোর্ডে আজ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং অপরিচিত সচিব। আইসিসিতে থেকেও লজ্জাহীন জয়বাবু পিছন থেকে ভারতীয় বোর্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। পরামর্শদাতা অবশ্যই তাঁর পিতৃদেব।

পাকিস্তানের সঙ্গে খেলব অথচ ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাব না, এর চেয়ে সুবিধাবাদী ভাঁওতাবাজি আর কিছু হতে পারে না। খেলার মাঠে দেশপ্রেম দেখাতে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলাই উচিত ছিল না। আর খেলা যখন হলই, তখন বিপক্ষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে দোষটা কোথায়? তাঁরা তো আর পহলগামে আক্রমণ করেননি!

এ কেমন খেলা, একদিকে তুমি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা উড়িয়ে খেলতে চাইছ না, অন্যদিকে প্রচুর টাকা লোকসান হবে বলে আইসিসি টুর্নামেন্টে খেলছ। এর থেকে দ্বিচারিতা আর হয় না। রোজগারও হল, আবার বিদ্রোহও হল।

খেলা ও রাজনীতি মেশানো উচিত না একেবারেই। পাকিস্তান নিয়ে বোর্ড-সরকারের মনোভাবটাই চূড়ান্ত হাস্যকর। বিদেশে ওদের সঙ্গে খেলব কিন্তু পাকিস্তানে যাব না, এখানে আসতে দেব না! হকি খেলব, কাবাডি খেলব, টেনিস খেলব, ওই দলগুলো ভারতে আসবেও! শুধু ক্রিকেটে অন্য নিয়ম! কেন? ক্রিকেট দেখিয়ে ধর্মান্ধ জনতাকে উত্তেজিত করা যায় বলে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও ভারতের তাঁবেদার বলে শাস্তির সম্ভাবনা নেই!

ক্রিকেটে ধনী ভারত যা করে গরিব পাকিস্তানকে নিয়ে, তা হকি-ফুটবল-টেনিস বা অলিম্পিকে করলে ভারতীয় জাতীয় সংস্থা সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ডই হত। ফিফা, এফআইএইচ, আইওসি-তে ট্যাঁ-ফোঁও চলবে না। ক্রিকেট প্রশাসনে ভারতের অন্তহীন দাদাগিরি আন্তর্জাতিক স্তরে, তাই এমন হাস্যকর দৃশ্য দেখি।

দূর অতীতে শঙ্করীপ্রসাদ বসুরা যখন ক্রিকেট নিয়ে লিখতেন, তখন বারবার বলতেন, রাজার খেলা ক্রিকেট। সেই রাজার খেলা ক্রিকেট এখন রাজনীতির খেলা। অবশ্যই ভারতে। আর কোনও বড় শক্তিধর দেশে নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে তো খেলাটা উঠে গিয়েছে। জিম্বাবোয়েতেও তাই। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডেও ক্রিকেটের তুলনায় জনপ্রিয়তায় অনেক খেলা এগিয়ে। অত অর্থ নেই সে সব দেশের ক্রিকেটে।

ভারতীয় ক্রিকেটে অর্থ রয়েছে বলে নেতাদের মাছি ভনভন করে প্রথম থেকেই। অতীতে পাওয়ার, সালভে, রণবীর সিংরা রাজনীতি করলেও সেভাবে রাজনীতি-ক্রিকেট মিশিয়ে দিতেন না। মোদি-শা জমানায় যা হচ্ছে। আমরা তো ভুলিনি বিশ্বকাপের আগে কীভাবে হঠাৎ ভারতীয় টিমজার্সি বিজেপি স্টাইলে কমলা হয়ে গেল। ক্রিকেটাররাও যা দেখে বিশ্বাস করতে পারেননি।

শা আবার বৈঠক করছেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট বানাতে। এটা কি তাঁর কাজ? সেখানে দাবিদার সৌরভ, হরভজন ও প্রাক্তন স্পিনার রঘুরাম ভাট। এর আগে খেলার যাবতীয় নিয়ম বিসর্জন দিয়ে নবান্নে মমতা সৌরভকে সিএবি প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধরে শেষমুহূর্তে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হন সৌরভ। ব্রিজেশ প্যাটেলকে শেষ মিনিটে মসৃণ ল্যাং মেরে। সেটাও একইরকম বেআইনি ঘোষণা। এবার সৌরভ ফের বোর্ড প্রধান হলে বাংলার সিংহাসন আবার ফাঁকা থাকবে। সৌরভ সেখানে কাকে বসাবেন, এটা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা। হায় রে ক্রিকেট, রাজনীতিবিদরাই সব ঠিক করে দিচ্ছেন এখানে।

বঙ্গসেরা আইকন সৌরভ বিজেপি-তৃণমূল দুটোর সঙ্গে ব্যালেন্স রাখার খেলায় অতুলনীয়। যেমন সিপিএম ক্ষমতা থাকার সময় তাদের থেকে অনেক কিছু নিয়েছেন। এই ধরনের কাজ কোনও নেতা করলে তাঁকে ধুইয়ে দেওয়া হত। তুমি ধান্দাবাজ, তুমি ক্ষমতালোভী। সৌরভকে কিছু বলা যাবে না। কেননা তাঁর হয়ে বলার জন্য ময়দানে অলিখিত 'সৌরভ বাঁচাও কমিটি' রয়েছে। তাঁর এইসব দ্বিচারিতা, অনৈতিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে বলবে কে?

খেয়াল করে দেখুন, বোর্ডে এই চরম শূন্যতার মাঝেও এত রাজনীতি, এত ধান্দাবাজি দেখে সৌরভের সমসাময়িক কোনও তারকাই ক্রিকেটের প্রশাসনের দিকে যাননি। সৌরভ কেন ফের যাচ্ছেন কে জানে! এতদিনে নিশ্চয়ই আমাদের মতো তিনিও জেনে গেছেন ভালো খেলোয়াড় হলেই ভালো প্রশাসক হওয়া যায় না। প্রকাশ, গাভাসকর, পারগত, ঊষা, আদিল শুমারিওয়ালা, দিলীপ তিরকে সবাই ব্যর্থ।

বোর্ড প্রেসিডেন্ট হতে সৌরভের এমন প্রাণপাত করা উচিতই নয়। পুতুলনাচ তো নাচতে হবে বাবা শা-ছেলে শা'র হাতে! বাবা-ছেলের কোনও লজ্জা নেই প্রশাসনকে ব্যবহার করতে। লজ্জা নেই বলেই আহমেদাবাদের মোদির নামে বৃহত্তম স্টেডিয়াম হয়ে যায়। লজ্জা নেই বলেই আহমেদাবাদকে অলিম্পিকের দাবিদার হিসেবে তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

দেশের বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট কর্তার মাথাদের দিকে তাকান। অধিকাংশই পারিবারিক ও রাজনীতির যোগাযোগে ক্ষমতার শীর্ষে। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া অসমের অ্যাডভোকেট জেনারেল, পদ্মের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার ঘনিষ্ঠ। আগে ছিলেন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর লোক, অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা আদতে কংগ্রেসের, তবে সব পার্টিতেই নোঙর ফেলা ঘোরতর সুবিধেবাদী। চলমান বিস্ময়। রাজা যায়, রাজা আসে। রাজীব ন যযৌ ন তস্থৌ বোর্ডে। এখন যোগী-রাজ্যের ক্রিকেট প্রেসিডেন্ট।

মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট মহানারায়মনরাও সিন্ধিয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বাচ্চা ছেলে। হিমাচল প্রেসিডেন্ট অরুণ ধুমল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের ভাই। দিল্লির প্রেসিডেন্ট রোহন জেটলি প্রয়াত অরুণ জেটলির ছেলে। মহারাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোহিত পাওয়ার শারদ পাওয়ারের নাতি, বিধায়ক। সৌরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন বোর্ড সচিব নিরঞ্জন শাহের ছেলে জয়দেব। বরোদার প্রেসিডেন্ট প্রণব আমিন প্রাক্তন বোর্ড কর্তা চিরায়ু আমিনের ছেলে। গুজরাটের প্রেসিডেন্ট অনিল প্যাটেল জয় শা'র দক্ষিণ হস্ত।

অপেক্ষা করুন, আরও আছে। অন্ধ্রের প্রেসিডেন্ট সতীশবাবু টিডিপি'র রাজ্যসভা সাংসদ। ওড়িশার প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আশীর্বাদ বেহরার ছেলে সঞ্জয়, হরিয়ানার প্রেসিডেন্ট অনিরুদ্ধ প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্ট রণবীর সিংয়ের ছেলে। ছত্তিশগড়ের প্রেসিডেন্ট প্রভতেজ ভাটিয়া সিম্বা বিয়ারের মালিক, প্রবল বিজেপি ভক্ত। উত্তরাখণ্ডের প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন বিসিসিআই কর্তা মাহিম ভার্মা, যাঁর আমলে ৩৫ লক্ষ টাকার কলা, ১.৭৪ কোটি টাকার ফুড বিল নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। বিহারের প্রেসিডেন্ট রাকেশ তিওয়ারি আবার বিহার বিজেপির কোষাধ্যক্ষ।

হয় এঁরা কোনও নেতার ছেলে, নয় ক্রিকেট কর্তার।

আমরা বঙ্গে পরিবারতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র বলে চ্যাঁচাই। অমিত-জয় শা'র পরিবারবাদ নিয়ে সোচ্চার হই। আসল পরিবারতন্ত্রের খেলা চলে ভারতীয় ক্রিকেটে। লক্ষ লোকের ভোট চাই না, জনা দু'তিন নেতাকে রসেবশে রেখে ম্যানেজ করলেই যেখানে রাজসিংহাসন নিশ্চিত।

আজ

১৯৪৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র পরিচালক মহেশ ভাট।

২০১৫

আইসিসি'র প্রাক্তন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

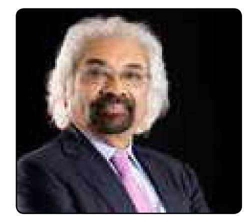

আমি পাকিস্তানে গিয়েছি, মনে হয়েছে যেন নিজের দেশেই আছি। বাংলাদেশ, নেপালে গিয়েও তাই মনে হয়েছে। ওঁরা আমাদের মতোই দেখতে, আমাদের ভাষায় কথা বলে, আমাদের গান শোনে, আমাদের খাবার খায়। ঝগড়া করে নয়, শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে আমাদের সহাবস্থান করতে হবে।

- স্যাম পিত্রোদা

ভাইরাল/১

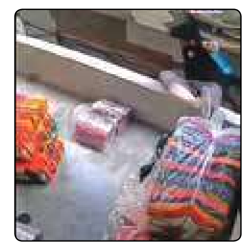

যোধপুরে একটি বহুতলের তিনতলায় এক তরুণ পিছনের দিকে যেতে গিয়ে কখন যে কার্নিশের কাছে চলে গিয়েছিলেন, খেয়াল করেননি। হঠাৎ রেলিং টপকে নীচে পড়ে যান। নীচে দাঁড় করানো স্কুটির ওপর পড়ায় বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন।

ভাইরাল/২

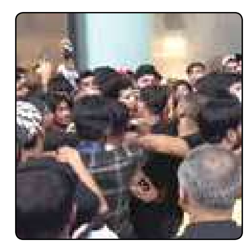

দেড় লাখি ফোন কিনতে ক্রেতাদের হাতাহাতি। অ্যাপেল আইফোন-১৭ ভারতে বিক্রি শুরু হয়েছে। স্টলগুলিতে ভিড়। মুম্বইয়ের অ্যাপেল স্টোরের বাইরে ভোর থেকে ক্রেতারা লাইন দিয়েছিলেন। উত্তেজনার বশে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

জনমন

জনমত

ইভিএমে ভরসা রাখুক জেন জেড

রাষ্ট্র বা শাসক যখন সাধারণ প্রজার দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয়, শাসকের বিলাসিতা, অযোগ্যতা ও প্রজা শোষণ যখন চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছায়, তখন প্রজারা গর্জে ওঠে। বিদ্রোহী হয়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া প্রজারা বিদ্রোহকে একমাত্র পথ হিসেবে গণ্য করে। তবে সেই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ কখনো-কখনো হিংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক রূপও নেয়। ফরাসি বিপ্লব থেকে বর্তমান নেপাল অনেকটা সেই পথেই চলেছিল। তবে আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনায় ধ্বংসাত্মক শাসক-বিরোধী আন্দোলন কতটা যুক্তিযুক্ত বা সমর্থনযোগ্য?

নেপাল দেখে উৎসাহিত হয়ে এই জেন জেডের কেউ কেউ মানুষের তাড়া খেয়ে মোদির পালানোর স্বপ্ন দেখছেন, তো কেউ বা মমতাকে হাসিনার বা ওলির মতো নবান্নের চোদ্দোতলা থেকে উৎখাত করতে সমাজমাধ্যমে উৎসাহিত করছেন। বোধহয় জেন জেড জাগরণ চাইছে। চাইতেই পারে। গণতন্ত্রে এই চাওয়াপাওয়া থাকতেই পারে। তবে নেপাল, বাংলাদেশের মতো ধ্বংসলীলা বা হত্যালীলার স্বপ্ন দেখে নেটমাধ্যমে জনজাগরণের ইচ্ছা পালন না করাই শ্রেয়। ধ্বংস শুধু ধ্বংসই করে। গড়তে পারা তার চেয়ে অনেক কঠিন। ভারতীয় গণতন্ত্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পেছনে দীর্ঘ লড়াই ও অজস্র বলিদান আছে। বলিদানকারীরাও সুস্থ গণতন্ত্রই চেয়েছিলেন।

তাই শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গিয়ে ধ্বংসের খেলা না খেলে বরং বিপ্লবটা ব্যালট বা ইভিএমের মাধ্যমে করতে পারলে সেটাই গণতন্ত্রের ভিত আরও মজবুত করবে। দেশ ও সমাজ সুস্থ, সুদৃঢ় হবে। এক্ষেত্রে আগামী প্রজন্ম অর্থাৎ জেন জেডকেই বেশিমাত্রায় সক্রিয় হতে হবে। মনে রাখবেন মোদি বা মমতা এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের দ্বারাই নির্বাচিত। তাঁরা এই সমাজেরই এক অংশ এবং দেশটা অবশ্যই গণতান্ত্রিক ভারত।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

রক গার্ডেন দেখে মন খারাপ হল

সম্প্রতি পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিং ঘুরে এলাম। যদিও বয়সের কারণে আমি ও আমার স্ত্রীর পক্ষে পাহাড়ের সব এলাকায় ঘোরা সম্ভব হয়নি। কিন্তু একদিন ছেলে, ছেলের বৌ ও নাতনির অনুরোধে আমায় যেতে হয়েছিল চিড়িয়াখানা ও রক গার্ডেনে। যেদিন আবহাওয়া ছিল অনুকূল ও রোদ ঝলমলে, সেদিন ম্যাল শহর ছিল পর্যটকে ভরা। চিড়িয়াখানা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু রক গার্ডেনের বেহাল অবস্থা দেখে ঘোরার সার্থকতাই যেন ব্যর্থ হল। চারদিকে জংলি গাছ গজিয়ে উঠেছে। রক গার্ডেনে থাকা দু'একটি গ্ল্যাডিয়াসের সুন্দর রঙিন ফুল যেন এই জঙ্গলের মধ্যে বড় বেমানান। যা হাল দেখলাম তাতে মনে হয় না, কোনওদিন পর্যটকদের স্বার্থে এর সংস্কারের কথা জিটিএ কর্তৃপক্ষ ভেবেছে বলে।

কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে উৎসবের মরশুম, সেইসঙ্গে পর্যটন মরশুমও। এরইমধ্যে সংস্কার করা না হলে হাজার হাজার পর্যটক রক গার্ডেন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অরবিন্দকুমার সেন
মহামায়াপাড়া, জলপাইগুড়ি।

বকাঝকার আগে পরিণাম একবার ভাবুন

তোকে দিয়ে কিছু হবে না, অমুক পারে, তুই পারিস না, ইত্যাদি শুনতে শুনতে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তো সন্তান হবেই।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী

দিনকয়েক আগে শিলিগুড়িতে বাড়ির শৌচালয়ে পাওয়া গেল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর দেহ। কয়েক মাস আগে মাধ্যমিকের টেস্টে পাশ করতে না পারায় আত্মহত্যা করে এক পড়ুয়া। কেন বাড়ছে এত আত্মহত্যার প্রবণতা? নেপথ্যে কী কী কারণ থাকতে পারে? কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা যাক।

ঘটনা এক, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শ্রেণিতে পড়া এক ছাত্রী তার মায়ের সঙ্গে বাসস্টপে যাচ্ছে স্কুলে যাওয়ার জন্য। মা ধমকের সুরে মেয়েকে বলছেন, 'ভালো করে পড়েছিস তো? চিনিস তো তোর বাবাকে। ভালো রেজাল্ট না হলে কিন্তু বাবা এবার মেরে আধমরা বানিয়ে দেবেন।'

ঘটনা দুই, মা তাঁর ছেলেকে বলছেন, 'ফার্স্ট বা সেকেন্ড হতেই হবে। না হলে আমাদের স্ট্যাটাসটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বুঝতে পারছিস! লজ্জায় সোসাইটিতে মুখ দেখানো যাবে না!'

ঘটনা তিন, মা তাঁর ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যেতে যেতে মনে করাচ্ছেন, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হালকা কিছু খেয়ে সুইমিং। সেখান থেকে ক্যারাটে করে বাড়ি ফিরে পড়া।

এই ঘটনাগুলিকে পরপর সাজালে মনে হয় নাকি একজন ছাত্র বা ছাত্রীর আত্মহননের পেছনে তার বাবা-মা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায় কম নয়। মন দিয়ে, ভালোবেসে পড়ার বদলে পড়াশোনাকে চাপ মনে করার ব্যবস্থা এসব।

আবার মা-বাবার স্ট্যাটাসের মোড়কে চাপা পড়ে যায় সন্তানের ভালোলাগা, মন্দলাগা। মা-বাবা নিজের সন্তানের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় খেয়াল না করে কতকিছুই না চাপিয়ে দেন। সুইমিং, ক্যারাটে, টেনিস, দাবা, কম্পিউটার, যোগ, ড্রয়িং, মিউজিক- আরও কত কী! একবারও ভেবে দেখেন না, সন্তানের কোনটা পছন্দ, কোনটা সে করতে চায় না।

যেমন, অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা না করলে, অঙ্ক মাথায় না ঢুকলে ভবিষ্যৎ শেষ। কিন্তু সন্তান আদৌ সেই বিষয় পড়তে স্বচ্ছন্দ বোধ করে নাকি তার মনের মণিকোঠায় আছে সাহিত্য- সেই খোঁজ রাখেন না। পরীক্ষা ভালো না দেওয়ার জন্য বাবার বেল্টের বাড়ি খেতে হলে সেই সন্তান তো জীবন থেকে মুক্তি চাইবেই। তোকে দিয়ে কিছু হবে না, অমুক পারে-তমুক পারে, তাহলে তুই পারিস না কেন, গুড ফর নাথিং ইত্যাদি লাগাতার শুনতে শুনতে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তো সন্তান হবেই।

অন্যের সঙ্গে অহেতুক তুলনা টানা, সন্তান কেন এমন বলছে বা সে কী চাইছে, তা ভেবে না দেখে ক্ষতিটা বাবা-মা'ই করে থাকেন। পড়াশোনা এখন একটা প্রতিযোগিতা যেন। প্রতিযোগী হল পড়ুয়ারা। পড়াশোনার মাত্রাতিরিক্ত চাপ, পরীক্ষার চাপ, ফলাফলের ওঠানামা, পরীক্ষায় নম্বর কম পাওয়া ইত্যাদি এই প্রজন্মের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায় বলে দেখা যাচ্ছে।

তরুণ প্রজন্ম যেন মনে করছে, মৃত্যুতেই সব সমস্যার সমাধান। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বদলে, পারিবারিক প্রত্যাশা পূরণ না করতে পারার ফলে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। বাবা-মা বকাবকি করলে তাদের ইগো হার্ট করছে। অথচ আত্মহত্যা শুধু একজন শেষ করে না। একটা পুরো পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

পরীক্ষায় হারজিত আছে। ভালোমন্দ ফলাফলও আছে। কিন্তু তার জন্য নিজের জীবনকে শেষ করে দেওয়ার মতো বোকামি আর কিছুতে নেই। আত্মহত্যা সমাধানের পথ নয়। তাই বুঝে, শুনে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দরকার ছেলেমেয়েদেরও। এই বোধটা তাদের শেখানো দরকার যে জীবন অমূল্য। পরীক্ষায় ভালো নম্বর নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু সবকিছুর আগে দরকার হল তরুণ প্রজন্মের কথা বলা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা এবং সর্বোপরি বাঁচার অধিকার।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। চাটুকার, তোষামুদে ৩। তাহলেও, তা সত্ত্বেও ৫। জাদুকর ৭। মারাত্মক, সাংঘাতিক ৯। সংবেদনশীল, সমব্যথী ১১। ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করা ১৪। যেখানে মৃত্যুর পর পাপীদের আত্মা শাস্তি ভোগ করে ১৫। বকুনি, ভর্ৎসনা, নিন্দা।

উপর-নীচ : ১। অনুযায়ী, অনুসারে ২। গর্বের প্রকাশ ৩। কবিগানজাতীয় সংগীত ৪। যা চট করে চোখে পড়ে ৬। তরল পদার্থের মাপ ৮। পদ্মরাগমণি, পলা, কিশলয় ১০। সূর্য ১১। অনেক, বহু, বহু রকমের, বিবিধ ১২। বাতাস লেগে শব্দ হয় এমন ছিদ্রযুক্ত বাঁশ, মহাভারতে উল্লিখিত বিরাট রাজের সেনাপতি ১৩। নব্বই সংখ্যা ১৪। নৃত্যজীবী, নৃত্যকারী, নট।

সমাধান ■ ৪২৪৮

পাশাপাশি : ১। মিশুক ৩। মোতি ৫। লক ৬। আরক ৮। মশান ১০। জান্নাত ১২। বাজার ১৪। আজা ১৫। করী ১৬। নিচুল।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। কলতান ৪। তিতির ৭। কর্জ ৯। কাবা ১০। জানাজানি ১১। তৎকাল ১৩। জাতক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

মোদি সরকার
পাটের জন্য বর্ধিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ঘোষণা করেছে।

মোদি সরকার ছয়টি পাট উৎপাদনকারী রাজ্যে কৃষকদের ১১০টি ক্রয়কেন্দ্র এবং ১৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে এমএসপি সহায়তা প্রদান করে।

"আমাদের সরকার পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের জন্য কাঁচা পাটের এমএসপি-এর বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছে। এটি দেশের অনেক রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষক যারা এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত তাদের উপকৃত করবে।"
-শ্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

এমএসপি হার : ২০২৫-২৬

কাঁচা পাট, মেস্তা এবং বিমলির বিভিন্ন প্রকার ও গ্রেডের জন্য ২০২৫-২৬ সালের ফসল মরশুমের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নীচে দেওয়া হল :

সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী

প্রকার	গ্রেড ⇨	টিডি-১/ডব্লিউ ১	টিডি-২/ডব্লিউ ২	টিডি-৩/ডব্লিউ ৩	টিডি-৪/ডব্লিউ ৪	টিডি-৫/ডব্লিউ ৫	
তোষা/ সাদা	₹/ কুইন্টাল	৬৩৫০	৬১৫০	৫৬৫০	৫১২৫	৪৮৭৫	
প্রকার	গ্রেড ⇨	এম ১/ ও.টিওপি	এম ২/ এস.এমআইডি	এম ৩/ এমআইডি	এম ৪/ বিওটি	এম ৫/ বি.বিওটি	এম ৬/ এক্স.বিওটি
মেস্তা / বিমলি	₹/ কুইন্টাল	৪১৩৫	৩৯৮৫	৩৮৬০	৩৭৬০	৩৬৬০	৩৫৬০

মোদি সরকার পাটচাষিদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ :-

- ১০ বছরে এমএসপি ১৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে-যেখানে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এমএসপি ছিল প্রতি কুইন্টালে ২৪০০ টাকা, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এমএসপি বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কুইন্টালে ৫৬৫০ টাকা হয়েছে।
- নতুন রাজ্যগুলিতে এমএসপি কার্যক্রমের সূচনা- নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ঝাড়খণ্ডে এমএসপি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ৩ কর্মদিবসের মধ্যে কৃষকদের অর্থ বিতরণ করা হয়।

মোদি সরকারের জুট এগ্রোনমি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট আই-কেয়ার নামে ১১ বছরের একটি চলমান প্রকল্প রয়েছে।

- (৫০%) ভর্তুকিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ করা হয়।
- আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম কৃষকদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
- পাট পচানোর যন্ত্র যা রেটিং অ্যাক্সিলারেটর নামে পরিচিত তা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
- বিনামূল্যে প্রদর্শনী এবং সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন।
- ২০১৫ সাল থেকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫.৬ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছে এবং ২.১৫ লক্ষ হেক্টর জমি এই প্রকল্পের অধীনে এসেছে।

মোদি সরকার 'পাট মিত্র'-নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে :

- পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এবং নিকটবর্তী ক্রয়কেন্দ্রগুলির তথ্য।
- প্রয়োজনীয় কৃষি পরামর্শ।
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- পাটের গুণগত মান নির্ধারণ
- বিক্রির পরবর্তীতে পেমেন্টের বর্তমান স্থিতি।

শেষ দুটি দশককে কেন্দ্র করে ভারত সরকার কর্তৃক পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র
(২০০৫-২০১৪ : ২০১৫-২০২৪)

২০০৫-২০১৪		২০১৫-২০২৪	
পরিমাণ (লক্ষে বেলস আনুমানিক)	মূল্য (কোটিতে টাঃ)	পরিমাণ (লক্ষে বেলস আনুমানিক)	মূল্য (কোটিতে টাঃ)
১৫	৩৮০	১৮	১৩৪৫

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
বস্ত্র মন্ত্রালয়ের অন্তর্গত ভারত সরকারের একটি সংস্থা
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की एक संस्था
The Jute Corporation of India Limited
A Government of India CPSE under Ministry of Textiles
কাঁচা পাটের উপর ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের জন্য কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সি

মুখ্য কার্যালয় : পাটশান ভবন, চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, ব্লক-সিএফ,
অ্যাকশন এরিয়া-১, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬,
ফোন : (০৩৩) ২২৫২১১০০/৬৭২০/৬৭৭০/৭১০৭/৭১০৯
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৫২১৭৭১, ইমেল :- jci@jcimail.in www.jutecrop.in

CBC 41122/15/0018/2526

বৃষ্টি বাড়বে

মহালয়ার দুপুর থেকে দশমী পর্যন্ত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

জয়ী তৃণমূল

বাঁকুড়ার শালবনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ১২টি আসনের সবগুলিতেই জয়ী হল তৃণমূল। এই সমবায় সমিতির নির্বাচনে বাম ও বিজেপি লড়াই করেছিল। শুক্রবার ফল প্রকাশ হয়।

ধর্ষণে ধৃত

হরিদেবপুরে গণধর্ষণ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত দেবাংশু বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে দেশপ্রিয় পার্ক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে।

অতিরিক্ত মেট্রো

যাত্রী চাপ সামাল দিতে মহলয়ার দিন কলকাতার ব্লু লাইনে অতিরিক্ত মেট্রো চালানো হবে। ওইদিন ১৩০টির বদলে ১৮০টি মেট্রো চলাচল করবে বলে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

সিএএ শিবিরে ভোটের কৌশল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের শেষ থেকেই রাজ্যের সীমান্তবর্তী ৯ জেলায় জোরকদমে সিএএ শিবির খুলতে চলেছে বিজেপি ও আরএসএস। শিবিরে বাংলাদেশ বা অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা অমুসলিম, মূলত হিন্দু 'উদ্বাস্তু' পরিবারগুলিকে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দিতে আবেদন করানো হবে। যাতে এসআইআরে নাম বাদ পড়ার পর সিএএ আবেদনকারী হিসাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য কমিশনের কাছে পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো যায়। যদিও সেই দাবি কমিশন মানবে কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নয় আরএসএস। বৃহস্পতিবার বিজেপি আরএসএস-এর সমন্বয় বৈঠকে এই শিবির করে সিএএ-তে আবেদন করানোকে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দিয়ে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে যৌথভাবে ঝাঁপানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ২০০২-এর ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল না, তাঁদের এদেশে কার্যত নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হবে। এতে শুধু ওপার বাংলা থেকে আসা সংখ্যালঘু মুসলিমরাই নয়, '৪৭, '৭১ বা সম্প্রতি বাংলাদেশ কাণ্ডের জেরে উদ্বাস্তু হয়ে আসা লাখো হিন্দুরা সমস্যায় পড়বেন। এসআইআর-এ তাঁরা সরকারিভাবে বেনাগরিক হয়ে পড়লে এদেশে তাঁদের ভবিষ্যৎ বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়বে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তাতে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে বিজেপি। এই আশঙ্কা করছে বিজেপি ও আরএসএস-ও। সেক্ষেত্রে সিএএ আবেদনকারী দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম রক্ষা করার চেষ্টা করাই লক্ষ্য আরএসএস-এর।

বৃহস্পতিবার সমন্বয় বৈঠকের পর শুক্রবার সকালে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে শারদোৎসব উপলক্ষ্যে উদ্বাস্তু সংগঠনের অনুষ্ঠান থেকে সেই বার্তা শুনিয়েছেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'দুর্গা, কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো কেটে গেলে ৭ অক্টোবর থেকে আপনারা সবাই সিএএ-তে আবেদন করা শুরু করুন। যাতে এসআইআর-এ আপনার নামটা ঠিকঠাক থাকে।'

সমন্বয় বৈঠকে স্থির হয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে সীমান্তবর্তী দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের মতো জেলায় সিএএ শিবির খুলে হিন্দু শরণার্থীদের আবেদন করানো হবে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত

- সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সিএএ শিবির খোলা হবে
- সিএএ-র আবেদন না করলে ভোটার কার্ড থাকবে না
- প্রচারে মানুষকে বলবে আরএসএস
- সিএএ সরলীকরণের দাবি কেন্দ্রের কাছে

বিজেপি ছাড়াও রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন, এনজিও, ভারত সেবাশ্রম সংঘ সহ নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিজেপি প্রভাবিত উদ্বাস্তু সংগঠন, শান্তনু ঠাকুরের অধীন মতুয়া মহাসংঘ আলাদা আলাদাভাবে এই শিবিরগুলির আয়োজন ও পরিচালনা করবে।

বিজেপির ফাঁদে পা দিয়ে সিএএ-তে আবেদন না করতে পালটা প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি বনগাঁর এক সরকারি অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ বলেন, 'সিএএতে আবেদন করবেন না। আবেদন করা মানেই আপনি নিজেকে দেশের নাগরিক নন বলে মেনে নিলেন। তাতে আপনিই বিপদে পড়বেন।' বিজেপি আরএসএস-এর মতে, তৃণমূলের এই প্রচারেই সিএএ-র পথে পা বাড়াতে চাইছে না হিন্দু শরণার্থীরা। আবেদনকরার পর সিএএ শংসাপত্র পেতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে রাজ্যের হিন্দু উদ্বাস্তুরা আগ্রহ হারাচ্ছে। সমস্যা দূর করতে ইতিমধ্যে সিএএ আইনের সরলীকরণ দাবি করেছে রাজ্য বিজেপি।

দুর্গা, কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো কেটে গেলে ৭ অক্টোবর থেকে আপনারা সবাই সিএএ-তে আবেদন করা শুরু করুন। যাতে এসআইআর-এ আপনার নামটা ঠিকঠাক থাকে।

শুভেন্দু অধিকারী

তবে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে থাকা এক আরএসএস নেতার মতে, এসআইআরে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলে, সিএএ-র জন্য লাখো আবেদনকারীর লাইন পড়ে যাবে। আমাদের বোঝাতে হবে, দেশের নাগরিকত্ব পেলে তবেই আপনি ভোটার হতে পারবেন। তার জন্য সিএএ-তে আবেদন করতে হবে। শুক্রবার নন্দীগ্রামে শুভেন্দুও বলেছেন, যাঁরা অবিভক্ত পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে '৪৭ বা '৭১-র পরে বা ২০২৪-এর ৫ অগাষ্টের পর এসেছেন, তাঁরা সবাই সিএএ-তে আবেদন করুন। যাতে এসআইআরে আপনার নামকে রক্ষা করা যায়।

দুর্গোৎসবে মদের জোগান নিশ্চিত করতে উদ্যোগী রাজ্য

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : মূল লক্ষ্য রাজস্ব বৃদ্ধি। তাই পুজোর সময় বিলিতি মদের দোকানগুলিতে অঢেল জোগান নিশ্চিত করতে চাইছে রাজ্য সরকার। এমনিতেই পুজোর সময় থেকে দোল পর্যন্ত মদের চাহিদা বেশি থাকে। কিন্তু এবার পুজো অনেকটাই আগে। তাই শীত তেমন না পড়ায় চাহিদা কেমন থাকবে, তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা। কিন্তু তাঁদের সেই চিন্তা দূর করে দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কারণ পুজোর ক'দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। সেক্ষেত্রে রাজস্বে ঘাটতি হবে না বলেই আশা আবগারি দপ্তরের কর্তাদের। পুরোদমে মাঠে নেমে পড়েছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবারের মধ্যে দোকানগুলিতে বিলিতি ও দেশি মদ পর্যাপ্ত মজুত করতে হবে। কোন দোকান কত অর্ডার দিচ্ছে, তা প্রতিটি জেলার আবগারি আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে রাজ্য আবগারি দপ্তর। কোনও দোকান কম অর্ডার দিলে কেন তা দেওয়া হল, সেই রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের ভাঁড়ার ভরাতে আবগারি রাজস্বই সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৫-২৬) প্রথমে ১৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ায় টাকার প্রয়োজন আরও বেড়েছে। তাই আবগারি দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাজেটের তুলনায় এক ধাক্কায় দেড় হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। যদিও তা অসম্ভব নয় বলে মনে করছেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা। তাঁদের মতে, চলতি আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসের মাথায় মদ বিক্রি থেকে লক্ষ্যমাত্রা যেভাবে পূরণ হয়েছে, তাতে রাজস্ব আদায় ১৯,৫০০ কোটি টাকা হওয়া অসম্ভব নয়। গত কয়েক বছরে মদ বিক্রি থেকে রাজস্ব আদায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। তাই এবার অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসে রাজস্ব আদায়ে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করতে চাইছে না রাজ্যের আবগারি দপ্তর। কলকাতা ও জেলার দোকানগুলিতে মদের অর্ডার মতো সরবরাহ করতে বেভকো (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজ কর্পোরেশন লিমিটেড)-কে নির্দেশও দিয়েছে আবগারি দপ্তর। এই নিয়ে গত সপ্তাহেই আবগারি দপ্তরের কর্তারা বৈঠকে বসেছিলেন। এবার পুজোর মধ্যে দশমীতে গান্ধিজয়ন্তী থাকায় মদের দোকান বন্ধ থাকবে। সেই কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে চাইছেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা।

অর্থসচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : আদালতের নির্দেশ পালন না করায় রাজ্যের অর্থসচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকার রাস্তা, হস্টেল, জলপ্রকল্প সহ বিভিন্ন কাজ করেও ১৫ বছর ধরে টাকা বকেয়া রয়েছে। একাধিকবার এই বিষয়ে মামলা হলেও বকেয়া টাকা মেটায়নি রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের অর্থসচিব ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছে। কেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে না, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে আদালতে।

২০১০ সালের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে কাজ করেছিলেন এক ঠিকাদার। প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ।

কাশী বোস লেনের থিমে লীলা মজুমদার। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

চাকরিহারাদের ভাতায় স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। অর্থাৎ ওই সময় পর্যন্ত ভাতা দেওয়া যাবে না।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর গ্রুপ-সি কর্মীদের জন্য ২৫ হাজার ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের জন্য ২০ হাজার টাকা ভাতা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আদালত প্রশ্ন করেছিল, 'কীসের ভিত্তিতে এই টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়েছে? কোনও শ্রম ছাড়াই কি এরা টাকা পাবে? সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর কেন তড়িঘড়ি ভাতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে?'

চলতি বছরের জুন মাসেই আদালত ৩ মাসের জন্য ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। শুক্রবার আরও ৪ মাস ১০ দিন সেই মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে আপাতত ভাতা পাবেন না গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি চাকরিহারারা।

পুজো দখলে বাংলায় পিছিয়ে, যাত্রা ভিনরাজ্যে

ঘুরপথে মণ্ডপে স্টলের চেষ্টা সংঘের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের সর্বজনীন দুর্গাপুজো দখলে এবারও পিছিয়ে থাকল গেরুয়া শিবির। কলকাতা সহ শহরতলির অধিকাংশ পুজোর দখল নিয়ে রেখেছে তৃণমূল। আর এখানেই জনসংযোগের রাস্তা খুঁজতে এই পুজোগুলিকেই ব্যবহার করার ঘুরপথে চেষ্টা চালাচ্ছে আরএসএস। তাদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার স্টল কলকাতা ও শহরতলির বড় পুজোমণ্ডপগুলিতে করার জন্য আবেদনও জানিয়েছে। কিন্তু আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরএসএস তথা বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি নন তৃণমূল নেতারা। এখনও আরএসএসের পত্রপত্রিকার স্টল তৈরির আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে খারিজ না করলেও তাদের যে শেষ পর্যন্ত স্টল তৈরির অনুমোদন দেওয়া হবে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। আরএসএস পরিচালিত একটি পত্রিকা রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো সংলগ্ন এলাকায় স্টল তৈরির আবেদন করেছে। কিন্তু শুক্রবার পর্যন্ত তাদের আবেদনের জবাব দেওয়া হয়নি। অথচ শনিবারই এই পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহালয়া থেকেই যে পুজোর ঢাকে পুরোদমে কাঠি পড়ে যাবে, তা বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। মহালয়া থেকেই রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী ও বিধায়কদের এলাকায় থেকে জনসংযোগ আরও বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই মুহূর্তে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ লেবুতলা পার্কের পুজোর দখল রেখেছেন। এছাড়া নামকরা সর্বজনীন সবই তৃণমূলের দখলে। রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দেবাশিস কুমার, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ রায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, চন্দ্রনাথ সিনহা, তপন দাশগুপ্ত, বেচারাম মান্না এলাকার পুজোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পুজো বলে পরিচিত নাকতলা উদয়ন সংঘের দখল এখন কার্যত অরূপ বিশ্বাসের হাতে। তাই এই বড় পুজোগুলিতে নাক গলাতে পারছে না বিজেপি বা আরএসএস।

আবার ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০২০ সালে সল্টলেকের ইজেডসিসিতে ঘটা করে পুজোর আয়োজন করেছিল বিজেপি। ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর পুজোর জৌলুস ছিল না বললেই চলে। নিয়ম মানতে কোনওরকমে সেই পুজো করা হয়েছিল। আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে এবার ফের ওই পুজোয় জৌলুস ফিরিয়ে আনতে জোরকদমে মাঠে নেমেছেন বিজেপির সংস্কৃতি সেলের রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়রা। এবার পুজোর উদ্বোধন করতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

কিন্তু আরএসএস-এর ভাবধারায় প্রচারিত পত্রপত্রিকার স্টল আদৌ কতগুলি পুজোমণ্ডপের সামনে দেখা যাবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বামেরা পুজোয় বিশ্বাসী না হলেও পুজোমণ্ডপের আশপাশে বরাবরই মার্কসীয় বইয়ের স্টল খোলে। গত ১৫ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু হিন্দু আবেগ টানতে পুজোকে জনসংযোগের হাতিয়ার হিসেবে বিজেপি যে ব্যবহার করবে ভেবেছিল, তা কতটা সফল হবে, সেটা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

প্রবাসী বাঙালির সঙ্গে জনসংযোগ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : বাংলা ও বাঙালি হেনস্তা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের অভিযোগের পালটা জবাব দিতে ভিন রাজ্যে যাচ্ছে বাংলার বিজেপি নেতারা। অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো এই উপলক্ষ্যে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে জনসংযোগও সেরে নিতে চায় বিজেপি।

এই কর্মসূচির সূত্রেই রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যাচ্ছেন মোদির রাজ্য গুজরাটে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার যাচ্ছেন মোদির নির্বাচনি কেন্দ্র বারাণসী। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যাচ্ছেন ত্রিপুরায়। শুধু শমীক, সুকান্ত, শুভেন্দু নন, কেন্দ্রীয় এই কর্মসূচিতে শামিল করা হয়েছে রাজ্য বিজেপির এক ঝাঁক নেতৃত্ব। সঙ্গে থাকছেন বিজেপি বিধায়করাও। তবে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল।

ভিন রাজ্যে বাংলা ও বাঙালিকে হেনস্তার জন্য বিজেপিকে দায়ী করে পদ্ম শিবিরকে বাঙালি বিদ্বেষী বলে দেগে দিয়েছিল তৃণমূল। তারই পালটা হিসেবে বিজেপির এই চাল। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা দুষ্মন্ত কুমার গৌতম এবং তরুণ চুকদের নির্দেশে ২০টি রাজ্যের ১০৮টি বিধানসভায় বাংলার বিজেপি নেতাদের পাঠানোর পরিকল্পনা। তার জন্য ওই সব বিধানসভায় স্থানীয় বিজেপি নেতাদের দল গড়ে দিয়েছেন চুক। তারাই বাংলার নেতাদের প্রবাসীর পুজোয় নিয়ে যাচ্ছেন। এই তালিকায় রয়েছেন দিল্লি, মুম্বই, পুনে, নাসিক, সুরাট, জয়পুর, দেরাদুন, হরিদ্বার, লখনউ, বারাণসী, রাঁচি, পাটনা, ভুবনেশ্বর, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, কোচি, তিরুবনন্তপুরম, চণ্ডীগড়, বেঙ্গালুরু, অসম এবং ত্রিপুরা। প্রবাসে যেতে হবে মোট দু'বার। কেউ যাচ্ছেন পুজোর আগে, কেউ যাচ্ছেন পুজোর পরে। ইতিমধ্যেই শমীক, রাহুল সিনহা, উত্তরবঙ্গের আনন্দময় বর্মনদের এক দফা প্রবাসযাত্রা হয়েছে। পুজোর সময় দেরাদুন ও হরিদ্বারে যাওয়ার কথা লকেট চট্টোপাধ্যায়ের।

পুজোর আগে ও পরে মুম্বই যাচ্ছেন রূপা, রুদ্রনীল, নিশীথ প্রামাণিকরা। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের গন্তব্য চেন্নাই। মালতী রাভা রায় যাবেন অসমে। শিখা চট্টোপাধ্যায় যাবেন দিল্লি। প্রথম দফায় চণ্ডীগড় থেকে ফিরে রাহুলের দাবি, 'আমাদের কর্মসূচির সঙ্গে বাংলা ও বাঙালির হেনস্তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে এটা ঠিক বিধানসভা ভোটে প্রবাসী বাঙালিরা যাতে এই রাজ্যে থাকা তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের বিজেপির পাশে থাকতে বলেন সেই ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। একই কথা বলছেন অনেকেই। তবে অধিকাংশ মানছেন তৃণমূলের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে যাতে প্রবাসী বাঙালিরা '২৬-এর ভোটের সময় বিজেপির পাশে দাঁড়ান, সেই আবেদন জানাতেই তাঁদের এই প্রবাসযাত্রা। যেমন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো রসিকতা করে বললেন, 'আমি যাব রাঁচিতে। সকালে যাব বিকেলে ফিরব। এক ঢিলে রথ দেখা, কলা বেচা-দুই সারব।

প্রবাসে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'এটা হচ্ছে বিজেপির পলিটিক্যাল ট্যুরিজম। প্রবাসে বাঙালিদের কাছে ভোট চাইতে যাওয়ার নাম করে পিকনিকের আসর বসাচ্ছেন বিজেপি নেতারা।'

মন্ত্রীর আয়ের উৎসের খোঁজে মুরারইয়ে ইডি

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : আরও চাপের মুখে পড়লেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিটও দিয়েছে ইডি। শুক্রবার তাঁর আয়ের উৎস খতিয়ে দেখতে বীরভূমের মুরারই-২ ব্লকের পাইকরে কৃষি বিভাগের সহ অধিকর্তার দপ্তরে পৌঁছোন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। চন্দ্রনাথ কৃষিজ সামগ্রী থেকে আয় করেছেন বলে দাবি করেছিলেন। সেই দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখতে তাঁরা কৃষি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। এই মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষের সঙ্গে চন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ। জেরায় কুন্তল দাবি করেছিলেন, চন্দ্রনাথ তাঁকে চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা পাঠিয়েছিলেন। এর আগে চন্দ্রনাথের বোলপুরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ইডি নগদ ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল। কিন্তু ওই টাকার উৎস কী তা চন্দ্রনাথ দিতে পারেননি। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সাক্ষ্য এসএসসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যানের

'বেআইনি নিয়োগে চাপ পার্থ, মুকুলের'

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতা মুকুল রায় বেআইনি নিয়োগের জন্য চাপ দিতেন, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে এমনটাই দাবি করলেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডল। শুক্রবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাতে প্রথমদিনের সাক্ষী ছিলেন চেয়ারম্যান। তখনই তিনি আদালতে দাবি করেন, তাঁর ওপর মুকুল রায় ও পরোক্ষভাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। বেআইনি নিয়োগের জন্য তাঁকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতেও ডাকা হয়েছিল। চাপ নিতে না পেরে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে আদালতে জানান।

বিচারক জানতে চান কে চাপ দিয়েছে? উত্তরে পার্থ, মুকুলের নাম জানান চিত্তরঞ্জন। পালটা পার্থর আইনজীবীর অভিযোগ, দ্বাদশ আরএলএসটি পরীক্ষা নিয়ে নানান অভিযোগ উঠেছিল। তাতে সিবিআই কেন তদন্ত করেনি? সাক্ষী জানান, কোনও অভিযোগ ছিল না। পালটা পার্থর আইনজীবী সাক্ষীর ওপর সিবিআইয়ের চাপের বিষয়ে দাবি করেন। এই মামলায় ৮ জন সাক্ষী রয়েছে। শনিবারও শুনানি রয়েছে।

অরুণ আলোর অঞ্জলি

মহালয়া ১৪৩২
শরৎ। আসে। হাসে। কাশে। আকাশে। আশ্বাসে। আলোর ফুলকি লাগে। তনু-মনে। জীবনে। জীবনছুঁয়ে উঠে আসে গল্পেরা। নবীনে-প্রবীণে, নিবেদনে ১ ডজন গল্প।

পুজোর গল্প

বিপুল দাস — কাটামুণ্ডের রহস্য
সেবন্তী ঘোষ — হেমনলিনীর গল্প
অনির্বাণ নাগ — এক কামরার দূরত্ব
অনিন্দিতা গুপ্ত রায় — সে নহি সে নহি
হিমাংশু রায় — বোদয়ের প্রথম মহালয়া
মনোমিতা চক্রবর্তী — উপলব্ধি
মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী — জানি নাই তো, তুমি এলে
রাজন্যা ভৌমিক — ডাক্তার রায়
শুভ্র মৈত্র — কলের মিস্ত্রি
শুভদীপ চৌধুরি — থিমের নাম জ্বর
শুভ্র চট্টোপাধ্যায় — মায়ের ডাক
রাজা সাহা — উদ্ভিদ
শবরী চক্রবর্তী — কি জাদু রামের নামে
পুজোর ট্রেন্ড সাইয়ারা

মহালয়ার ভোরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে এই বিশেষ সংখ্যা

শুধু মহালয়া এলে ব্যস্ততা রেডিওম্যানের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : রেডিওটার কলকব্জা প্রায় খুলেই গিয়েছে। সেটাই সারিয়ে ফেললেন অমিতরঞ্জন কর্মকার। কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সমিতির পাশে ৮ ফুট বাই ৪ ফুটের একটি দোকান। সেখানেই বছরের পর বছর ধরে নানা পার্টস দিয়ে তিনি সারিয়ে তোলেন রেডিও। মহালয়া এলেই তাঁকে নাওয়াখাওয়া ভুলতে হয়। কুমোরটুলির বনমালি সরকার স্ট্রিটেই রয়েছে কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো রেডিওর দোকান। সেখানে বসে মরচে ধরা যন্ত্রগুলি সরিয়ে রেডিওতে প্রাণ এনে দেওয়াই অমিতরঞ্জনবাবুর কাজ।

ছয়ের দশকে তাঁর বাবা শান্তিরঞ্জন কর্মকারের হাত ধরে রেডিও মেরামতের এই দোকানটি তৈরি হয়েছিল। পরে তিনিও ১৯৭৬ সাল থেকে এই কাজে জড়িয়ে পড়েন। এবছর মহালয়ায় কেমন ব্যস্ততা? বললেন, 'এখনও পর্যন্ত ২১টি রেডিও সারিয়ে ফেলেছি। হাতে এখনও অনেক কাজ বাকি। এবছর ৮০টি রেডিও সারানো হয়ে যাবে।' জানালেন, 'ভারতীয় নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের জন্য পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। তারপরই এই কাজে আসি।' সংসার চলে? বললেন, 'এই কাজে দিনে ২০০-২৫০ টাকা হয়। তাতে চলে যায়। তবে পুজোয় কুমোরটুলিতে অনেকে ঠাকুর দেখতে এলে তখন খরিদ্দার পাই। মনে আছে, ১৯৮২ সালে মহালয়াতে ৭০০০ টাকার বেশি উপার্জন করেছিলাম।'

মহালয়া গ্যাজেটমুখী বর্তমান জেড জেনারেশনের কাছে কতটা আবেগের তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বাণী কুমারের বিষয় ভাবনা মিলিয়ে 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠান এখনও এই প্রজন্মের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। মহালয়ার দিন তারাও অমিতবাবুর দোকানের সামনে ভিড় জমান। কিন্তু এই পেশা নিয়ে মোটেও আগ্রহী নয় তারা। অমিতবাবুর কথায়, 'কেউ কি চাইবে তাঁর সন্তান এত কম টাকা উপার্জন করুক? আমার নিজের ছেলে চাকরি করে। আমি হলফ করে বলতে পারি, ভবিষ্যতে কেউ এই কাজ করবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।'

ব্যস্ত রেডিওম্যান অমিতরঞ্জন কর্মকার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

বুশ, মারফি, ফিলিপস, টেলিফানকেন, সন্তোষ কোম্পানির রেডিওগুলি তাঁর দোকানকে যেন মিউজিয়াম করে তুলেছে। সবেচেয়ে পুরোনো ১৯৪৪ সালের ফিলিপসের রেডিওটি। সংরক্ষণ কি আপনার নেশা? বললেন, 'অনেকে সারাতে দিয়ে গিয়েছিল। পরে আর ফেরত নিয়ে যায়নি। ওদের কাছে এগুলি জঞ্জাল হলেও আমার কাছে প্রাণ। তাই গুছিয়ে রেখে দিয়েছি।'

কখনও রেডিও সারিয়ে দিতে না পারলে আপনি কী করেন? জানান, 'ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বার্থে আমার কাছে থাকা রেডিও দিই তাঁরা শুনে ফেরত দিয়ে যান। আমার কাছে '৭২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সব পার্টস রয়েছে। তাই সারিয়ে দিতে পারি না এমন ঘটনা কম।' খড়ের কাঠামোয় মাটি লেপতে লেপতে মৃৎশিল্পীদের তরফে তাঁর কাছে অনুরোধ আসত, 'জয়মালা, আপকে ফরমাইস, হাওয়ামহল চালান না।' সেই সময় এখন আর নেই। ব্যস্ততা থাকে শুধু মহালয়ায় দেবীপক্ষের সূচনা হতেই। তবে যে কুমোরটুলিতে দেবী দুর্গা মৃণ্ময়ী রূপ পান তার এক কোনায় বিকল যন্ত্রটিতে প্রাণদান যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে।

মিউনিখের পুজোয় হৃদয়ের টান

সুহৃতা গঙ্গোপাধ্যায়

মিউনিখ, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রবাসে থেকেও বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর যে আবেগ ও ঐক্যের ছবি আঁকা হয়, তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ মিউনিখের 'সম্প্রীতি' সংগঠন। গত ছয় বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে 'শারদ সম্প্রীতি' নামে এই আয়োজন হচ্ছে দুর্গোৎসব হিসাবে, যা আজ প্রবাসী বাঙালিদের পাশাপাশি স্থানীয় জার্মান সমাজেও একটি বহুল প্রতীক্ষিত উৎসবে পরিণত হয়েছে।

সংগঠনের সদস্যরা প্রত্যেকেই নানাভাবে বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। পুজোর প্রতিটি খুঁটিনাটি— মণ্ডপ সাজানো, ফল কাটা থেকে দেবীর ভোগ রান্না করা—সবই সদস্যদের নিজস্ব উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। কলকাতা থেকে বিশেষভাবে আগত পুরোহিত মহাশয় প্রথম দিন থেকেই আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রবিধি মেনে করেন। আর হ্যাঁ, বিদেশের কোনও উইক এন্ড পুজো নয়, রীতিমতো শাস্ত্রমতে পঞ্জিকা-নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট মেনে ষষ্ঠী থেকে দশমী পুজো হয় 'শারদ সম্প্রীতি'র।

দিনের বেলায় পুজোপাঠ আর অঞ্জলি, সন্ধ্যায় আনন্দোৎসব— এভাবেই জমে ওঠে উৎসবের আবহ। নাচ, গান, নাটক আর সংগীতানুষ্ঠান দিয়ে রঙিন হয়ে ওঠে প্রতিটি সন্ধ্যা। এর জন্য প্রবাসী পরিবারের শিশুর দল থেকে শুরু করে বড়রা মাসের পর মাস ধরে মহড়া দেয়। সত্যিই দিনে দিনে এই মঞ্চ হয়ে উঠেছে প্রতিভা প্রকাশের এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম।

এখানে বাচ্চারা যারা সারা বছর জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়, এই পাঁচদিনেই যেন স্বাদ পায় নিখাদ বাঙালিয়ানার। মাতৃভাষার গান, ঢাকের আওয়াজ আর পুজোর আবহ তাদের অজান্তেই ফিরিয়ে নিয়ে যায় অচেনা শিকড়ের কাছে।

সম্প্রীতির দুর্গোৎসব কেবল প্রবাসী বাঙালিদের নয়, মিউনিখের স্থানীয় জার্মান সম্প্রদায়কেও যুক্ত করেছে এই মিলনমেলায়। তাঁরা এসে ভোগ খেয়ে, আনন্দে মেতে, বাঙালিয়ানার উষ্ণতাকে কাছ থেকে অনুভব করেন। স্থানীয় প্রশাসনের বিশিষ্ট অতিথিরাও প্রতিবছর এসে এই উৎসবে অংশ নেন। ফলে প্রবাসী উৎসবটি পেরিয়ে যায় কেবলমাত্র আঞ্চলিকতার সীমা, পরিণত হয় এক বহু সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে।

সম্প্রীতির সদস্য তিয়াশা বললেন, 'আমাদের সত্যিই বড় সৌভাগ্য যে প্রবাসে থেকেও একটা 'ঘর' পেয়েছি। এখানে দুর্গাপুজো নিয়ে যে আগ্রহ আর আনন্দ দেখি, তা একেবারে কলকাতার মতো। এই পাঁচদিন আমরা অন্য কিছু ভাবিই না—কাজ, পড়াশোনা, ফন্দিফিকির সব ভুলে যাই। শুধু দেবীর আবাহন আর উৎসবের আনন্দ। পরিবার থেকে দূরে থাকলেও সম্প্রীতিই এখন আমাদের দ্বিতীয় পরিবার।'

মিউনিখে প্রবাসী বাঙালিদের এই দুর্গোৎসব প্রমাণ করে, ভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক, বাঙালির হৃদয়ের টান, মিলন আর মায়ার উৎসব কোনওদিন ম্লান হয় না। বরং এই দূরত্বই যেন একে আরও আবেগময় করে তোলে।

মোদির ছবিতে না দিল্লির উদ্যোক্তাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখার যে নির্দেশ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা দিয়েছিলেন, তা মানা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল রাজধানীর পুজো কমিটিগুলি। দিল্লির সবচেয়ে বড় বাঙালি পাড়া চিত্তরঞ্জন পার্কের একাধিক পূজা কমিটি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই নির্দেশ মানবে না। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ি, চিত্তরঞ্জন পার্ক মেলা গ্রাউন্ডের পুজো, ডি ব্লকের পুজো, ই ব্লকের পুজো এবং করোলবাগের পূজা সমিতিরও একই মত। ডি ব্লকের দুর্গাপূজা সমিতির সম্পাদক আশিস সোম বলেন, 'মায়ের পায়ের কাছে কোনও ব্যক্তির ছবি রেখে এবং তার সামনে মন্ত্র উচ্চারণ এবং মায়ের উদ্দেশে নিবেদিত ফুল তার ফোটোতে দেওয়া, ব্যাপারটা

নির্দেশ অমান্য

মানতে পারিনি, তাই এরকম কিছুই হবে না আমাদের পুজোমণ্ডপে।'

একই কথা শোনা গিয়েছে করোলবাগ পুজো সমিতির সভাপতি দীপক ভৌমিকের গলাতেও। তিনি বলেন, 'এটা রাজনৈতিক বিষয় নয়। মায়ের পুজো ভক্তি ভরে করা হবে। এখানে রাজনীতির কোনও জায়গা নেই। পুজোর ক'দিন রাজনীতির বাইরেই আমরা আনন্দে কাটাতে চাই।' স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় বিজেপিকে বিঁধেছে তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'মা দুর্গা যেখানে নিজেই বিশ্বজননী, সেখানে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবি রাখা হবে কেন? বিজেপি কি তাহলে নরেন্দ্র মোদিকে একজন দেবতা বলে মনে করে? বিজেপি ভোটের স্বার্থে মানুষের আস্থা নিয়ে খেলছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না।' আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের নির্দেশ খুবই নিন্দাজনক। মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখার নির্দেশ দিয়ে তিনি আরও একবার প্রমাণ করেছেন যে, বিজেপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে।'

মালয়েশিয়ায় বৈঠকের সম্ভাবনা

ভারত-মোদির ঘনিষ্ঠ আমি, সুর নরম ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ না করায় ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তারপরেও ভারত অবশ্য রুশ তেল কেনা জারি রেখেছে। পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে নয়াদিল্লি। এদিকে শুল্কের পরিমাণ না কমালেও ধাপে ধাপে সুর নরম করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তাঁর কথায়, 'আমি ভারতের খুব ঘনিষ্ঠ। আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীরও খুব ঘনিষ্ঠ। কিছু দিন আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো।' ভারতের ওপর বেনজির শুল্ক আরোপের কারণে ঘরে-বাইরে সমালোচনার মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল আমদানি করে চিন। অথচ তাদের ওপর ভারতের চেয়ে কম শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশও রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। তাদেরও খুব কম শুল্ক দিতে হচ্ছে। এমনকি আমেরিকা নিজে রাশিয়া থেকে কোটি কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করছে।

তিনি বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে ইউরোপীয় দেশগুলি রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। আমি তাদের অনুমোদন দিয়েছি। চিন এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগের চেয়ে অনেক বেশি শুল্ক দিচ্ছে। তবে আমি আরও কিছু পদক্ষেপ নিতে চাই। কিন্তু যাদের জন্য লড়াই করছি তারাই যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনে তাহলে সেটা করা যাবে না।' কূটনৈতিক লড়াইয়ে রাশিয়া যে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন ট্রাম্প।

সূত্রের খবর, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় যোগ দিতে চলতি মাসের শেষে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী। ফলে সেখানে মোদি-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা নেই। তবে অক্টোবরে মালয়েশিয়ায় আসিয়ান সম্মেলনের ফাঁকে দুই নেতার বৈঠক হতে পারে। আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দিতে মোদি, ট্রাম্প দু'জনেরই মালয়েশিয়া যাওয়ার কথা।

নয়াদিল্লির পাশে মস্কো

মস্কো, ১৯ সেপ্টেম্বর : ভারত ও চিনের মতো শক্তিশালী এবং প্রাচীন সভ্যতাকে হুমকি দিয়ে চাপে ফেলা যাবে না। বক্তা রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। তাঁর মতে, আমেরিকা যেভাবে বিভিন্ন দেশের তেল বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে তার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ট্রাম্পের শুল্ক নীতির কারণে দেশগুলিকে নতুন বাজার এবং তেলের নয়া উৎসের খোঁজ করতে গিয়ে খরচা বাড়ছে। লাভরভ বলেন, 'ভারত ও চিন প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। আমার ভালো লাগছে না, তাই এটা বন্ধ কর। এটা হতে পারে না। ওদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলে কোনও লাভ হবে না।'

গেরুয়া-ঝড়ে কুপোকাত হাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ভোট চুরি রুখতে দেশের তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে জেন জেডের ওপর আস্থা রেখেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। দেশজুড়ে তাঁর ডাকে কতটা সাড়া পড়বে সেটা এখনও স্পষ্ট না হলেও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, গেরুয়া শিবিরই তাঁদের যাবতীয় আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল। শুক্রবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডিইউএসইউ) নির্বাচনের যে ফল ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট

সভাপতি পদে কংগ্রেস প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন এনএসইউআইকে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। দীর্ঘ সাত বছর বাদে ২০২৪ সালে ওই পদে জিতেছিল এনএসইউআই। হাত শিবিরের আশা ছিল, ওই পদে এবারও তারাই জয়ী হবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়ে এনএসইউআই প্রার্থী জোসেলিন নন্দিতা চৌধুরীকে ১৬ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন এবিভিপির আরিয়ান মান।

সভাপতির পাশাপাশি ডিইউএসইউয়ের সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পদেও জিতেছেন যথাক্রমে এবিভিপির কুণাল চৌধরী এবং দীপিকা ঝা। তবে সহ সভাপতি পদে জয়ী হয়ে কংগ্রেসের মান রেখেছেন এনএসইউআইয়ের রাহুল ঝনসালা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পদ্ম বনাম হাতের মারকাটারি লড়াইয়ে কার্যত উড়ে গিয়েছে দুই বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং আইসা।

গণস্বাক্ষর অভিযানে কংগ্রেস

রাহুলের জেন জেড বার্তায় তোপ পদ্মের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ, নেপালে রাজনৈতিক পালাবদলের নেপথ্যে গুরুদায়িত্ব পালন করেছে জেন জেড। পড়শি মুলুকগুলির দেখাদেখি ভারতের জেন জেড প্রজন্ম দেশকে কোনও রাজনৈতিক ইতিহাসের সামনে এনে দাঁড় করাবে কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে নিরন্তর। এই পরিস্থিতিতে দেশে ভোট চুরি আটকানোর দায়িত্ব জেন জেডের কাঁধে তুলে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। আর তাতেই চটেছে বিজেপি।

বৃহস্পতিবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ভোট চোরদের রক্ষা করার অভিযোগ তুলেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেই প্রসঙ্গে তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'দেশের তরুণ, দেশের ছাত্রছাত্রী, দেশের জেন জেড সংবিধানকে বাঁচাবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে এবং ভোট চুরি আটকাবে। আমি তাদের সঙ্গে সবসময় রয়েছি। জয় হিন্দ।' কীভাবে কর্ণাটকের আলন্দ কেন্দ্রের ৬ হাজারেরও বেশি ভোট মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই তথ্য বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেছিলেন রাহুল। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে তার একটি ভিডিও ক্লিপিং পোস্ট করেন রায়বেরেলির সাংসদ। শুধু ভিডিও ক্লিপিং নয়, ভোট চুরির কৌশলও বাতলেছেন রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস নেতা লিখেছেন, 'ভোর চারটেয় উঠে ৩৬ সেকেন্ডে ২ জন ভোটারের নাম মুছে দিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়া- এভাবেই হয়েছে ভোট চুরি।' তাঁর কটাক্ষ, 'ভোটের চৌকিদার জেগে থাকলেন, চুরি দেখলেন, চোরকে রক্ষাও করলেন।'

বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এক্সে লেখেন, 'জেন জেড পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির বিরোধী। তারা কেন নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব এবং সোনিয়া গান্ধিকে পছন্দ করবেন? তারা তো দুর্নীতির বিরোধী। তাহলে তারা কেন আপনকে ছুড়ে ফেলে দেবে না?' রাহুলকে নিশানা করে দুবের সাফ কথা, 'জেন জেড চাইছে বাংলাদেশ যেন ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অপরদিকে নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্র করার চেষ্টা চলছে। তাহলে ওঁরা কেন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করার চেষ্টা করবেন না? দেশ ছাড়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করুন। ওঁরা আসছেন।'

এদিকে ভোট চুরির অভিযোগকে হাতিয়ার করে এবার দেশজুড়ে বড়সড়ো স্বাক্ষর অভিযানে নামতে চলেছে কংগ্রেস। এদিন এক ভিডিওবার্তায় দলের ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরা বলেন, 'আমি সবার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, আমাদের ভোট চুরির বিরুদ্ধে স্বাক্ষর অভিযানে যোগদান করুন। আপনাদের প্রত্যেকের আওয়াজ সংবিধান রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। প্রতিটা ভোট, প্রতিটা সই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, এই স্বাক্ষর অভিযানের মাধ্যমে জনগণকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের অংশ করে তোলা হবে এবং ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য চাপ বাড়ানো হবে।

জঙ্গি তোষণের অভিযোগ : কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জঙ্গি তোষণের পালটা অভিযোগ শানাল পদ্মশিবির। শুক্রবার বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য জেকেএলএফ নেতা ইয়াসিন মালিকের হলফনামার একটি প্রতিলিপি পোস্ট করেছেন। মালব্যের অভিযোগ, গতমাসের ২৫ তারিখ দিল্লি হাইকোর্টে ওই হলফনামায় বলা হয়েছে, ২০০৬ সালে ভারতের গোয়েন্দা কর্তাদের অনুরোধে ২৬/১১-র মাস্টারমাইন্ড লস্কর প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ইয়াসিন মালিক। অমিত মালব্যের অভিযোগ, ওই বৈঠকের পর ইয়াসিন মালিককে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং। তাঁর সাফ কথা, যদি ইয়াসিন মালিকের দাবি সত্য হয় তাহলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা ও খিড়কির দরজা দিয়ে কূটনীতি নিয়ে গভীর প্রশ্ন উঠছে।

পাক সৌজন্যে আপ্লুত পিত্রোদা

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেসকে ফের অস্বস্তিতে ফেললেন দলের বৈদেশিক শাখার প্রধান স্যাম পিত্রোদা। পাকিস্তানকে নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যে বিতর্ক ছড়িয়েছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্যাম বলেন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা নেপালের মানুষ এতটাই উদার ও বন্ধুবৎসল যে সেখানে গেলে 'বিদেশে আছেন' বলে তাঁর মনেই হয় না। তাঁর মনে হয়, যেন নিজের বাড়িতে আপনজনদের সঙ্গেই আছেন। স্যামের মতে, ভারতের উচিত পড়শি দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নত করা। তাঁর কথায়, 'ওরা সবাই ছোট, সবারই সাহায্যের প্রয়োজন, সবাই কঠিন সময় পার করছে। তাই ওদের সঙ্গে লড়াইয়ের কোনও মানে হয় না। অবশ্যই সন্ত্রাসবাদের সমস্যা আছে। কিন্তু দিনের শেষে সবাই একই গোত্র বা রক্তের সম্পর্কের অংশ।'

প্রবীণ কংগ্রেসির এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিজেপি তীব্র আক্রমণ করেছে শতাব্দী প্রাচীন দলের নেতৃত্বকে। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালার অভিযোগ, কংগ্রেসের পাকিস্তান প্রীতি সবার জানা। পিত্রোদার বক্তব্য প্রমাণ করে, 'পাকিস্তানের প্রতি কংগ্রেসের ভালোবাসা অফুরান'। তাঁর দাবি, কংগ্রেস সব সময় পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়, যা কেবল দেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে তা নয়, একইসঙ্গে মনোবলও নষ্ট করে সেনাবাহিনীর।

অস্কারের দৌড়ে 'হোমবাউন্ড'

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : অস্কারের দৌড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শামিল হল ভারত। ২০২৬-এর অস্কারের বাছাই পর্বের জন্য মনোনীত হয়েছে ঈশান খট্টর, বিশাল জেঠওয়া এবং জাহ্নবী কাপুর অভিনীত 'হোমবাউন্ড'। ছবির পরিচালক নীরজ ঘায়ওয়ান। ২০২৫-এর কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'আনসার্টেন রিগার্ড' বিভাগে মনোনীত হয়েছিল হোমবাউন্ড। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল ছবিটি। অস্কারের জন্য মনোনীত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত নীরজ ঘায়ওয়ান বলেন, 'হোমবাউন্ডকে অস্কারে ভারতের এন্ট্রি হিসেবে নির্বাচিত করায় আমি সম্মানিত বোধ করছি।' দুই বন্ধুর জীবনযুদ্ধের গল্প ছবিটি অস্কারের দৌড়ে শামিল হওয়ায় নীরজ ঘায়ওয়ানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পরিচালক করণ জহার।

১৬ ঘণ্টা ধ্বংসস্তূপে থাকার পর উদ্ধার

দেরাদুন, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাখে হরি মারে কে! উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার নন্দনগড়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর ১৬ ঘণ্টা ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকা অবস্থায় জীবিত উদ্ধার করা হল এক তরুণকে। এই প্রায় অলৌকিক ঘটনার পর সেখানে উদ্ধারকাজ আরও জোরকদমে শুরু চলছে।

বুধবার গভীর রাতে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের জেরে বিপর্যয় নেমে আসে নন্দনগড় এলাকায়। শুক্রবার সেখান থেকেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার করা হয় ওই তরুণকে। পুলিশ জানিয়েছে, কুনতাড়ি ও ধুরমা গ্রামে এখনও উদ্ধার তৎপরতা চলছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আইটিবিপি ও স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন দিন-রাত কাজ করছেন আটকে পড়া মানুষদের খুঁজে বের করতে।এদিকে দেরাদুন-মুসৌরি হাইওয়েতে ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর বিকল্প হিসাবে অস্থায়ী বেইলি ব্রিজ তৈরি করেছে রাজ্য পূর্ত দপ্তর। ছোট গাড়ি চলাচলের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও উদ্ধারকাজ নিয়ে খোঁজখবর নেন। তিনি জানান, অন্তত ২০০ জন এই

বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রায় ৩৫টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে, ২০ জন আহত এবং ১৪ জন এখনও নিখোঁজ। গুতিনি আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা দ্রুত মেরামতের কাজ চলছে এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব জেলায় সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় থাকবে। চারধাম যাত্রায় বেরোতে ইচ্ছুক ভক্তদের তিনি আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মেনে পরিকল্পনা করার আর্জি জানান।

ফের পিছোল খালিদের আবেদন

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ সহ কয়েকজনের জামিনের আবেদনের শুনানি আবার পিছিয়ে গেল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এই আবেদনগুলির শুনানি হবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর। বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি মনমোহনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা ওঠে। দিল্লি হাইকোর্ট উমর খালিদ, শরজিল ইসলাম, গুলশিমা ফাতিমা, মীরন হায়দর সহ নয়জনের জামিন খারিজ করেছিল।

NOTICE INVITING e-TENDER

Tender are invited vide (1) e-NIT No. 01/ APAS /2025-26, Memo No. 1771/G-II, Dated: 11/09/2025 (2) e-NIT No. 02/ APAS/2025-2026, Memo No. 1772/G-II, Dated: 11/09/2025, (3) e-NIT No. 03/APAS/2025-2026, Memo No. 1773/ G-II, Dated. 11/09/2025, (4) e-NIT No. 04/APAS/2025-2026, Memo No,1174/ G-II, Dated 11/09/2025, (5) e-NIT No. 05/APAS/2025-2026, Memo No. 1775/ G-II, (6) e-NIT No. 09/2025-2026, Memo No. 785/G-II, Dated.16/09/2025 of the undersigned, intending bidders may participate throhgh http://wbtenders.gov.in and/or may contact this office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Goalpokher-II Dev Block
Chakulia, Uttar Dinajpur

বালোচ আর্মির জঙ্গি তকমা আটকাল আমেরিকা

নিউ ইয়র্ক, ১৯ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তান ও চিনের সাধ ভেস্তে গেল। বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ), তার আত্মঘাতী শাখা সংগঠন মজিদ ব্রিগেড নিষিদ্ধ হল না। তাদের নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এনেছিল পাকিস্তান ও তার 'বন্ধু' দেশ চিন। তা ধোপে টিকল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন যৌথভাবে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আটকে দিল ইসলামাবাদ ও বেজিং সরকারের প্রস্তাব। আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন জানিয়েছে, আল কায়দা ও আইসিস (খোরসান) জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে বিএলএ ও মজিদ ব্রিগেডের যুক্ত থাকার কোনও পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।

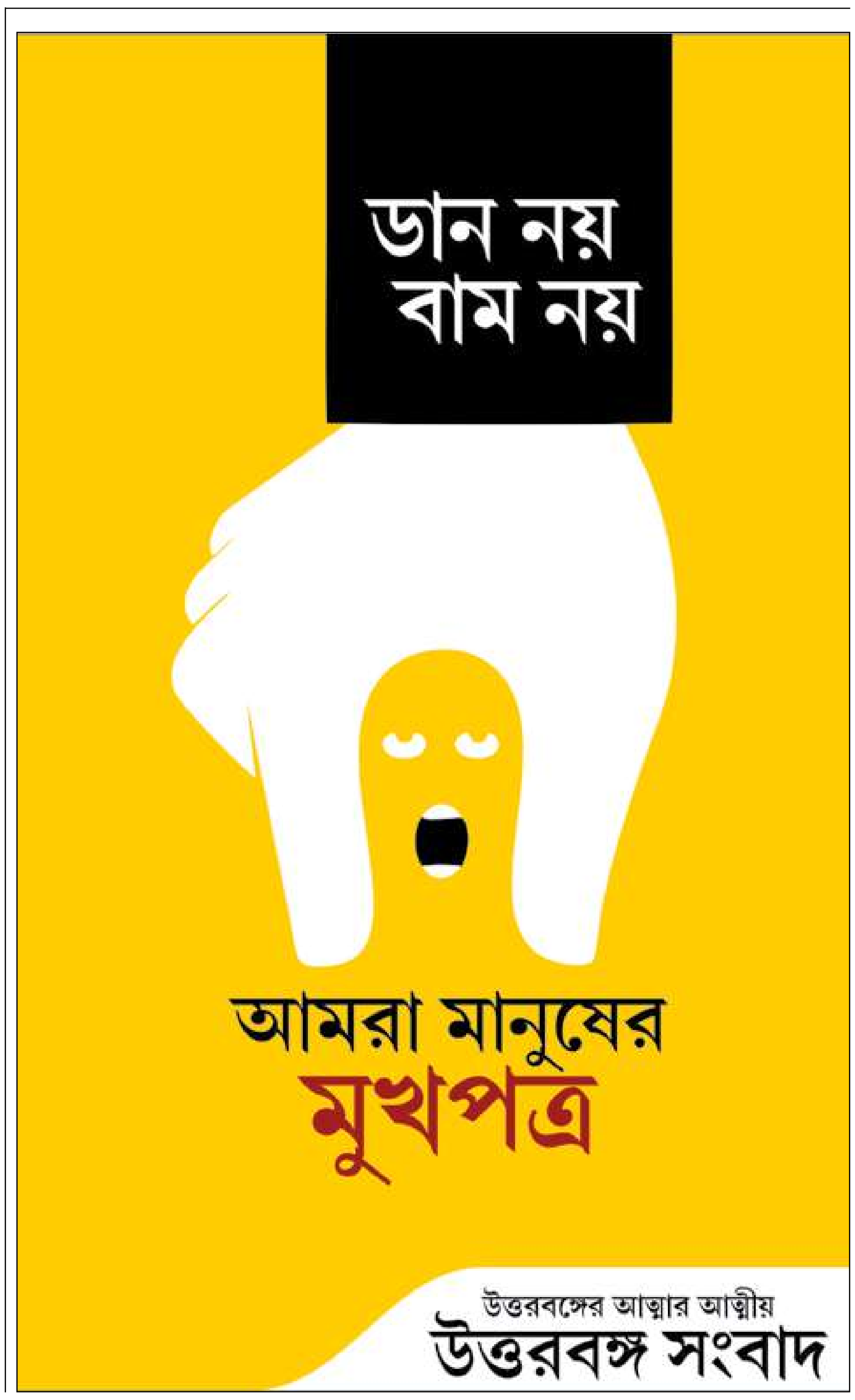

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা মইদুল ইসলাম - কে 27.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74A 52193 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারের জয় আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে, আমার মতো অনেকেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছেন এবং তাদের পরিবারকে সর্বোত্তম জীবন উপহার দিচ্ছেন। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপনীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফুচকার জন্য রাস্তায় ধর্না

ভদোদরা, ১৯ সেপ্টেম্বর : মিছিল, মিটিং বা বর্ষার জল জমার কারণে যানজট তো অনেক দেখেছেন। কিন্তু দু'টি ফুচকা কম পাওয়ার জেরে গোটা রাস্তায় জ্যাম! এমন অলৌকিক ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম দেখল গুজরাটের ভদোদরা। শুনেই হাসি পাচ্ছে তো? কিন্তু না হেসে উপায় নেই, কারণ এই অবিশ্বাস্য কারণেই শহরের সুরসাগর লেক এলাকায় বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছিল এক 'ফুচকা-প্রেমী' মহিলার হাতে!

ঘটনার সূত্রপাত খুব সামান্য— কুড়ি টাকার ফুচকা প্যাকেজ। সাধারণত ছ'টি ফুচকা পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মহিলা দাবি করছেন, বিক্রেতা তাঁকে নাকি দিয়েছেন মাত্র চারটি! ব্যস, আর যায় কোথায়! প্রিয় ফুচকা নিয়ে এমন 'প্রতারণা' সহ্য করার পাত্রী ছিলেন না ওই মহিলা। সাথে সাথেই তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন— ঠিক মাঝখানে!

আবেগে টইটম্বুর হয়ে মহিলা

তুলকালাম ভদোদরায়

সেখানেই ধরনা শুরু করলেন। দাবি একটাই, 'আমার আর দু'টো ফুচকা চাই! না পেলে রাস্তা থেকে উঠছি না!' মোটরগাড়িগুলো তাঁকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, আর চারপাশে ভিড় জমিয়েছে উৎসুক জনতা। সবাই যে যার মোবাইলে এই অভূতপূর্ব 'ফুচকা-যুদ্ধ' ক্যামেরাবন্দী করতে ব্যস্ত। এ যেন সত্যিকারের 'আন্দোলন'-এর মঞ্চ!

অবশেষে পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ এল। কিন্তু তাতেও নাটক থামেনি। পুলিশকে দেখেই মহিলা হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর একটাই আর্জি, ওরা যেন ফুচকাওলাকে বলে বাকি দুটি ফুচকা দেওয়া নিশ্চিত করে! গুজরাট পুলিশেরও এমন অদ্ভুত পরিস্থিতি সামলানোর অভিজ্ঞতা এর আগে হয়নি।

দেবী চৌধুরানির বিগ্রহে পূর্ণাঙ্গ রূপ

৬ বছর পর বাঘেরা ফিরল মন্দিরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রায় ৬ বছর পর পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল শিকারপুরের দেবী চৌধুরানির মন্দির। প্রবেশদ্বারে থাকা ৬টি পাথরের ব্যাঘ্রমূর্তি শুক্রবার জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের হেপাজত থেকে মন্দির কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হল। শনিবার মন্দিরে সন্ন্যাসী ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেবী চৌধুরানির পুজো করা হবে। তারপর বাঘের মূর্তিগুলিকে প্রবেশদ্বারের পাশে সিঁড়িতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

২০১৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মন্দির ও বাকি সব বিগ্রহ ভস্মীভূত হলেও পাথরের বাঘগুলি কোনওমতে রক্ষা পায়। এরপর থেকে এতদিন মূর্তিগুলো জেলা শাসকের হেপাজতে জেলা ট্রেজারিতে সুরক্ষিত ছিল। এদিন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের নেতৃত্বে মন্দির কমিটির কর্তারা, শিকারপুর চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার সুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে মূর্তিগুলি মন্দিরে নিয়ে যান।

সরকারি উদ্যোগে মন্দির সংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে শিল্পী বিশ্বজিৎ ঘোষ বিগ্রহগুলির নবনির্মাণ শুরু করেন। মন্দির পুনর্নির্মাণ হলেও ক্ষতিগ্রস্ত বাঘের মূর্তিগুলি নিয়ে রয়ে গিয়েছিল দোলাচল। তবে স্থানীয় মানুষের আবেগ ও ধর্মাচরণের মধ্যে বাঘগুলির জন্য আবেগ ছিল। কবে মূর্তিগুলি যথাস্থানে ফিরিয়ে আনা হবে, বিতর্ক ছিলই। শনিবার মন্দিরে পুজোর পর বাঘগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে বলে মন্দির কমিটির সম্পাদক গোপাল রায় জানিয়েছেন।

এদিকে শিল্পী বিশ্বজিতের দাবি, 'ঠিকাদার দিয়ে মূর্তিগুলি এইভাবে পুনঃস্থাপন করা যায় না। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি অবিচার করা হবে।' যদিও রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সদস্য ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ জানান, এই অঞ্চল একসময় তা বংশপরম্পরায় এলাকার মানুষ দেখে আসছেন। তাই বাঘের ৬টি বিগ্রহ ফিরে আসায় শনিবারের পুজো উৎসবের চেহারা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।'

বিধায়ক খগেশ্বর জানান, '২০২২ সালে মন্দির ও বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তারপর

বিধায়ক, মন্দির কমিটি ও বাগান কর্তৃপক্ষের হাতে বাঘের বিগ্রহ।

ভুটান রাজা ও ইংরেজদের অধীনে ছিল। এই অঞ্চলে বাঘের উপদ্রবও ছিল। তাছাড়া তিব্বত ও ভুটান সংলগ্ন হওয়ায় বাঘপুজোর রীতি স্থানীয় মানুষের মধ্যে আছে। তবে কে, কবে বাঘের এই ৬টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তা নির্ধারণ করা কঠিন। তাই পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যত্ন নেওয়া উচিত।'

শিকারপুর চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার সুব্রত বলেন, 'বাঘের বিগ্রহ ফিরে আসায় মন্দির পরিপূর্ণ রূপ ফিরে পেল। মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পেরে আমরা খুশি। কয়েকশো বছরের প্রাচীন এই মন্দিরে যে বাঘের বিগ্রহ ছিল গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে ১ কোটি টাকা খরচ করে মন্দিরের সীমানা প্রাচীর তৈরি, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছবি খোদাই করার কাজ, দুটি গেট নির্মাণ করে সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। শনিবার মন্দিরে পুজো হবে। বাঘগুলি দর্শনার্থীদের দেখার জন্য রাখা হবে। পুজোর পর সময় করে ৬টি বাঘের বিগ্রহকে মন্দিরের প্রবেশদ্বারে প্রতিষ্ঠা করা হবে।'

জেলা শাসক শামা পারভিন জানান, মন্দির কমিটির অনুরোধে তাদের ৬টি বাঘ যে অবস্থায় জমা নেওয়া হয়েছিল সেই অবস্থাতেই এদিন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মালে শ্রম কমিশনারের কার্যালয়ের বাইরে শ্রমিকদের বিক্ষোভ।

বোনাস বিতর্কে

প্রথম পাতার পর

শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে যাচ্ছেন। এই চিঠি দিয়েই বাগান ছেড়ে ম্যানেজার ও সহকারী ম্যানেজাররা চলে গিয়েছেন।

ফাগু চা বাগানে বোনাস নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই সমস্যা চলছিল। সেখানকার মালিকপক্ষ রুগ্নতার কারণ দেখিয়ে ২০ শতাংশ হারের বোনাস দিতে অপারগ এমন কথা জানিয়ে ছাড় চায়। শ্রম দপ্তরের কাছে চিঠিও দিয়েছিল। যদিও শ্রমিকদের দাবি ছিল, ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে। কিস্তিতে বোনাস মেটানোর প্রস্তাবও পরিচালকরা দিয়েছিলেন। বোনাসকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার সেখানে তুমুল শ্রমিক অসন্তোষ তৈরি হয়। শুক্রবার গরুবাথান বিডিও অফিসে বোনাস ইস্যুতে একটি বৈঠক হলেও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি। রাতে সেখানে কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

রাজ্য সরকার বাগান মালিকদের বৈঠকে ডেকে ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার অ্যাডভাইজারি দেওয়া এবং পরবর্তীতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়িতে এসে 'চা বোনাস নিয়ে কেউ যেন খেলার চেষ্টা না করেন' বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেও একাধিক বাগান কর্তৃপক্ষ বোনাসে ছাড়ের আবেদন জানিয়েছে। তবে, এবার সেই অ্যাডভাইজারিকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তোতাপাড়া চা বাগানের মালিকপক্ষ। তবে, হাইকোর্ট এখনও শুনানির জন্য মামলাটি গ্রহণ করেনি।

শুক্রবার ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে মালবাজারে সহকারী শ্রম কমিশনারের কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান মালবাজার ও নাগরাকাটার সাতটি চা বাগানের শ্রমিকদের একাংশ। প্রগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (পিটিডব্লিউইউ)-এর ব্যানারে প্রতিবাদ দেখান তাঁরা। এদিকে, নাগরাকাটার নয়া সাইলি ও মালবাজারের সাইলি চা বাগান কর্তৃপক্ষ পুজোর আগে ১৫ শতাংশ ও বড়দিনের আগে ৫ শতাংশ বোনাস দেবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

ধরণীপুর, ক্যারন, বাগ্রাকোট, কিলকোট, নাগেশ্বরী, কুমলাই ও মানাবাড়ি চা বাগানের হাজারখানেক শ্রমিক এদিন মিছিল করে মালবাজারের সহকারী শ্রম কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। শহরের থানা মোড়, ঘড়ি মোড় হয়ে ওই মিছিল পৌঁছানোর পর সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চলে। বোনাস ছাড়াও বেশ কিছু বাগানে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া নিয়ে গড়িমসির অভিযোগও উঠে আসে। কিলকোট চা বাগানের শ্রমিক লক্ষ্মী ওরাওঁ বলেন, 'সারাবছর এই ক'টা টাকার জন্যেই সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।' ধরণীপুর চা বাগানের শ্রমিক সবিতা বারলা-র কথায়, 'সন্তানদের নিয়ে পুরোনো জামাকাপড়ে পুজো পার করব, তাও সই। ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি থেকে সরে আসার কোনও প্রশ্ন নেই।'

সহকারী শ্রম কমিশনারের কাছে আগামী দু'দিনের মধ্যে বাগানগুলি যাতে শ্রমিকদের বোনাস মেটায় সেব্যাপারে পদক্ষেপের দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা। না হলে আগামী সপ্তাহে শিলিগুড়ির দাগাপুরের শ্রমিক ভবন অভিযান হবে।

চা মহল সূত্রের খবর, জলপাইগুড়ি জেলার ৬৫টি বাগান ইতিমধ্যেই বোনাস দিয়ে দিয়েছে। সোনালি, রায়পুর ও চামুর্চির মতো বন্ধ বাগানগুলি ছাড়া বোনাস বাকি রয়েছে আর ৩১টি বাগানে। শনিবার অবশ্য কিছু বাগানে বোনাস হবে। চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, 'বোনাস নিয়ে শাসক কিংবা বিরোধীদের কেউ রাজনীতি না করে। শ্রমিকদের প্রাপ্য বোনাস দ্রুত মেটাতেই হবে।' ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সাংসদ মনোজ টিগ্গা এদিন ফের বলেছেন, 'দিনের পর দিন শ্রমিকদের সঙ্গে যেভাবে বঞ্চনা করা হচ্ছে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। আমরা শনিবার পর্যন্ত দেখে নিতে চাই।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবিন রাই বলেন, 'যারা এখনও বোনাস দেয়নি তারা যাতে ২০ শতাংশ হারের বোনাস দেয় সেব্যাপারে মুখ্যসচিবের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি দেওয়ার পর এদিন আলিপুরদুয়াদের ডিএলসি-র সঙ্গে দেখা করেছি।'

প্রোজেক্ট বাগানে বোনাস

নাগরাকাটা, ১৯ সেপ্টেম্বর : বোনাস ফয়সালা হয়ে গেল চা বণিকসভা আইটিপিএ'র আওতাধীন উত্তরবঙ্গের তিন জেলার প্রোজেক্ট চা বাগানগুলির। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে শ্রমিক-মালিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বোনাসের হার চূড়ান্ত হয়। প্রোজেক্ট বাগানগুলিতে গত বছরের হারেই বোনাস দেওয়া হবে। ৫০ একর আয়তনের কম বাগানগুলির জন্য (গ্রুপ এ) ১২.৭৫ শতাংশ ও তার চেয়ে বেশি আয়তনের (গ্রুপ বি) বাগানে ১৩.৭৫ শতাংশ হারে বোনাস হবে।

সবমিলিয়ে ১২২টি চা বাগানের প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক এই বোনাস চুক্তির আওতায় আসবেন। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস দিয়ে দেওয়া হবে বলে এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আইটিপিএ-র স্মল অ্যান্ড নিউ গার্ডেন ফোরামের আহ্বায়ক জয়ন্ত বণিক বলেন, 'এবারের পরিস্থিতি গতবারের থেকেও খারাপ। তবুও শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে বোনাসে কোনও কাটছাঁট করা হয়নি।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, বোনাসের হার অপরিবর্তিত থাকলেও শ্রমিকরা গতবারের থেকে হাতে বেশি টাকা পাবেন। এর কারণ এবারের বোনাস গণনা হবে তাঁদের দৈনিক মজুরি ২১২ টাকার ওপর ভিত্তি করে সারা বছরের মোট আয়ের ওপর।

চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন-এর সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, ছোট ও নতুন বাগানগুলির কাঁচা পাতা উৎপাদকরা দু'বছর খরা ও রোগপোকার হামলার শিকার। পাশাপাশি টি বোর্ডের অদূরদর্শী মনোভাবও রয়েছে। সমস্ত দিক বিবেচনা করেই এই বোনাস চুক্তি।

দুই নদীর গ্রাস

প্রথম পাতার পর

যার জেরে জলের নীচে চলে গিয়েছে প্রায় ৩০০ বিঘা জমি। সেখানে লাগানো ছিল ধান, ভুট্টা সহ নানা ফসল। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, জল কমলে ভাঙন চরম আকার নেবে। শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্যাণী তরফদার দেবনাথ, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য শিউলি কীর্তনিয়া সহ প্রশাসনের কর্তারা।

ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু জানিয়েছেন, 'প্রশাসনের তরফে এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সেচ দপ্তরকে জানিয়েছি। সেচ দপ্তরের থেকে ওই এলাকায় কাজ করা হবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ম্যাগনোলিয়া মৌমাছির চেয়েও পুরোনো!

ম্যাগনোলিয়া ফুল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো ফুলগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় সাড়ে ৯ কোটি বছর আগে যখন এই ফুলটি জন্ম নেয়, তখন মৌমাছি বলে কোনও পতঙ্গের জন্মই হয়নি! তখন ম্যাগনোলিয়া ফুলের পরাগায়ন হত এক ধরনের পোকার মাধ্যমে। তাই এই ফুলের পাপড়িগুলো খুব পুরু ও শক্ত। আজকের দিনেও এই ফুলের পরাগায়ন মৌমাছির পরিবর্তে পতঙ্গের দ্বারা হয়। এই ফুলটি বিবর্তনের এক জীবন্ত ইতিহাস।

সর্বভুক মঙ্গেতৌ

পৃথিবীতে কত অদ্ভুত মানুষই না আছে! এমনই একজন ছিলেন ফ্রান্সের মিশেল লোটিটো, যিনি পরিচিত ছিলেন 'মিঃ মঙ্গেতৌ' বা 'মিঃ ইট-অল' নামে। তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতার কারণ ছিল এক ধরনের শারীরিক সমস্যা, যার ফলে তাঁর পাকস্থলী ও অন্ত্রের আস্তরণ স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি পুরু ছিল। এর ফলে তিনি এমন জিনিসও হজম করতে পারতেন যা সাধারণ মানুষের জন্য মারাত্মক হতে পারে। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময়েই ধাতু, কাচ, রাবার এবং এমনকি সাইকেলের মতো জিনিসও খেয়ে ফেলতেন!

অসুখী ছুটি

চিনের একটি কোম্পানি সম্প্রতি তাদের কর্মীদের জন্য একটি অদ্ভুত ছুটি চালু করেছে, যার নাম 'অসুখী ছুটি'। পান দং লাই নামের একটি রিটেল চেন তাদের কর্মীদের বছরে দশদিনের ছুটি দেয়, যদি তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা খুশি নন। কোম্পানির মালিকের কথায়, 'সবারই জীবনে খারাপ সময় আসে। তাই যদি তুমি খুশি না হও, তাহলে কাজে আসার দরকার নেই।' ম্যানেজাররা এই ধরনের ছুটি বাতিল করতে পারবেন না। চিনের '৯৯৬' (সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা, সপ্তাহে ৬ দিন কাজ) কাজের সংস্কৃতির বিপরীতে এটি একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ।

জমি যার, অধিকার সবার

আপনি কি জানেন যে অনেক দেশে চাইলেই আপনি অন্যের ব্যক্তিগত জমিতে হেঁটে যেতে পারেন? ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ২০০০ সাল থেকে 'রাইট টু রোম' নামে একটি আইন চালু হয়েছে, যা পাহাড়, বন ও জলাভূমিতে হাঁটার জন্য সাধারণ মানুষকে অধিকার দিয়েছে। তবে স্কটল্যান্ডে এই নিয়ম আরও উদার। ২০০৩ সালের একটি আইনের মাধ্যমে সেখানে অধিকাংশ ব্যক্তিগত জমি এবং জলাশয়ে অবাধে হাঁটা, সাইকেল চালানো এবং এমনকি ক্যাম্প করারও অনুমতি আছে। এটি নাগরিকদের প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার একটি বড় সুযোগ করে দিয়েছে।

দুই দলের স্বীকৃতি বাতিল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের দুটি রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি বাতিল করে দিল নির্বাচন কমিশন। একটি হল গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা জিএনএলএফ। অপরটি কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি (কেপিপি)। টানা ছ'বছর কোনও নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় এই স্বীকৃতি বাতিলের সিদ্ধান্ত বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। তবে এই রাজনৈতিক দলগুলি স্বীকৃতি ফেরতের দাবি জানিয়ে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের আবেদন করার সুযোগ পাবে।

কেপিপির সভাপতি অধীর রায় অবশ্য বলছেন, 'এর আগে আমাদের শোকজ করা হয়েছিল। আমরা তার জবাব দিয়েছি। দলের স্বীকৃতি বাতিলের বিষয়টি জানা নেই।' অতুল রায় পরবর্তী সময়ে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টিতে ফাটল ধরে। কেপিপি এখন একাধিক শিবিরে বিভক্ত। এই রাজনৈতিক দলও দীর্ঘদিন কোনও নির্বাচনে এককভাবে লড়াই করেনি। দলের সভাপতির বক্তব্য, 'আমি ২০২৩ সাল থেকে দলের দায়িত্ব পেয়েছি। সেই সময় থেকে বিভিন্ন নির্বাচনে লড়ার চেষ্টা করছি। তার আগে কী হয়েছে বলতে পারব না। তবে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে স্বীকৃতি বহাল রাখার জন্য আবেদন করব। আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।'

আর একদা পাহাড়ের রাজনীতিতে শেষকথা ছিল গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা জিএনএলএফ। দলের প্রতিষ্ঠাতা সুবাস ঘিসিংয়ের অনুমতি ছাড়া নাকি গাছের পাতাও নড়ত না। প্রয়াত ঘিসিংয়ের সেই পার্টির স্বীকৃতিই বাতিল হয়ে গেল। জিএনএলএফের মহাসচিব, দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা অবশ্য বলেছেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে সিদ্ধান্ত বদল করে স্বীকৃত দলের মর্যাদা ফেরতের দাবি জানাব।'

১১ অগাস্ট ভারতের নির্বাচন কমিশন এরাজ্যের ১২টি রাজনৈতিক দলকে শোকজ করে। সেখানে বলা হয়েছিল, নির্বাচন কমিশনের কাছে স্বীকৃত বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ২০১৯ সাল থেকে কোনও নির্বাচনে লড়াই করেনি। এই রাজনৈতিক দলগুলির বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব সহ অন্যান্য তথ্যও কমিশনের কাছে জমা পড়ছে না। সেই রাজনৈতিক দলগুলিকে শোকজ করে এক মাসের মধ্যে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছিল। সেই সময়সীমা পেরোতেই পশ্চিমবঙ্গের ১২টি রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি খারিজ করে দেওয়া হল।

নিয়োগের দাবি

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি-এসটি-ওবিসি সেলের তরফ থেকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল প্রবীর দেবের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

সেখানে করোনাকালে কর্মরত কর্মীদের ফের নিয়োগের দাবি জানান তাঁরা।

তবু মনে রেখো...

প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের ছবিতে পুষ্পপ্রদান এএএসইউয়ের। শুক্রবার গুয়াহাটিতে।

কাড়ল প্রাণ

প্রথম পাতার পর

উত্তর-পূর্বের গায়কদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে তুলে ধরব। সবাই আসুন, আমাদের সমর্থন করুন। চিয়ার্স!' কে জানত, সেই পোস্টের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিরতরে জুবিনের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। উৎসব আয়োজক কমিটির তরফে শুক্রবার জানানো হয়, স্কুবা ডাইভিং চলাকালীন তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সিপিআর দেওয়া হয় এবং দ্রুত সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসা চলাকালীন অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে ৩৮ হাজার গানের রেকর্ডের স্রষ্টার সুর হারিয়ে যায় চিরদিনের মতো। প্রয়াত শিল্পীর মননে ছিল প্রতিবাদও। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে যিনি ছিলেন আপসহীন। যাঁর বক্তব্য ছিল, 'মরে যাব, কিন্তু কোনওদিন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করতে দেব না।' এই প্রতিবাদী চেতনা কিন্তু জুবিনের গ্রহণযোগ্যতাকে ম্লান করে দিতে পারেনি। যে কারণে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের কট্টর সমর্থক অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর শোকবার্তায় আক্ষেপ করেছেন, 'অসম তাঁর অন্যতম প্রিয় সন্তানকে হারাল। জুবিন এই রাজ্যের কতখানি ছিল, তা বোঝানোর মতো ভাষা আমার নেই। বড় তাড়াতাড়ি চলে গেল। এটা তো যাওয়ার বয়স নয়।'

জুবিনের জন্ম ১৯৭২-এর ১৮ নভেম্বর মেঘালয়ের তুরায়। তাঁর নাম জুবিন বড়ঠাকুর, গর্গ তাঁর গোত্র। মা ইলি বড়ঠাকুরের কাছে তাঁর গানে হাতেখড়ি। গানের টানে কলেজের পড়া ছাড়েন জুবিন। ১৯৯২ সালে যুব উৎসবে একক গান করে স্বর্ণপদক প্রাপ্তি তাঁর জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। সে বছরই প্রথম অ্যালবাম 'অনামিকা' তাঁকে উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিচিত করে। ১৯৯৫ সাল থেকে হিন্দি গান গাওয়া শুরু। ২০০৬ সালের 'গ্যাংস্টার' ছবির 'ইয়া আলি মদত আলি' তাঁকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যায়। এই গানের জন্য জেতেন ইন্ডিয়ান গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড এবং জিআইএফএ সেরা গায়কের পুরস্কার। ২০০৭-এ স্টারডাস্ট তাঁকে নিউ মিউজিক্যাল সেনসেশন শিরোপা দেয়। 'ইকোজ অফ সাইলেন্স' ছবিতে গানের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কার পান। এছাড়াও প্রজ্ঞা ও বিএফজে পুরস্কার পেয়েছেন। বেশ কিছু ছবিও প্রযোজনা করেছিলেন। ফ্যাশন ডিজাইনার গরিমা শইকিয়াকে বিয়ে করেছিলেন ২০০২-এ। ভূপেন হাজারিকার পর তিনিই অসমের সংস্কৃতির প্রতিনিধি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকবার্তায় অসমিয়া ভাষায় লিখেছেন, 'তিনি গানকে যেভাবে উপস্থাপন করতেন, তা সব ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছেছিল।' জুবিনকে 'প্রিয় ভাই' সম্বোধন করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'সুরে থেকো। তোমার গান অমর হয়ে থাকবে।' লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির কথায়, 'জুবিন গর্গের মৃত্যু ভয়ংকর একটা ট্র্যাজেডি। তাঁর কণ্ঠস্বর একটা প্রজন্মের সংজ্ঞা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মতো প্রতিভা আর পাওয়া যাবে না।'

সংগীতশিল্পী শানের কথায়, 'জুবিন সত্যিই রাজা ছিল। নিজের নিয়মে বেঁচেছে, সেই নিয়মেই চলে গেল...।' বাংলার আরেক শিল্পী জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ও আমার কাছে শুধু গায়ক নয়, একটা আবেগ।'

বড় প্রিয়

প্রথম পাতার পর

জুবিন গর্গের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। দুজনের সেতুটা গড়ে দিয়েছিলেন অসমের বিখ্যাত সুরকার মানস রবিন। তখনও জুবিনদা দেশের সুরের জগতে জুবিন গর্গ হয়ে ওঠেননি। তেজপুরের একটি অনুষ্ঠানে জুবিন ছিলেন শুধু অতিথি শিল্পী। কিন্তু আমি সাউন্ডে বসব শুনে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। কিন্তু মানসের নির্দেশে মুখের ওপর না করতে পারেননি। অনুষ্ঠান শেষে হাত বাড়িয়ে বললেন বন্ধু হবে? না করতে পারিনি। এরপর দুই দশক ধরে দীর্ঘপথ হেঁটেছি আমরা। উত্তরবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ভারত তো বটেই, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে শো থাকলেই আমার তলব পড়ত। একবার মুম্বইতে একটি অনুষ্ঠানের জন্য ফোন করলেন। প্রচণ্ড জ্বর থাকায় না করেছিলাম। বলে বসলেন, তাহলে কনসার্ট বাতিল করে দেব। জ্বর নিয়েই চলে গেলাম। ওঁর গানে জ্বরও সেরে গিয়েছিল। তার কয়েক বছর আগে এমনই এক অনুষ্ঠানের জন্য জোর করে গুয়াহাটি থেকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিলেন। ওটাই ছিল আমার জীবনে প্রথম বিমানে চড়া। 'ইয়া আলি', 'বোঝে না বোঝে না' দিয়েই দেশ চিনেছে জুবিনদাকে। কিন্তু প্রথম প্লে ব্যাক কিন্তু 'জানে কিয়া রামা রে'। আজ অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। 'ইয়া আলি' গানটির ফাইনাল টেক দেওয়ার আগে আমায় ফোন করে পুরো গান শোনান। জানতে চাইলেন ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা? এমন নানান ছেলেমানুষি ছিল তাঁর মধ্যে। ছেলেমানুষগুলির মধ্যে ছিল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের থেকেই বেশ কিছু সিদ্ধান্তের আগে একবার ফোন করে নিতেন। জুবিনদা শুধু সুগায়ক ছিলেন না, ভালো মনের মানুষ ছিলেন। কোনও শিল্পীকে ছোট না করে বলতে পারি, জুবিনদার মতো এত ভালো মনের মানুষ আমি পাইনি। নাহলে শিলিগুড়ির এক ছেলেকে এভাবে কাছে টেনে নিতে পারে না। আমাদের সূর্যনগরের বাড়িতে একাধিকবার এসেছেন। জুবলি, শতাব্দীদের সঙ্গে মেঝেতে বসে দুপুরের খাবার খেয়েছেন। প্রথমবারের পর যতবার বাড়িতে এসেছেন, শর্ত দিয়েছেন মায়ের হাতের ছোট মাছের চচ্চড়ি খাবেন। সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভালে যাওয়ার আগেও ফোন করে বলেছিলেন, সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে বাড়ি আসবেন। জুবিনদা আর আসবেন না, কিন্তু দুই দশকের স্মৃতি ঘিরে থাকবে আমাকে।

(লেখক-সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

'স্বাদে-গন্ধে' ভেদ নেই পদ্ম-ঘাসফুলে

প্রথম পাতার পর

অথচ রেস্তোরাঁর কর্মীদের তিনি নাকি মাস গেলে ১৫ লক্ষ টাকা মাইনে দেন। ভাবটা এমন, রাজনীতি করতে এসে এত খেসারত দেওয়া যায় নাকি! রাজনীতি করতে এসে তাঁর রোজগার কম হচ্ছে বলে কয়েক মাস আগে আক্ষেপ করেছিলেন। এখন হিমাচলপ্রদেশে বন্যাদুর্গতদের দুর্দশা ছাপিয়ে তাঁর কষ্টটাই বড় হয়ে উঠল। কথায় আছে না- লজ্জা, ঘেন্না, ভয়- তিন থাকতে নয়। কথাটা রাজনীতিতে খুব খাটে।

শিলিগুড়িতে বিজেপির জেলা দপ্তরে ধুন্ধুমার ঘটে গেল দিনকয়েক আগে। দলের জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের সঙ্গে ঝগড়ায় এমন হল যে, সহ সভাপতি দেবযানী সেনগুপ্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অপমানে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বলেও খবর প্রকাশিত হয়েছে। কী আশ্চর্য! দলের অন্যতম জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্ট অবলীলায় বলে দিলেন 'এরকম ঘটনা ঘটে থাকে।' যেমন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কিছুকে ছোট ঘটনা বলে উড়িয়ে দেন।

লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের নিরিখে শিলিগুড়ি মহকুমায় পদ্মফুলের একচ্ছত্র প্রভাব। তিনটি বিধানসভা আসনের তিনটিই বিজেপির। এলাকার সাংসদও সেই দলের। অথচ গোষ্ঠীকোন্দলে শিলিগুড়ির বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলে কোনও ফারাক নেই। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির অদূরে বিধাননগরের একদল নেতা-কর্মী জেলা দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বিক্ষুব্ধরা একটি হোটেলে আলাদা বৈঠক করে বিধানসভাভিত্তিক পৃথক কমিটি করে ফেলবেন ঠিক করেছেন।

এ যেন দলের সাংগঠনিক কাঠামোকেই চ্যালেঞ্জ। এতটা সাহস তৃণমূলে কিন্তু কারও নেই। কোচবিহারে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা লগ্নের সেনাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় আজকাল দলের জেলা কমিটির সভা বা কর্মসূচি এড়িয়ে চলেন। তাই বলে সমান্তরাল সংগঠন বা কমিটি গড়ার দুঃসাহস তাঁদের নেই। দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের বিড়ম্বনা বেড়েছে তাঁর সুপারিশমতো জেলা কমিটির প্যানেলে রাজ্য নেতৃত্ব সায় না দেওয়ায়।

জেলা কমিটি ঘোষণার জন্য সাংবাদিক বৈঠক ডেকে শেষপর্যন্ত তাঁকেই সাময়িক 'আত্মগোপন' করতে হয়েছিল। তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ঘনিষ্ঠ। কিন্তু জেলায় যতই প্রতাপ থাক, রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো ঘাড়ে মাথা না আছে সুভাষের, না আছে বিপ্লবের। শুধু গোষ্ঠীকোন্দল নয়, কুকথা আর আলটপকা মন্তব্যতেও তৃণমূলের সঙ্গে জোর টক্কর এখন বিজেপির। অটলবিহারী বাজপেয়ী একসময় গর্ব করে নিজের দলকে বলতেন, 'পার্টি উইথ ডিফারেন্স।' সেই 'ডিফারেন্স'টা এখন ঘেঁটে ঘ হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ সিপিএমে দাপুটে যুব নেতা ছিলেন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি শুধু বিধায়ক নন, বিধানসভায় পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতকের দায়িত্বও পেয়েছেন। কিন্তু তিনি যে স্বস্তিতে নেই, তার প্রমাণ সম্প্রতি তাঁর ফেসবুক পোস্ট।

যেখানে আক্ষেপ করেছেন, লড়াইটা তাঁর 'একক'। দলের মধ্যে এই নিঃসঙ্গতার কারণ যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তা বুঝতে রাজনীতিতে পণ্ডিত হওয়ার দরকার হয় না। ভাগ্যিস, মালদার বাইরে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীকে বড় একটা কেউ চেনেন না। নাহলে অনুব্রত মণ্ডল বা উদয়ন গুহদের মতো তিনি কুকথার 'সেলেব্রিটি' হয়ে যেতেন। কখনও তিনি বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢেলে দেবেন হুংকার দিচ্ছেন। কখনও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই 'মানুষখেকো' বলে গাল পাড়ছেন।

তৃণমূলের এই হুমকি মাস্টারদের 'অনুপ্রেরণা'র সংক্রমণে 'এক সে বড়কর এক' আগুন ঝরাচ্ছেন বিজেপির নেতারা। এব্যাপারে একসময় কুখ্যাতি ছিল দিলীপ ঘোষের। তৃণমূল থেকে হুমকির পারদর্শিতা নিয়ে বিজেপিতে গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। অধ্যাপকের ভদ্র আলখাল্লাটা ছুড়ে ফেলে সুকান্ত মজুমদার এখন আস্ফালনের 'সুপারহিট হিরো'। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটে জিতে রাজ্যের মসনদে বসেই নাকি তিনি তৃণমূলের 'বেয়াদব' নেতা-কর্মীদের 'প্যাকেট করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে' দেবেন।

প্যাকেট করে ফ্রিজে! ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। ছত্রে ছত্রে হিংসার আগমনী। 'পার্টি উইথ ডিফারেন্স'কে কোনও বিষয়েই আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। তৃণমূলের উদয়ন গুহর হাঁটু ভেঙে দেওয়া, ভোটে জিততে গুন্ডামি করার সুরে মিলে যায় সুকান্তর 'প্যাকেট করে' দেওয়ার আস্ফালন। দুজনের কেউই কিন্তু এলিতেলি নেতা নন। একজন রাজ্যের, অন্যজন কেন্দ্রের মন্ত্রী। তাঁদের কাছ থেকে দুই দলের কর্মী-সমর্থকরা তো হুমকি সংস্কৃতিই শিখছেন। গোষ্ঠীকোন্দলে তৃণমূলের দেখানো পথে বিজেপির যেন গুরুমারা বিদ্যা শেখা হয়ে গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় ঠাকুরনগরের মতুয়াগড় সেই বিদ্যায় এত চৌখস হয়ে উঠেছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও তাঁর ভাই সুব্রতর কাজিয়ায় ঘরের অনেক 'গোপন' কথা বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। পাঠক, একবার ভেবে দেখুন তো, নবীন প্রজন্মের কেউ যদি দেশের সেবা করার মহান ব্রত নিয়ে রাজনীতিতে নিজেকে জড়াতে চান, তাহলে তাঁর সামনে আদর্শ কে বা কারা? কাকে বা কাদের দেখে রাজনীতিতে আসবে পরবর্তী প্রজন্ম? কুকথা, আস্ফালন আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যেখানে রাজনীতির সমার্থক হয়ে ওঠে, সেখানে এসব প্রশ্ন অর্থহীন বোধ হয়। মতাদর্শগত দেউলিয়াপনার এই অকূলপাথার তাই দেশসেবার বদলে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার আখড়া হয়ে উঠেছে।

অ্যাপে নজর

প্রথম পাতার পর

(জলপাইগুড়ি রেঞ্জ) সন্তোষ নিম্বলকর। নেপালের ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে এখানকার পুলিশ যে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে তা তাঁদের কথাতেই স্পষ্ট।

নেপালে সরকারিভাবে বেশ কিছু জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা হতেই যুবসমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার ফলে দেশের সরকারই পড়ে যায়। সূত্রের খবর, সেই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি ও বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর বেশ কিছু অ্যাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। সেগুলি তুলনামূলক কম জনপ্রিয় হওয়ায় নজরদারিও কম ছিল। সেধরনের কোনও আঁচ যাতে এখানে না পড়ে সেজন্য সাধারণ সোশ্যাল মিডিয়াগুলির পাশাপাশি 'ডিসকর্ড'-এর মতো তুলনায় কম প্রচলিত গ্রুপ চ্যাট অ্যাপগুলিতেও পুলিশ নজর রাখছে। প্রতিটি সাইবার ক্রাইম থানায় কর্মরত সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা এগুলির ওপর নজর রাখবেন। কোনও 'পোস্ট' নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। এদিকে, সাইবার ক্রাইম থানার নতুন ভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

সেইসঙ্গে যাঁদের টাকা খোয়া গিয়েছিল এরকম কয়েকজনকে এদিন টাকা ফেরত দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আইজি, ডিআইজির পাশাপাশি পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা সহ অন্যরা ছিলেন।

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি মর্নিং স্টার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র কৃতার্থ রায় অধিকারী মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় রাজ্যে পঞ্চদশ স্থান অধিকার করেছে।

বৃষ্টির কারণে প্লাস্টিকে ঢাকা পড়েছে তরুণ দল ক্লাবের মণ্ডপসজ্জার কিছু অংশ।

বৃষ্টির জলে ধুচ্ছে মণ্ডপের রং, উদ্বেগ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে রাত বাড়লেই জলপাইগুড়ির বিভিন্ন এলাকাজুড়ে ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। পরদিন সকাল পর্যন্ত টানা বৃষ্টি থাকছে। আর এতেই এলাকার পুজো উদ্যোক্তাদের কার্যত ঘুম উড়েছে। এছাড়া প্রতিমাশিল্পী এবং ডেকোরেটারদেরও চিন্তা বেড়েছে যথেষ্ট। একদিকে যেমন মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা রং ধুয়ে যাচ্ছে। ফলে পুজোর খরচ বাড়ছে। অন্যদিকে ঠিক সময়ে মণ্ডপসজ্জার কাজ শেষ হবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। পুজোর আর হাতেগোনা মাত্র কয়েকদিন বাকি। শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহর ঘুরে দেখা গেল, বেশিরভাগ বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপের বাঁশের কাঠামো এখনও কাপড়ে ঢাকেনি। বেশ কিছু জায়গায় মণ্ডপ ও আশপাশের জায়গা জলকাদায় ভরে রয়েছে। দিনের রোদ উঠলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে কাজ শুরু হলেও রাতের বৃষ্টি মণ্ডপ তৈরির কাজ পিছিয়ে দিচ্ছে।

এদিকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কে সিকিমের আবহাওয়া দপ্তরের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, 'আগামী শনিবার উত্তরের জলপাইগুড়ি সহ পাঁচটি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। শনিবার থেকে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবারের পর থেকে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমবে।'

মণ্ডপসজ্জায় প্লাইবোর্ডের ওপর রংয়ের কাজ যেখানে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সমস্যা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। বৃষ্টির জলে প্লাই একদিকে যেমন ফুলে উঠছে, তেমনই রংয়ের উজ্জ্বলতা হারিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে যাঁরা মাঠজুড়ে মণ্ডপ তৈরি করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে জলকাদা একটি বড় সমস্যা। দর্শনার্থীদের মণ্ডপে ঢোকা ও বেরোনোর পথে কাঠের পাঠাতন ভাড়া করতে বাড়তি খরচ করতে উদ্যোক্তারা বাধ্য হচ্ছেন। এছাড়া একসঙ্গে এত পরিমাণ কাঠের পাটাতন জোগাড় করতেও হিমসিম অবস্থা। পাতকাটা কলোনি কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগার পুজো কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ কর্মকার বলেন, 'বৃষ্টির জন্য সমস্যায় পড়ে গিয়েছি। প্রতিদিন দিনেরবেলায় মণ্ডপ রং হচ্ছে আর রাতে রং নষ্ট হচ্ছে। আমাদের মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢুকতে হলে মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে। এদিকে, মাঠ জলকাদায় ভরা। ফলে এখন গোটা মাঠ কাঠের পাটাতন দিয়ে ঢাকতে হচ্ছে।'

শহরতলির অপর একটি বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপ তৈরির দায়িত্ব নিয়েছেন কোচবিহারের ডেকোরেটার লক্ষ্মণ বর্মন। তিনি বলেন, 'বৃষ্টির জন্য কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে। খরচও বাড়ছে। কোনও কাজ একবারে ফিনিশিং দেওয়া যাচ্ছে না। বৃষ্টির জলে মণ্ডপের উজ্জ্বলতা থাকছে না। ফলে সময়ে কাজ শেষ করা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিচ্ছে।' আবার একটি পুজোর আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে সন্টু সরকার। তিনি বলেন, 'ভিড় রাস্তায় দিনেরবেলা কোনও লাইট লাগানো যায় না। আমরা মূলত রাতেই কাজ করি। কিন্তু প্রতি রাতে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে এখনও সেভাবে কিছুই করতে পারেনি। উদ্যোক্তারা বলেছিলেন মহালয়ার দিন থেকে এক-দুটো আলোর তোরণ তৈরি করতে। এখনও সেই কাজ হবে কি না বলতে পারছি না।'

বিবেকের আলো ছড়াবে শিল্পসমিতিপাড়া

শিল্পসমিতিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ তৈরি চলছে।

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর বাজারে ভারী নামগুলোর তলায় কোথাও যেন চাপা পড়ে যায় ছোট পুজোগুলো। কিন্তু তাই বলে বহর কিংবা আয়োজনে কোনও অংশে কম যায় না সেগুলো। শিল্পসমিতিপাড়ার পুজো যেমন। শহরের বিগ বাজেটের প্রথম দশে নেই এই পুজো কমিটি। তবে প্রবীণ থেকে নবীনদের হাতে পুজোর দায়িত্ব আসার পর থেকে গত তিন বছর ধরে একটু একটু করে বড় হচ্ছে ওরা।

শিল্পসমিতিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির এবারের থিম 'মায়ের মন্দিরে বিবেকের আলো'। ৯৩তম বর্ষে তাদের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠের আদলে। এবছরের থিম দর্শনার্থীদের মনে ধরবে বলে আত্মবিশ্বাসী শিল্পসমিতিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। তাদের এবারের বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। উদ্যোক্তাদের আপ্রাণ চেষ্টা মণ্ডপের অন্দরের কাজ এবং বাইরের আকার যেন একদম নিপুণ হয়। সেই দিকে নজর সম্পাদক ত্রয়ী মনতোষপ্রসাদ শা, সৌরজিৎ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার সাহাদের। বাঁশ, কাপড়, কাঠ এবং থার্মোকলের কাজ ফুটিয়ে তুলবে অবিকল বেলুড় মঠকে। শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠছে এই মণ্ডপ।

পুজো কমিটির অন্যতম সম্পাদক মনতোষপ্রসাদ শা বললেন, 'আমাদের এবছরের প্রতিমাশিল্পী কুমোরটুলির সৌরভ পাল। পুজোর বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। মণ্ডপসজ্জায় রয়েছেন জলপাইগুড়ির শরৎচন্দ্র দেবনাথ। বেলুড় মঠের আদলে মণ্ডপের পাশাপাশি আলোকসজ্জাও আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে পুজোর কয়েকটা দিন আনন্দে ভরে উঠবে।' এই পুজো দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে চতুর্থী থেকেই। পুজোর উদ্বোধন

থিম আছে থিম নেই

করবেন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অশ্বিনীকুমার সাহার কথায়, 'আমাদের পুজো বিবেক চেতনার বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। এখানে ষষ্ঠীর দিন অঙ্কন প্রতিযোগিতা রয়েছে। নবমীর দিন বড় ভোগের ব্যবস্থা থাকছে সকলের জন্য। গতবছর আমাদের থিম ছিল বাংলার অন্যতম পীঠস্থান তারাপীঠ মন্দির। এবার বেলুড় মঠের আদলে মণ্ডপ বানিয়ে আমরা বাংলার সংস্কৃতি এবং স্বামীজির জীবনাদর্শকে তুলে ধরছি শহরবাসীর কাছে।'

নর্দমা পরিষ্কার

ময়নাগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ডাকঘর মোড় থেকে দুর্গাবাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় ১০০ মিটার নর্দমা আবর্জনার স্তূপে ভরাট হয়ে গিয়েছে। পুরসভায় সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আর্থমুভার দিয়ে পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে শুক্রবার থেকে।

করলায় তরুণ

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : জামাকাপড় ধুতে নেমে করলা নদীতে তলিয়ে গেলেন এক তরুণ। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে রায়কতপাড়ায়। ওই তরুণের নাম কৃষ্ণা রজক (৩৫)।

ভিড় নিয়ন্ত্রণে

ময়নাগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর সময় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে কড়া পদক্ষেপ করবে পুলিশ। শুক্রবার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপগুলি ঘুরে দেখে ময়নাগুড়ির পুলিশ বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ।

পরিদর্শন

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন দুর্গাপুজোর মণ্ডপে গিয়ে সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের আধিকারিকরা।

বোধনের বাকি ৮ দিন, ফ্যাশনের খোঁজে জেন জেড

ট্রেন্ডি ঢিলেঢালা পোশাক

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর ফ্যাশন শব্দটা শুনলেই প্রথমেই মাথায় আসে মেয়েদের কথা। কিন্তু ছেলেরাও পিছিয়ে নেই। ট্র্যাডিশনাল হোক কিংবা ওয়েস্টার্ন, সবেতেই নিজেদের ফ্যাশনেবল করে তুলতে ব্যস্ত জলপাইগুড়ি শহরের পুরুষরা। এবছর পুরুষদের পোশাকের ট্রেন্ডে রয়েছে জামদানি পাঞ্জাবি থেকে ফ্লোরাল প্রিন্টেড শার্ট।

ক্রপ ট্রাউজার এখন মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও বেশ ফ্যাশনেবল মনে করছেন। গোড়ালি পর্যন্ত এই ধরনের প্যান্ট অনেক পুরুষের উইশ লিস্টে রয়েছে। এছাড়া ব্যাগি জিনস কিংবা কার্গো জিনসও ফ্যাশনে রয়েছে। এর সঙ্গে কম্বো করে জেন জেড'রা রংবেরংয়ের ওভারসাইজ টি-শার্ট এবং গেঞ্জি কাপড়ের ফ্লোরাল প্রিন্টের শার্ট কিনছে। অনেকে আবার হুডি শার্টের খোঁজ করছেন।

কামারপাড়ার ছেলেদের পোশাক বিক্রেতা সুমিত সাহা জানান, এবছরের ফ্যাশনে ছেলেদের নতুন এডিশন ঢিলেঢালা পোশাক। ওভারসাইজের পোশাক কেনার ঝোঁক বয়স্কদেরও দেখা যাচ্ছে।

পছন্দের তালিকায়

- ক্রপ ট্রাউজার
- ব্যাগি জিন্সের সঙ্গে কোরিয়ান স্টাইল টি-শার্ট
- ব্যাগি জিনস বা কার্গো জিনস, স্লিম ফিট ওয়াসড জিন্স
- ওভার সাইজ টি-শার্ট, গেঞ্জি কাপড়ের ফ্লোরাল প্রিন্টের শার্ট, হুডি শার্ট
- জামদানি-খাদির পাঞ্জাবি থেকে ফ্লোরাল প্রিন্টেড শার্ট, কুর্তা, কলমকারি শার্ট, হুপার

তবে গেঞ্জি কাপড়ের শার্ট এবং ফ্লোরাল প্রিন্টের শার্টও খোঁজ করছেন ক্রেতারা বলে জানালেন ব্যবসায়ী অঙ্কুর আগরওয়াল। তাঁর কথায়, 'অনেকে ব্যাগি জিনসের সঙ্গে কোরিয়ান স্টাইল টি-শার্ট খোঁজ করছেন। এছাড়া গরমের কথা মাথায় রেখে নরমাল টিজ এবং কুইক ড্রাই টি-শার্টের চাহিদা রয়েছে।' শার্টিন ট্রাউজার, প্যাটার্ন্ড সিল্ক শুট, সঙ্গে জ্যাকেটও পুরুষদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে।

অন্যদিকে, বিশেষ করে ট্র্যাডিশনাল ড্রেসের ক্ষেত্রে নজর কাড়ছে জামদানি পাঞ্জাবি এবং খাদির পাঞ্জাবি। কুর্তার চাহিদাও যে কম নয় সেটা ক্রেতা অভীক দত্তর সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল। তাঁর কথায়, 'সবদিন ওয়েস্টার্ন পরা যায় নাকি। অষ্টমীর দু'বেলা পাঞ্জাবি আর নবমী এবং দশমীর সকালে লাইট কালারের কুর্তা মাস্ট। এগুলো এখনকার ফ্যাশন। কিন্তু জিনস হতে হবে ডেনিম কালারের।'

যদিও পুজোর বাজার করতে আসা শৌভিক বিশ্বাসের যুক্তি, 'সারা বছর ওয়েস্টার্ন পোশাক পরেই থাকি। পুজোতেও অন্যান্য দিনে ওয়েস্টার্ন পরব। কিন্তু অষ্টমীতে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেই হবে, না হলে যেন পুজোটাই সম্পূর্ণ হয় না। তাই এবছর জামদানি পাঞ্জাবি কিনলাম।' এক রংয়ের কুর্তা-পাজামার বিক্রিও বেশ ভালো বলেই জানালেন ব্যবসায়ী সঞ্জয় সাহা। লংয়ের সঙ্গে কাটিং কুর্তাও বিকোচ্ছে ভালো। নিজের পছন্দের ও শরীরের গঠন অনুযায়ী পুরুষরা বেছে নিচ্ছেন বিভিন্ন রকমের স্টাইলিশ কুর্তা।

পুজো শপিং ও প্যান্ডেল হপিং

কিছু ক্ষেত্রে তিস্তাপাড়ের শহরের বুটিক হাউসগুলো বলছে, কলমকারি শার্ট, হুপার বা ব্যাগি ট্রাউজারের দিকে ঝোঁক রয়েছে অল্পবয়সি ছেলেদের। শার্টের ক্ষেত্রে এবছর সকলের নজর স্ট্রাইপড ফুলহাতা শার্টের দিকে। সঙ্গে স্লিম ফিট ওয়াসড জিনস। এক শপিং মলের কর্মীর কথায়, 'শার্ট চুজ করাটা ছেলেদের জন্য খুব জরুরি। কারণ সবাইকে সব স্টাইলে ভালো লাগে না। তবে এবছর স্ট্রাইপড শার্টের বিক্রি বেশি হয়েছে। এই শার্ট আপনার সম্পূর্ণ লুকটাই চেঞ্জ করে দিতে পারে।' এছাড়া প্রিন্টেড টি-শার্টের চাহিদা এবছর বেশি বলে জানান তিনি।

পোশাকের রং বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও কারও থেকে কম যান না পুরুষরা। এবছর কালোর সঙ্গে যেসব রং পুরুষদের পছন্দ তার মধ্যে রয়েছে, স্টোন, বেজ, বার্গান্ডি, ক্রিম, অলিভ গ্রিন প্রভৃতি। কিছু ক্ষেত্রে হালকা বেসিক রংয়ের সঙ্গে উজ্জ্বল প্যাটার্নও খোঁজ করছেন অনেকে। এছাড়া পোশাকের সঙ্গে মানানসই সানগ্লাস, ব্রেসলেট, ওয়ালেট, বেল্ট, ঘড়ি কেনার ঝোঁকও বাড়ছে।

পছন্দের শার্ট বাছাই। কামারপাড়ায় শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

কাপল সেটের খোঁজে। ডিবিসি রোডে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

রঙ্গিলা, ফ্যানডির চাহিদা তুঙ্গে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : আবহাওয়া যতই খামখেয়ালিপনা করুক, পুজোর কেনাকাটায় খামতি রাখতে নারাজ শহরবাসী, বিশেষ করে মহিলারা। তাই আবহাওয়া সায় দিলেই বিভিন্ন বাজারে বেশ ভিড় জমছে।

বাজার ঘুরে দেখা গেল পুরোনো সেই সালোয়ার এসেছে। ওল্ড ইজ গোল্ড কনসেপ্টকে মাথায় রেখে প্যাটার্ন একই রয়েছে, তবে নামে পরিবর্তন হয়েছে। এবছর শুধু ট্র্যাডিশনাল বা এথনিকের বাজার ভাবলে ভুল হবে, ওয়েস্টার্ন পোশাকও বাজার কাঁপাচ্ছে। এছাড়া জেন জেডদের খুবই পছন্দ কাপল সেট, বিশেষ করে অষ্টমীর সকালের জন্য। বেশ কিছু ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, রঙ্গিলা, টিস্যু, অরগ্যাঞ্জা, জিমিচু বা ফ্যান ডি কুর্তি ট্রেন্ড রয়েছে। এগুলো প্রত্যেকটি থ্রি পিস। অর্থাৎ টাইপ অফ সালোয়ার।

কোনটার কত দাম

- রঙ্গিলা কুর্তি ১০০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে প্রায় ৩ হাজার
- কর্ড সেট ৩০০- ৪০০০ টাকা
- শারারা সেট ১৫০০ -৫০০০ টাকা
- আনারকলি কুর্তি ১২০০ - ৬০০০ টাকা
- টিস্যু শাড়ি ২০০০ - ১০,০০০ টাকা
- অরগ্যাঞ্জা শাড়ি ২৫০০ -১০,০০০ টাকা
- ফ্যানডি বা জিমিচু কুর্তি ১০০০-৬০০০ টাকা
- বুটিক ধোতি প্যান্ট কুর্তি সেট ৬০০-১০০০ টাকা
- কাপল সেট ২৫০০-৫০০০ টাকা

অন্যদিকে, শাড়ির মধ্যে সিল্কের পাশাপাশি রয়েছে টিস্যু, অরগ্যাঞ্জা শাড়ি। এছাড়া বুটিকের শাড়ি, ধোতি প্যান্ট, কুর্তিও মন কেড়েছে জেন জি'দের। ব্যবসায়ী শুভম আগরওয়ালের কথায়, 'রঙ্গিলা, ফ্যানডির চাহিদা তুঙ্গে। এরসঙ্গে কর্ড সেটও বেশ জনপ্রিয়। তবে এখনকার মেয়েরা বেশি কাজ করা জিনিস পছন্দ করেন না। পুজো ছাড়াও যাতে যে কোনও অনুষ্ঠানে পরা যায় এমন পোশাক খোঁজেন।'

জেন জেড সুতপা মৈত্র বলেন, 'এবার পুজোতে ওয়েস্টার্ন ওয়ান পিস থেকে ট্র্যাডিশনাল শাড়ি, কুর্তি সবই কিনেছি। কেননা অষ্টমীর দিন ওয়েস্টার্নটা ঠিক মানানসই হয় না। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ভ্যারাইটি ডিজাইন দেখা যায়। সেইমতো হ্যান্ডলুমের শাড়িও নিয়েছি। আসলে এখন এই ধরনের শাড়ির প্রতি একটা আলাদা ক্রেজ জন্মেছে আমাদের।'

কুর্তির পাশাপাশি বঙ্গ নারীর ফ্যাশনের সঙ্গে জামদানি, হ্যান্ডলুম, তসর শাড়ির একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকেই এখন শাড়ির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রেডিমেড ব্লাউজও রাখছেন দোকানে। ক্রেতা শিল্পী ঘোষ বলেন, 'কাপল ড্রেস কিনলাম। ইচ্ছে রয়েছে অষ্টমীর দিন দুজনে একই রংয়ের শাড়ি-পাঞ্জাবি পরে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেব। তবে, এখন আর ব্লাউজ বানানোর মতো অবস্থা নেই টেলারদের। তাই বুটিকের থেকে ম্যাচিং ব্লাউজও কিনে নিলাম।' এদিকে, যাঁরা কনট্রাস্ট পরতে ভালোবাসেন তাঁদের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ রাখছেন বলে জানালেন ব্যবসায়ী তাপসী শিকদার।

মহালয়ার প্রাক্কালে রেডিও সারাইয়ের ধুম

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ইন্টারনেটের যুগ। স্মার্টফোন, ল্যাপটপে বুঁদ হয়ে থাকা নতুন প্রজন্মের কাছে রেডিও নিজের গুরুত্ব হারিয়েছে অনেককাল আগেই। শহরের অধিকাংশ বাড়িতে রেডিও নামক যন্ত্রটাই উধাও। থাকলেও সেটি কী অবস্থায় রয়েছে কেউ খোঁজ নিয়ে দেখেন না। কিন্তু এখনও রেডিওর গুরুত্ব ফিরে আসে মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে, বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর...' শোনার তাগিদে।

মহালয়ার সঙ্গে দুর্গাপুজোর সরাসরি কোনও যোগ নেই। পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে দেবীপক্ষের শুরুর দিনটি হল মহালয়া। এই দিনে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করেন অনেকে। কিন্তু মহালয়ার সঙ্গে দুর্গাপুজো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে যায় তখনই, যখন অল ইন্ডিয়া রেডিও 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে একটি সংগীতালেখ্য সম্প্রচার করা শুরু করে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর উদাত্ত অথচ সুরেলা কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করে বাঙালির হৃদয়হরণ করেন।

মহালয়া আর রেডিওর রোমান্টিসিজমের গল্প দশকের পর দশক ধরে চলে আসছে। টিভিতে বা ওটিটিতে 'মহিষাসুরমর্দিনী' দেখে বা শুনে যেন মন ভরে না কারও। তাই মহালয়ার প্রাক্কালে রেডিও সারাইয়ের বিভিন্ন দোকানে লাইন পড়েছে জলপাইগুড়ি শহরে। শুধু সারাই নয়, অনেকে নতুন রেডিও কিনছেন। জেলা ও শহরের বেশ কয়েকটি রেডিও সারাইয়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রেডিও সারানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকে ডেডলাইন দিয়েছেন ২০ সেপ্টেম্বর। কারণ পরের দিন মহালয়া।

এই মুহূর্তে দম ফেলার ফুরসত নেই রেডিও মেকানিকদের। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় দেড়শোর বেশি রেডিও সারিয়েছেন শহরের চার কারিগর। দিনবাজারের রেডিও কারিগর ভজন দত্ত বললেন, 'আধুনিক রেডিওর পাশাপাশি ৪০-৫০ বছর পুরোনো রেডিওর মডেলও আসছে। সারাবছর বাড়িতে পড়ে থেকে রেডিওগুলো অকেজো হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে বয়স্করা রেডিও সারাতে আসছেন।'

কিন্তু, বয়স্ক ছাড়া নতুন প্রজন্মের কেউ কি আসছেন রেডিও সারাতে?

রবিবার মহালয়া, তার আগে চলছে রেডিও সারাই। জলপাইগুড়িতে।

উত্তরটা, হ্যাঁ। কদমতলার একটি রেডিও সারাইয়ের দোকানের সামনে দেখা হল কলেজ পড়ুয়া স্নেহাশিস চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, দাদু-ঠাকুমার মুখে মহালয়ার সকালের গল্প শুনেছেন। এবছর তিনি বন্ধুদের সঙ্গে 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনার পরিকল্পনা করেছেন। সেই কারণেই সারাতে এসেছেন বাড়ির পুরোনো রেডিও।

মাষকালাইবাড়ির রেডিও সারাইয়ের আরেক কারিগর রঞ্জন দাসের কথায়, 'এখন রেডিও ছাড়া অন্যকিছু সারাইয়ের সময় পাচ্ছি না। মানুষ রেট্রো হতে চাইছে।' তিনি এখনও পর্যন্ত সত্তরের বেশি রেডিও সারাই করেছেন। তাঁর দোকানে রেডিও সারাই করতে এসেছিলেন জয়ন্ত দাস। তিনি বললেন, 'সাউন্ডের বোতামে একটু সমস্যা রয়েছে। কিন্তু ওইদিনের জন্য বিন্দুমাত্র রিস্ক নিতে চাই না।'

রেডিও সারাইয়ে হাফসেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় বর্ষীয়ান রেডিও কারিগর কদমতলার গৌতম দাস। তিনি বললেন, 'এত মানুষ রেডিওর ওপর ভরসা রাখছেন দেখে ভালো লাগছে। প্রতিবার মহালয়ার আগে কিছু মানুষ রেডিও মেরামতির জন্য দোকানে আসেন। কিন্তু এবার সংখ্যাটা অনেক বেশি।'

র‍্যাশফোর্ডের জোড়ায় বার্সেলোনার জয়

বার্সেলোনার জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে জোড়া গোলের পর মার্কাস র‍্যাশফোর্ড।

লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বর : দশ মিনিটেরও কম সময়ের ব্যবধানে দুইটি গোল করলেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে তাদেরই ঘরের মাঠে ২-১ গোলে হারাল বার্সেলোনা। অন্যদিকে নাপোলির বিরুদ্ধে সহজ জয়ে অভিযান শুরু করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

বৃহস্পতিবার বার্সেলোনা-নিউক্যাসল ম্যাচের তিনটি গোলই হল দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৮ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে জুলেস কুন্দের ক্রস বেশ কিছুটা দূর থেকেই মাথা দিয়ে গোলে ঠেলে দেন র‍্যাশফোর্ড। ৬৭ মিনিটে ফের প্রায় ২০ গজ দূর থেকে নিখুঁত শটে গোল করেন তিনি। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে নিউক্যাসেলর হয়ে অ্যান্টোনি গর্ডন একটি গোল শোধ করলেও তা বার্সেলোনাকে চাপে ফেলতে পারেনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রায় চার বছর পর গোল করলেন র‍্যাশফোর্ড। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে তিনি বার্সেলোনায় এসেছেন লোনে। তবে র‍্যাশফোর্ড বার্সাতেই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চাইছেন। বৃহস্পতিবার ম্যাচের পর বলেছেন, 'বার্সেলোনায় নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চাই। যতটা দীর্ঘ সময় সম্ভব থাকতে চাই এখানে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্রুততম ৫০ গোল হাল্যান্ডের

বার্সেলোনায় নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চাই। যতটা দীর্ঘ সময় সম্ভব থাকতে চাই এখানে। হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে অনুশীলন আমাকে আরও উন্নত করছে। আশা করছি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আমরা অনেকটা পথ এগোতে পারব।

মার্কাস র‍্যাশফোর্ড

হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে অনুশীলন আমাকে আরও উন্নত করছে। আশা করছি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আমরা অনেকটা পথ এগোতে পারব।' ম্যাচ শেষে র‍্যাশফোর্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ফ্লিকও।

অন্যদিকে, নাপোলিকে ২-০ গোলে হারাল ম্যান সিটি। এতিহাদ স্টেডিয়ামে প্রত্যাবর্তনে সেই অর্থে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগটাই পেলেন না কেভিন ডি ব্রুয়েন। ২১ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন নাপোলির অধিনায়ক জিওভান্নি ডি লরেঞ্জো। এরপর কৌশলগত কারণে মাঠ ছাড়তে হয় ডি ব্রুয়েনকে। তারপরই নাপোলির ওপর জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে নীল ম্যাঞ্চেস্টার। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই সিটিকে এগিয়ে দেন হাল্যান্ড। ৫৬ মিনিটে ফিল ফোডেনের ভাসানো বল হেডে গোলে পাঠান তিনি। এই গোলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্রুততম ৫০ গোলের নজির গড়লেন তিনি। ৬৫ মিনিটে অপর গোলটি জেরেমি ডোকুর। বক্সের বাইরে থেকে বল নিয়ে ঢুকে তিন ডিফেন্ডারকে মাটি ধরিয়ে গোল করেন তিনি।

দ্রুততম ৫০ গোল করে অন্য ধরনের সেলিব্রেশন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের।

ফলাফল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-০ নাপোলি
নিউক্যাসল ইউনাইটেড ১-২ বার্সেলোনা
স্পোর্টিং লিসবন ৪-১ এফসি কাইরাত
এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট ৫-১ গালাতাসারে
ক্লাব ব্রাগ ৪-১ এএস মোনাকো
এফসি কোপেনহেগেন ২-২ বেয়ার লেভারকুসেন

মোহনবাগানেই থাকছেন দিমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : এখনই দিমিত্রিস পেত্রাতোসের মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছাড়ার কোনও পরিকল্পনাই নেই।

সম্প্রতি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আহল এফকে-র কাছে হারের পর সবুজ-মেরুন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল পেত্রাতোসকে। আসলে বাকি পাঁচ বিদেশিকে খেলালেও তাঁকে মাঠে নামাননি মোলিনা। ওই ম্যাচের পর সমাজমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেন মোহনবাগানের অজি তারকা। যেখানে সমর্থকদের দিকে দিমিকে হাতজোড় করে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

এরপর হঠাৎই এই গুজব রটে যায় যে দেশে ফিরছেন দিমিত্রি। যদিও মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের তরফে দাবি করা হয়েছে তাদের পেত্রাতোসকে ছাড়ার কোনও পরিকল্পনাই নেই। পাশাপাশি অজি ফুটবলার নিজেও সবুজ-মেরুনেই থাকতে চান।

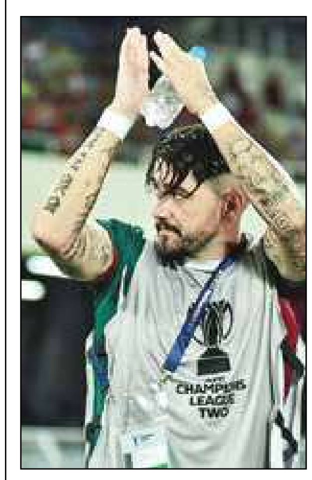

গতকাল এই ছবি পোস্ট করেছিলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তারপরই জল্পনা শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ান তারকা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছাড়তে চলেছেন।

এশিয়া কাপে আজ
সুপার ফোর
বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা
সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** দুবাই
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

কলকাতায় এমএসডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : দুপুরের কলকাতা বিমানবন্দর। আচমকা সেখানে হইচই। সৌজন্যে মহেন্দ্র সিং ধোনি। আজ দুপুরে আচমকাই কলকাতায় হাজির হন মাহি। জানা গিয়েছে, এক বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ের কাজে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক হাজির হয়েছেন কলকাতায়। শনিবারও তিনি কলকাতায় থাকবেন বলে খবর। মাহি একা নন। যে বহুজাতিক সংস্থার শুটিংয়ের কাজে ধোনি কলকাতায় এসেছেন আজ, সেই একই সংস্থার হয়ে শুটিং করতে রোহিত শর্মা ও কপিল দেবেরও কলকাতায় আসার কথা।

বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে কলকাতায় এসেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

এশিয়া কাপের মাঝে শোকস্তব্ধ শ্রীলঙ্কা

ছেলের খেলার মাঝে মৃত্যু দুনিথের বাবার

দুবাই, ১৯ সেপ্টেম্বর : ছেলের খেলা থাকলে মিস করেন না।

মাঠে থাকতে না পারলে টিভির সামনে বসে পড়েন। গতকালও বসেছিলেন। শেষবারের মতো! শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ দেখতে দেখতেই চিরঘুমে ঢলে পড়লেন দুনিথ ওয়েল্লালাগের বাবা।

আফগান-ইনিংসের শেষ ওভারে দুনিথের বলে ৫টি ছক্কা মারেন মহম্মদ নবি। ছেলের যে অসহায় হাল হয়তো সহ্য করতে পারেননি বাবা সুরঙ্গা ওয়েল্লালাগে। খেলা দেখতে দেখতেই হার্ট অ্যাটাক। বাঁচানো সম্ভব হয়নি বছর

বাবাকে হারানোর জন্য হৃদয় থেকে দুনিথ ওয়েল্লালাগে ও তার পরিবারকে সান্ত্বনা জানাই। মানসিকভাবে শক্ত থাকো ভাই।

মহম্মদ নবি

চুয়ান্নর সুরঙ্গাকে।

ম্যাচ চলাকালীন শ্রীলঙ্কার সাজঘরে দুঃসংবাদ পৌঁছোয়। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর দলের তরফে দুনিথকে বাবার মৃত্যুর সংবাদ জানানো হয়। মাঠের মধ্যেই ভেঙে পড়েন। দুনিথকে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায় কোচ সনৎ জয়সূর্য, সতীর্থদের। সবমিলিয়ে উত্তেজক জয়ে সুপার ফোরে পৌঁছোনোর খুশির মাঝে যে খবরে শোকস্তব্ধ শ্রীলঙ্কা শিবির।

মহেশ থিকসানার পরিবর্তে গতকালই প্রথম ম্যাচ খেলেন এশিয়া কাপে। নবির মারের মুখে খেই হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি ম্যাচের পর আরও বড় দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে। দুনিথকে দেখা যায় সঙ্গে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। বৃহস্পতিবার রাতের বিমানেই দেশে ফেরেন।

তবে শুক্রবার রাতের দিকের খবর, বাবার মৃত্যুর ধাক্কা সামলে দুবাইয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছেন দুনিথ। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে তিনি দুবাই পৌঁছে যাবেন। এমনকি দুনিথকে সুপার ফোরে আগামীকালের বাংলাদেশ ম্যাচেও পাওয়া যাবে।

দুনিথের বাবা সুরঙ্গাও ক্রিকেটার ছিলেন। কলেজ ক্রিকেটে নিজের দলের অধিনায়ক ছিলেন। তবে দেশের হয়ে খেলার অধরা স্বপ্নটা ছেলে দুনিথ পূরণ করেছিলেন। শেষপর্যন্ত জাতীয় দলের জার্সিতে ছেলের খেলা দেখতে দেখতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ মাত্র ৫৪ বছর বয়সেই।

'বি' গ্রুপ থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে সুপার ফোরে পা রেখেছে শ্রীলঙ্কা। আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই সুপার ফোরে প্রথম ম্যাচ। পরবর্তী দুটি ম্যাচ পাকিস্তান (২৩ সেপ্টেম্বর) ও ভারতের (২৬ সেপ্টেম্বর) বিরুদ্ধে। সেক্ষেত্রে দুনিথের পরিবর্ত হিসেবে কাউকে নেওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কা টিম হয়তো আবেদন জানাবে।

নবিও খবর শুনে রীতিমতো হতবাক। শেষ ওভারেই ৫ ছক্কা মেরে দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়েছিলেন নবি। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শেষপর্যন্ত হেরে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে আফগানিস্তানকে। তার মাঝে দুনিথের বাবার অকাল প্রয়াণে সমব্যথী আফগান টিমও। সাংবাদিকদের থেকে খবর পান। পরে সমাজমাধ্যমে নবি লিখেছেন, 'বাবাকে হারানোর জন্য হৃদয় থেকে দুনিথ ও তার পরিবারকে সান্ত্বনা জানাই। মানসিকভাবে শক্ত থাকো ভাই।'

শেষ ওভারে পাঁচ ছক্কা খাওয়া দুনিথ ওয়েল্লালাগেকে সান্ত্বনা সনৎ জয়সূর্যর।

২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রাখি : স্যামি

পোর্ট অফ স্পেন, ১৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ চলছে।

মহাদেশীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। দুবাই, আবু ধাবিতে টি২০-র টক্কর শেষে দেশে ফিরলেই নতুন দ্বৈরথ অপেক্ষা করবে ভারতীয় দলের জন্য। টি২০ ফরম্যাটের রঙিন পোশাকের ক্রিকেটের বদলে টেস্টের চ্যালেঞ্জ। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারতে পা রাখবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

২ অক্টোবর আহমেদাবাদে সিরিজের শুরু। দ্বিতীয় টেস্ট দিল্লিতে। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের প্রাক্কালে ভারতীয় দলের উদ্দেশে সতর্কবার্তা ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেডকোচ ড্যারেন স্যামির। চিরাচরিত পেস অস্ত্রেই ভারতকে ঘায়েল করার হুংকার। স্যামির দাবি, তাঁর পেস ব্রিগেডে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ভারতীয় দলের ২০ উইকেট তুলে নেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখেন তাঁরা।

স্যামি বলেছেন, 'যে কোনও পরিবেশ, পরিস্থিতিতে আমাদের পেস অ্যাটাকের সফর হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আর ৬-৮ মিটার লেংথে বল করলে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তেই তা কার্যকর। পেস বৈচিত্র্য আমাদের অস্ত্র। পেস ব্রিগেডে চারজন আলাদা ধরনের ফাস্ট বোলার রয়েছে। ওদের প্রত্যেকের নিজস্বতা রয়েছে।'

চার পেসার হলেন আলজারি জোসেফ, সামার জোসেফ, অ্যান্ডারসন ফিলিপ ও জেডন সিলস। এছাড়াও রয়েছেন পেস

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ

নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী প্রয়োগে জোর দিতে চাই। মূল কথা টেস্ট সিরিজে ১০টা দিন নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। পারলে ভারতের মাটিতে ভারত-বধ সম্ভব। নিশ্চিতভাবে জয়ের মানসিকতা নিয়ে নামব। ভারতে খেলা কঠিন, জেতা আরও কঠিন -এই ধরনের ভাবনা ঝেড়ে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত আমরা।

ড্যারেন স্যামি

অলরাউন্ডার জাস্টিন গ্রিভস। যাঁরা ভরসা জোগাচ্ছেন। স্যামির বিশ্বাস, চারজনের পেস বৈচিত্র্য ভারত সহ যে কোনও ব্যাটিং বিভাগকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে সক্ষম। গত এক বছর ধরে সেই দক্ষতার প্রমাণও রাখছেন সামার-আলজারিরা। ভারত সিরিজেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

আইপিএলের সুবাদে ভারতের আবহাওয়া, পিচ সম্পর্কে ভালোমতো ওয়াকিবহাল স্যামি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে একাধিকবার ভারত সফরও করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রাক্তন অলরাউন্ডার স্যামি বলেছেন, 'ভারতে সাফল্য পেতে হলে ২০ উইকেট জরুরি। নাহলে ব্যাকফুটে চলে যাবে। আর এখানেই আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে দলের পেস ব্রিগেড।'

ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ডে ৩-০ টেস্ট সিরিজ জয় থেকেও অনুপ্রেরণা নিচ্ছেন। স্যামির কথায়, 'গত বছর নিউজিল্যান্ড ভারত সফরে দুর্দান্ত খেলেছিল। ওদের সাফল্য থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছি। একইসঙ্গে নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী প্রয়োগে জোর দিতে চাই। মূল কথা টেস্ট সিরিজে ১০টা দিন নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। পারলে ভারতের মাটিতে ভারত-বধ সম্ভব। নিশ্চিতভাবে জয়ের মানসিকতা নিয়ে নামব। ভারতে খেলা কঠিন, জেতা আরও কঠিন-এই ধরনের ভাবনা ঝেড়ে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত আমরা।'

রাহুলকে চাইছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : বেঙ্গালুরু এফসি-র রাহুল ভেকের দিকে হাত বাড়াল ইস্টবেঙ্গল।

মরশুমের শুরু থেকেই একজন ভারতীয় ডিফেন্ডারের খোঁজে ছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। তিনি এমন একজনকে চাইছেন যিনি সাইডব্যাকে খেলতেও অভ্যস্ত। ভালপুইয়ার সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা হলেও শেষপর্যন্ত তাঁকে ছাড়তে রাজি হয়নি মুম্বই সিটি এফসি। তারপরই রাহুল ভেকেকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট।

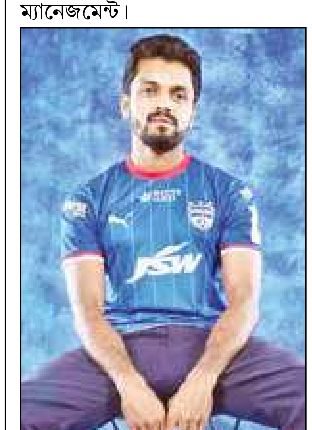

সব ঠিক থাকলে রাহুল ভেকেকে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে দেখা যেতে পারে।

জানা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তাবে রাজিও হয়েছেন ভেকে। তবে মাঝে বাদ সাধছে বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে তাঁর চুক্তি। আসলে ২০২৬ সালের ৩১ মে পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন তিনি। ভেকেকে ছাড়তে বেঙ্গালুরু যে অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দাবি করেছে, তা দিতে এখনও রাজি হয়নি ইস্টবেঙ্গল। তবে আলোচনা চলছে। শেষপর্যন্ত দুই পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপাতে পারেন ভেকে।

ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি হিরোশি ইবুসুকি শুক্রবারই ভিসা পেয়ে গিয়েছেন। রবিবারই কলকাতায় চলে আসছেন তিনি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপোকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে চেন্নাইয়ান এফসি। এছাড়াও কার্ল ম্যাকহিউ ও ওডিশা এফসি-র ডিমাস ডেলগাডোও তাদের নজরে রয়েছে।

'ফাইনালের জন্য তুলে রাখুক'

পাক-দ্বৈরথেও বুমরাহর বিশ্রাম! পরামর্শ সানির

আবু ধাবি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নামেই মহারণ। হাইভোল্টেজ ম্যাচ।

পাকিস্তানের এই দলকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ সুনীল গাভাসকার। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সুপার ফোরের

টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বের আগে সবাইকে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জু এখনও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়নি। টিম ম্যানেজমেন্টের যা মাথায় রাখা উচিত।

সুনীল গাভাসকার

প্রথম ম্যাচ। যদিও সানির দাবি, ওই ম্যাচে প্রয়োজন নেই জসপ্রীত বুমরাহকে। বিশ্রাম দিয়ে বুমরাহকে তুলে রাখা হোক 'বড়' ম্যাচের জন্য! গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদবদের এমনই অবাক পরামর্শ দিয়েছেন।

ওমানের বিরুদ্ধে খেলতে না নামলেও প্রস্তুতিতে ফাঁক নেই জসপ্রীত বুমরাহর।

ভারত ইতিমধ্যেই শেষ চারে পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবার শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ওমানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগে শেষ তথা নিয়মরক্ষার ম্যাচ। প্রত্যাশামাফিক বুমরাহকে বিশ্রাম দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গাভাসকার চাইছেন, রবিবারের পাকিস্তান-দ্বৈরথেও বিশ্রামে থাকুক বুমরাহ। সানি বলেছেন, 'শুধু ওমান নয়, বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হোক রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচেও। আমার মতে, ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালের বড় ম্যাচের জন্য বুমরাহকে তুলে রাখা উচিত।'

গাভাসকারের বিশ্বাস, ফাইনালে ভারত উঠবে। আর খেতাবি যুদ্ধের জন্য দলের একনম্বর স্পিডস্টারকে তরতাজা রাখাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাঁর আগে সুপার ফোর বা অন্য কোনও ম্যাচে বুমরাহকে খেলানোর প্রয়োজন নেই। বাকিরাই যথেষ্ট। বুমরাহ যেমন বিশ্রাম পাবে, পাশাপাশি রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়দেরও প্রস্তুত রাখার যাবে।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের জন্য গাভাসকারের পরামর্শ, তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসনকে ব্যাটিং অর্ডারে আরও উপরে খেলানো উচিত। সেক্ষেত্রে সূর্য নিজেকে কিছুটা পিছিয়ে দিক। সানির মতে, 'টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বের আগে সবাইকে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জু এখনও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়নি। টিম ম্যানেজমেন্টের যা মাথায় রাখা উচিত।'

প্রয়াত বাগানের প্রাক্তনী মৃত্যুঞ্জয়

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। পাঁচের দশকের শেষ থেকে ছয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন তিনি। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মৃত্যুঞ্জয়। ১৯৬৪ সালে এএফসি এশিয়ান কাপে রানার্স ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ময়দানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আন্তঃ কলেজ ফুটবল

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ইস্টার্ন ইন্সটিটিউট ফর ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ইন ম্যানেজমেন্ট কলকাতার উদ্যোগে এক আন্তঃ কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। নিউটাউনের এনকেডিএ মাঠে ২০ সেপ্টেম্বর এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। চলবে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

মঙ্গলবার বৈঠকে আইএফএ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : আইএফএ শিল্ডে নিয়ে মঙ্গলবার ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসছে আইএফএ। মৌখিকভাবে ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার। ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে শনিবার নিজেদের মধ্যে বৈঠক করবেন আইএফএ কর্তারা।

সেমিফাইনালে ওঠার পথে সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি।

সেমিফাইনালে সাত্বিক-চিরাগ

বেজিং, ১৯ সেপ্টেম্বর : চায়না মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনে ভারতের আশা বাঁচিয়ে রাখলেন সাত্বিকসাইরাজ রেঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। তবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুর।

বিদায় সিন্ধুর

শুক্রবার পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেয়েছেন সাত্বিকরা। তাঁরা চিনের রেন জিয়াং উ-জিয়েই হনানকে হারিয়েছেন ২১-১৪, ২১-১৪ পয়েন্টে। মাত্র ৩৮ মিনিটের লড়াইয়ে বাজিমাত করে 'সাতচি' জুটি।

সাত্বিকরা জিতলেও হতাশ করেছেন পিভি সিন্ধু। তিনি প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই আন সে ইয়ংয়ের কাছে পরাজিত হন ২১-১৪, ২১-১৩ পয়েন্টে। আগেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন, আয়ুষ শেট্টিরা। ফলে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের একমাত্র ভরসা এখন 'সাতচি' জুটি।

অ্যাথলিটদের আর্থিক সাহায্য

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : জোনাল পর্যায়ের অ্যাথলেটিক্স মিটের আগে দশজন নির্বাচিত অ্যাথলিটকে ৫০০০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। তারা আরও ঘোষণা করেছে, প্রতিযোগিতায় পদকজয়ীদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। সোনা জয়ীদের ১৫০০০, রূপো জয়ীদের ১২০০০ ও ব্রোঞ্জ জয়ীদের ১০০০০ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

শিবিরে যোগ দিচ্ছেন না ইস্টবেঙ্গল সহ তিন ক্লাবের ফুটবলার

সন্দেশকে পাওয়া যাবে সিঙ্গাপুর ম্যাচে : খালিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : চোট থাকলেও সিঙ্গাপুর ম্যাচে পাওয়া যাবে সন্দেশ ঝিংগানকে। অথচ ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু এফসি ও পাঞ্জাব এফসি ফুটবলার না ছাড়ার কথা জানিয়ে চিঠি দিল এআইএফএফ-কে।

কাফা নেশনস কাপে মুখে চোট পাওয়ায় অস্ত্রোপচার করাতে হয় সন্দেশকে। ডাক্তাররা ৬ সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে বললেও তিনি ১৭ তারিখ এফসি গোয়া-আল জাওরা ম্যাচে বেঞ্চে ছিলেন। ৯ অক্টোবর, সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অ্যাওয়ে ম্যাচেও তাঁকে পাওয়া যাবে বলে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আশাপ্রকাশ করেন খালিদ জামিল। ফিরতি ম্যাচে গোয়াতে ১৪ অক্টোবর। খালিদ বলেছেন, 'হ্যাঁ, সন্দেশকে অ্যাওয়ে এবং হোম দুই ম্যাচেই পাওয়া যাবে।' তিনি স্বীকার করে নেন যে তাঁদের উপরেই এবার চাপ বেশি। কারণ প্রথম ম্যাচে ড্র ও হংকংয়ের বিপক্ষে হারের পর এখন বাকি চার ম্যাচ জিততেই হবে ভারতকে। খালিদের বক্তব্য, 'চাপ আমাদের উপরেই। তবে চাপ ছাড়া সেরাটা বেরিয়ে আসে না। খুবই কঠিন ম্যাচ। কিন্তু আমাদের এই জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।' এদিন থেকে প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শিবিরে এখনও ঢোকেননি একাধিক ফুটবলার। তাই ৩০ জনের বাইরে মুম্বই সিটি এফসি-র ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র আশির আখতারকে ডেকে নিয়েছেন জাতীয় দলের হেড কোচ।

সাংবাদিক সম্মেলনে কল্যাণ চৌবের সঙ্গে জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল। শুক্রবার।

কারণ ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব পরিষ্কার চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, তারা এখনই ফুটবলারদের ছাড়বে না। এই মাসের শেষে অর্থাৎ ম্যাচের দিন সাতেক আগে হয়তো শিবিরে পাঠানো হবে ডাক পাওয়া ফুটবলারদের। এই নিয়ে এখন টানাপোড়েন চলছে ফেডারেশন ও ক্লাবের মধ্যে। খালিদ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'কাদের পাচ্ছি তার উপরেই প্রস্তুতি নির্ভর করবে। কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হবে তার জন্য পরিকল্পনা দরকার। আমি সব ক্লাবের কাছে আবেদন করছি দয়া করে শিবিরে ফুটবলার পাঠান। ভালো ফল করতে হলে ঐক্যবদ্ধতা দরকার। এতে শুধু জাতীয় দল নয়, আদতে ভারতীয় ফুটবলেরই উন্নতি হবে।' কাফা নেশনস কাপে না ডাকলেও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সুনীল ছেত্রীকে প্রয়োজন বলে মনে করছেন খালিদ। একইভাবে গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত তিনি। তবে দুজনের কেউই এখনও শিবিরে যোগ দেননি। দুই সিনিয়ার সম্পর্কে খালিদের মন্তব্য, 'সুনীল গত মরশুমে খুবই ভালো খেলেছে। যারা ভালো খেলেছে তাদের তো সুযোগ দিতেই হবে। আর গুরপ্রীত কাফাতে দুর্দান্ত খেলেছে। ওর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে আমাদের। ওর মত একজনকে কোচ হিসাবে পেয়ে গর্বিত।' আপাতত খালিদ অবশ্য ক্লাবগুলির ফুটবলার ছাড়ার অপেক্ষায়। শেষপর্যন্ত একাধিক ফুটবলার হাতে না পেলে সমস্যায় তিনি নন, আসলে পড়বে জাতীয় দলই।

খসড়া সংবিধানের অনুমোদন সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্ট এদিন সামান্য অদলবদল করে খসড়া সংবিধান দিয়ে দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে। একইসঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের হাত থেকে বেঁচে গেল কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান কমিটি।

এদিন সুপ্রিম কোর্ট ২০২২ সালের জুলাই মাসে জমা দেওয়া খসড়া সংবিধানকে অনুমোদন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তি এআইএফএফ এবং সারা দেশের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে এই খসড়া সংবিধান জমা পড়ে। যা নিয়ে আদালতে মামলা শুরু হয় ২০১৭ সালে। অবশেষে সেই খসড়া সংবিধানই সামান্য কিছু অদলবদলের পর অনুমোদন পেল। সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে ফেডারেশনকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে এই সংবিধান পাশ করিয়ে নিতে বলা হয়েছে। ফিফা ও এএফসি ইতিমধ্যেই সংবিধান কার্যকরী করে ফেডারেশনের কার্যাবলি স্বাভাবিক করার জন্য ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। নাহলে নির্বাসিত হতে হবে, এমন চিঠিও পাঠানো হয় ফেডারেশনকে। এআইএফএফ সূত্রের খবর, খুব সম্ভবত ১৪ অক্টোবর ফেডারেশন বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে এই নতুন সংবিধান পাশ করিয়ে নেবে। কিন্তু এই খসড়া সংবিধানে একটি বিষয় রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, আদালতের অনুমোদন ছাড়া সংবিধানে কোনও পরিবর্তন করতে পারবে না এআইএফএফ। যার অর্থ তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ থেকেই গেল। যা ফিফার আইনের পরিপন্থী। ফলে নির্বাসন এড়ানো যাবে কি না, নানা মহল থেকে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একইভাবে এই খসড়ায় দেশের সর্বোচ্চ লিগ ফেডারেশনের অধীনে পরিচালিত হবে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে 'প্রোমোশন ও রেলিগেশন' চালু করার কথা বলা হয়েছে সর্বোচ্চ লিগে। এর ফলে এফএসডিএল আর নতুন করে চুক্তি করতে রাজি হবে কিনা প্রশ্ন উঠছে সেটা নিয়ে।

এআইএফএফ-কে সাধারণ সভায় পাশ করানোর নির্দেশ

তবে আপাতত স্বস্তি কল্যাণ ও তাঁর কমিটির। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ আপাতত বর্তমান কমিটিকে তাদের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ এখনই নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না কল্যাণদের। ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদ বর্তমান কমিটির। সেই পর্যন্ত নিজেদের কাজ চালিয়ে যাবেন তাঁরা। এই মাসের গোড়াতেই সুপ্রিম কোর্টের তরফে ফুটবল শুরু করার বিষয়ে উদ্যোগ নিয়ে নির্দেশ আসে। তখনই বোঝা গেছিল, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার বিষয়ে উদ্যোগী হবেন সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ। তারপরেই সুপার কাপ দিয়ে মরশুম শুরু করার কথা ঘোষণা করা হয় ফেডারেশনের তরফে। একইসঙ্গে যা খবর তাতে ডিসেম্বরের ১০ তারিখ থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করার একটা মৌখিক ইঙ্গিত ক্লাবগুলিকে দিয়ে রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই নিজেদের বাণিজ্যিক সঙ্গী নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় বাছাই পদ্ধতি পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি কোম্পানিকে টেন্ডারের মাধ্যমে নির্বাচিত করেছে এআইএফএফ। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো তারা কাজ শুরু করে দেবে। যা খবর তাতে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ফেডারেশনের নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গীও ঠিক হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতকিছুর পরও থেকে গেল অনেক প্রশ্ন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিন থ্রোয়ে চতুর্থ হন শচীন যাদব।

'নাদিমকে টপকাতে হবে'

শচীনকে বলেছিলেন কোচ নভাল

টোকিও, ১৯ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে তো বটেই বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নীরজ চোপড়াকেও পিছনে ফেলেছেন ভারতের আরেক জ্যাভলিন থ্রোয়ার শচীন যাদব।

টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জ্যাভলিনে আসমুদ্র হিমাচলের নজর ছিল নীরজের দিকেই। তবে হতাশ করেছেন পানিপথের জ্যাভলার। বরং অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেন প্রচারের আড়ালে থাকা শচীন। তাঁর কোচ নভাল সিং বলেছেন, 'আমি একটা কথাই বলেছিলাম, যেভাবেই হোক তোমাকে পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের আগে থাকতে হবে। ও নিজেও সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।' নভাল মনে করেন সেটাই শচীনের তাগিদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

১৯ বছর বয়সে ক্রিকেট ছেড়ে জ্যাভলিনকে বেছে নিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের শচীন। চলতি বছর দেরাদুনে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল গেমসে সোনা জিতে নজরে আসেন ২৫ বছরের জ্যাভলিন থ্রোয়ার। তারপর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নীরজ, আর্শাদের মতো অলিম্পিক পদকজয়ীরা যেখানে ষষ্ঠ থ্রো পর্যন্ত যেতেই পারেননি সেখানে শেষপর্যন্ত প্রত্যাশা জিইয়ে রেখেছিলেন শচীন। মাত্র ৪০ সেন্টিমিটারের জন্য তাঁর ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হয়। তবে শচীনকে নিয়ে আশাবাদী নভাল। বলেছেন, 'নীরজ বিশ্বসেরা। তবে শচীনও প্রমাণ করেছে ও সম্ভাবনাময়। বড় থ্রো করতে পারে। চাপ সামলানোর ক্ষমতাও আছে।'

লেভার কাপের আগে ফেডেরারের সঙ্গে গলফ কোর্টে কার্লোস আলকারাজ।

অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ড্র ভারতের

অস্ট্রেলিয়া 'এ'-৫৩২/৬ ডি. ও ৫৬/০
ভারত 'এ'-৫৩১/৭ ডি.

লখনউ, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশা মতোই ড্র হল ভারতীয় 'এ' দল বনাম অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের প্রথম বেসরকারি টেস্ট ম্যাচ।

শুক্রবার ম্যাচের শেষদিনে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ৪০৩ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে ভারত। ক্রিজে ছিলেন ধ্রুব জুরেল (১১৩) ও দেবদত্ত পাডিক্কাল (৮৬)। এদিন অবশ্য বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি জুরেল। তিনি ১৯৭ বলে ১৪০ রান করে আউট হন। পাডিক্কাল শতরান করেছেন। তিনি ২৮১ বলে ১৫০ রানের দুরন্ত ইনিংস উপহার দেন।

৭ উইকেটে ৫৩১ রান করার পর ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্টের চোখে নাথান লায়োনের বিকল্প হিসেবে থাকা টড মারফি নিয়ন্ত্রিত বোলিং করলেও ৩৫ ওভার করেও কোনও উইকেট তুলতে পারেননি।

প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ৬ উইকেটে ৫৩২ রান। মাত্র ১ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে অস্ট্রেলিয়া। দিনের শেষে তারা বিনা উইকেটে ৫৬ রান সংগ্রহ করেছে। স্যাম কনস্টাস ২৭ এবং ক্যাম্পবেল কেল্লাওয়ে ২৪ রান করেছেন।

আগামী মঙ্গলবার থেকে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট শুরু হচ্ছে। এই ম্যাচে খেলবেন লোকেশ রাহুল ও মহম্মদ সিরাজ।

শতরানের পর দেবদত্ত পাডিক্কাল। শেষপর্যন্ত থামলেন ১৫০ রানে।

পাক ম্যাচের আগে অশনিসংকেত

টানলেন সঞ্জু, ব্যাট করলেন না সূর্য!

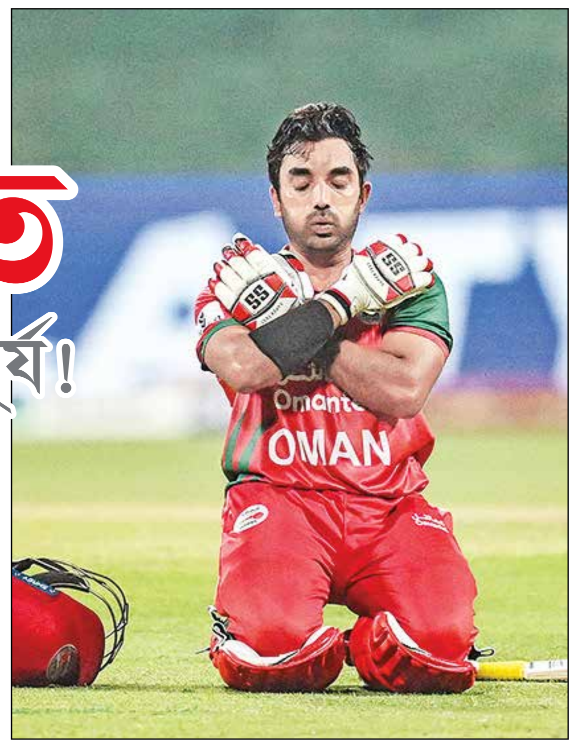

অবিশ্বাস্য।। অর্ধশতরানের পর ওমানের আমির কলিম।

ভারত-১৮৮/৮
ওমান-১৬৭/৪

আবু ধাবি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নেতৃত্বের ব্যাটন বদলেছে।

যদিও বদলায়নি ভারতীয় অধিনায়কদের ভুলে যাওয়ার রোগ। রোহিত শর্মার জায়গায় এবার সূর্যকুমার যাদব। টসের সময় সতীর্থের নামই ভুলে গেলেন! ওমানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে এদিন জোড়া পরিবর্তন। জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিং।

অথচ, টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর অর্শদীপের নাম মনেই করতে পারলেন না সূর্য! নিজেই মজা করে বললেন, আমিও রোহিত হয়ে যাচ্ছি! একই রোগে আক্রান্ত ওমানের ভারতীয় বংশোদ্ভূত অধিনায়ক যতীন্দার সিংও। ম্যানেজ করেন রবি শাস্ত্রী। জানান, ভারত অধিনায়কও ভুলেছে। এবার তুমি। ঠিকই আছে! নো প্রবলেম!

শুরুতে ভারতের জন্য অবশ্য চিন্তার ভাঁজ। সূর্য জানান, গত দুই ম্যাচে রান তাড়া করেছেন। তাই প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত। যদিও প্রথম ২ ওভারে অশনিসংকেত। সৌজন্যে বাঁহাতি স্পিনার শাকিল আহমেদ ও পেসার শা ফয়জল। ম্যাচের প্রথম বলেই অভিষেক শর্মার বিরুদ্ধে লেগবিফোরের দাবিতে ডিআরএস। উইকেট না এলেও শাকিলরা বুঝিয়ে দেন সহজে ময়দান ছাড়বেন না। পরের ওভারেই আউট শুভমান গিল।

পেসার ফয়জলের ভিতরে ঢুকে আসা বলে ভেঙে যায় গিলের রক্ষণ। ব্যাটিং অর্ডারে তিনে প্রোমোশন পাওয়া সঞ্জু স্যামসনও শুরুর কয়েকটা বল সামলাতে হিমসিম খেলেন। উইকেট মেডেন ফয়জলের! ২ ওভার শেষে ৬/১। শুরুর চিন্তা দূর করে অভিষেক (৩৮), সঞ্জু (৫৬), তিলক ভার্মাদের (২৯) সম্মিলিত প্রয়াসে শেষপর্যন্ত ১৮৮/৮ স্কোরে পৌঁছে যায় ভারত। জবাবে নিজেদের ২৫০তম টি২০ ম্যাচে ওমানকে ২১ রানে হারিয়ে রবিবাসরীয় পাক-দ্বৈরথের প্রস্তুতি সেরে নেওয়া।

হারলেও লিলিপুট ওমান পরীক্ষায় মুখে ফেলে দেয় বিশ্বজয়ী ভারতকে। শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামের মন্থর পিচে ১৮৯ রান বড় স্কোর। কত তাড়াতাড়ি ম্যাচ ভারত জেতে, ইনিংস ব্রেকে যা নিয়ে মূলত আলোচনা। যদিও দলীপ মেন্ডিসের প্রশিক্ষণাধীন ওমান সবাইকে ভুল প্রমাণ করল। দুরন্ত লড়াইয়ে চমকে দিল ক্রিকেট বিশ্বকে।

গৌতম গম্ভীরদের কপালের ভাঁজ বাড়ালেন যতীন্দার (৩২), আমির কলিম (৬৪), হাম্মাদ মির্জারা (৫১)। ওপেনিং জুটিতে ৫৬। দ্বিতীয় উইকেটে ৬৬ বলে মির্জা-করিমের ৯৩ ম্যাচ জমিয়ে দেয়। শেষপর্যন্ত হর্ষিত রানার বলে হার্দিক পান্ডিয়ার দুরন্ত ক্যাচে জুটি ভাঙে। বাউন্ডারি লাইনে অসাধারণ ক্যাচে কলিমকে ফেরান হার্দিক। উসকে দেন টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে সূর্যের ক্যাচকে।

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে সঞ্জু স্যামসন। শুক্রবার আবু ধাবিতে।

একসময় ১৬ ওভারে ওমানের স্কোর ছিল ১৩১/১। অঘটনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। সেখান থেকে ম্যাচে মোড়। রবিবার সুপার ফোরে পাক ম্যাচের আগে স্বস্তির জয়। এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ভারতের প্রথম বোলার হিসেবে অর্শদীপ সিং ফেরেন উইকেটের সেঞ্চুরি পূরণ করে।

এর আগে ভারতীয় ইনিংসে অভিষেক, সঞ্জুদের প্রয়াস। শুরুতে শুভমান ফেরার পর অভিষেকের ঝোড়ো ইনিংস অক্সিজেন জোগায়। হাত খুললেন স্যামসনও। ফল, প্রথম দুইয়ে ৬/১ থেকে পরের চার ওভারে ৫৪। পাওয়ার প্লে-তে ৬০/১। তবে বাইরের বল চালাতে গিয়ে বড় ইনিংস হাতছাড়া অভিষেকের (১৫ বলে ৩৮)।

পিছুপিছু ফেরেন হার্দিকও (১)। চার নম্বরে নেমে দুর্ভাগ্যজনক রানআউট। সঞ্জুর সোজা শট বোলারের হাতে লেগে নন স্ট্রাইকার প্রান্তের উইকেটে গিয়ে লাগে। তখনও ক্রিজে বাইরে হার্দিক। ৭২/১ থেকে ৭৩/৩।

সঞ্জুর সঙ্গে ৪৫ রানের চতুর্থ উইকেট জুটিতে চাপ কিছুটা কাটান অক্ষর প্যাটেল (১৩ বলে ২৬)। শেষপর্যন্ত উইকেটকিপার বিনায়ক শুক্লার দারুণ ক্যাচ ফিরতে হয়। ১১৮/৪। নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ শিবম দুবেও (৫)।

টসের সময় লুধিয়ানার ছেলে যতীন্দার বলছিলেন, ভারতের মতো দলের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রমাণের সুযোগ কাজে লাগাতে চান। সীমিত বোলিং ক্ষমতা নিয়ে সেই প্রয়াসটাই দারুণভাবে তুলে ধরল ওমান।

তিলকের সঙ্গে ৪১ রানের জুটির পর সঞ্জু (৪৪ বলে ৫৬) ফেরেন। তিনটি চার ও তিনটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে পাক ম্যাচের আগে প্রস্তুতি ভালোমতো সেরে নিলেন। তিলকের অবদান ২৯। ভারত ১৮৮/৮। তখনও প্যাড পড়ে ডাগআউটে বসে সূর্য! সতীর্থদের প্র্যাকটিস দিতে ব্যাটিং করতেই নামলেন না! ব্যস্ত থাকলেন অটোগ্রাফ বিলোতে!

কুড়ির ক্রিকেটে
আড়াইশোর পথে টিম ইন্ডিয়া

প্রথম টি২০
তারিখ : ১ ডিসেম্বর, ২০০৬
অধিনায়ক : বীরেন্দ্র শেহবাগ
প্রতিপক্ষ : দক্ষিণ আফ্রিকা
স্থান : জোহানেসবার্গ

৫০তম টি২০
তারিখ : ২৮ মার্চ, ২০১৪
অধিনায়ক : মহেন্দ্র সিং ধোনি
প্রতিপক্ষ : বাংলাদেশ
স্থান : ঢাকা

১০০তম টি২০
তারিখ : ১২ মার্চ, ২০১৮
অধিনায়ক : রোহিত শর্মা
প্রতিপক্ষ : শ্রীলঙ্কা
স্থান : কলম্বো

১৫০তম টি২০
তারিখ : ২৪ অক্টোবর, ২০২১
অধিনায়ক : বিরাট কোহলি
প্রতিপক্ষ : পাকিস্তান
স্থান : দুবাই

২০০তম টি২০
তারিখ : ৫ জানুয়ারি, ২০২৩
অধিনায়ক : হার্দিক পান্ডিয়া
প্রতিপক্ষ : শ্রীলঙ্কা
স্থান : পুনে

২৫০তম টি২০
তারিখ : ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
অধিনায়ক : সূর্যকুমার যাদব
প্রতিপক্ষ : ওমান
স্থান : আবু ধাবি

বিস্ফোরক অভিযোগ আইসিসি-র

নিয়ম ভেঙেছে পাকিস্তান

দুবাই, ১৯ সেপ্টেম্বর : শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না বিতর্ক। বরং ক্রমশ তা আরও বেড়ে চলেছে।

দুবাইয়ে শেষ রবিবারের ভারত-পাকিস্তান মহারণ নিয়ে উত্তাপ এখনও কমেনি। বরং তা বেড়েই চলেছে। পরশু ফের আরও একটি ভারত-পাক মহারণ কড়া নাড়ছে দরজায়। তার আগে পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে পাকিস্তানকে। আইসিসি-র তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দুইটি বিষয়। এক, ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাক মহারণের আসরে নিয়ম ভেঙেছে পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের ক্ষমা চাওয়া নিয়ে যে দাবি পাকিস্তান করেছে, সেটাও সঠিক নয়। দুই, পাক দলের ম্যানেজার নিয়ম ভেঙে ক্রিকেটারদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় (পিএমওএ) ঢুকে পড়েছিলেন। যেখানে তাঁর প্রবেশের এক্তিয়ার ছিল না। শুধু তাই নয়, পিএমও এলাকায় ঢুকে অনৈতিকভাবে ভিডিও করেছিলেন পাক ম্যানেজার। সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে কথোপথন শোনা যায়নি। পিসিবি-র তরফে যদিও শুক্রবার বলা হয়েছে, 'দলের মিডিয়া ম্যানেজার স্কোয়াডেরই অংশ। তাঁর পিএমওএ-তে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই আমরা কোনও ভুল করিনি। আমরা যদি নিয়মবিধি ভেঙেই থাকি তাহলে সেটা নিয়ে ম্যাচ রেফারিকে কেন আইসিসি প্রশ্ন করছে না?'

ঠিক কী ঘটেছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিন?

জানা গিয়েছে, ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাক মহারণের টসের সামান্য আগে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফট জানতে পারেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে হাত মেলাবেন না। অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাচ রেফারির তখন কিছুই করার ছিল না। তিনি ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের সলমনকে। সেই তথ্য পাকিস্তান বিকৃত করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। আইসিসি সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও না দিলেও সূত্রের খবর, জিম্বাবোয়ের ম্যাচ রেফারির পাশে রয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। শুধু তাই নয়, ম্যাচ রেফারি ভারত অধিনায়ককে হাত না মেলানোর জন্য কোনও নির্দেশ দেননি বলেও খবর। তিনি শুধু পাক অধিনায়ককে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। আইসিসি-র এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'সেদিন পাইক্রফট কোনও ভুল করেননি। পরিস্থিতির বিচারে ম্যাচ রেফারি যা সঠিক মনে করেছিলেন, সেটাই করেছিলেন। পাকিস্তান অহেতুক বিতর্ক জিইয়ে রাখার জন্য তথ্য বিকৃত করছে।'

ঘটনার শেষ এখানেই নয়। শেষ রবিবারের মহারণের পর ম্যাচ রেফারির সঙ্গে পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন, কোচ মাইক হেসন ও দলের ম্যানেজারের বৈঠকও হয়েছিল। সেই বৈঠকে ম্যাচ রেফারি পাক অধিনায়ক ও ম্যানেজারের কাছে হাত না মেলানো নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন, পাকিস্তান বোর্ডের এমন দাবিও উড়িয়ে দিয়েছে আইসিসি। বলা হয়েছে, পাইক্রফট কোনও আচরণবিধি লঙ্ঘন করেননি। বরং তিনি নিয়ম মেনেই কাজ করেছেন। যা বুঝতে ভুল করেছে পাকিস্তান। দিন দুয়েক আগে পাকিস্তানের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ম্যাচ রেফারি তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আজ আইসিসি-র মন্তব্যের পর স্পষ্ট, নিজেদের মুখ বাঁচাতে নিয়ম ভাঙার পাশাপাশি মিথ্যারও আশ্রয় নিয়েছে প্রতিবেশী দেশ।

গত রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টসের সময় অ্যান্ডি পাইক্রফটের সঙ্গে সলমন আলি আঘা।

আইসিসি-র দাবি

- ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের ক্ষমা চাওয়া নিয়ে যে দাবি পাকিস্তান করেছে, সেটা সঠিক নয়।
- পাক দলের ম্যানেজার নিয়ম ভেঙে ক্রিকেটারদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় (পিএমওএ) ঢুকে পড়েছিলেন।
- পিএমও এলাকায় ঢুকে অনৈতিকভাবে ভিডিও করেছিলেন পাক ম্যানেজার।

পিসিবি-র দাবি

দলের মিডিয়া ম্যানেজার স্কোয়াডেরই অংশ। তাঁর পিএমওএ-তে যাওয়ার অধিকার রয়েছে।

বাস্তব

১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাক ম্যাচে টসের সামান্য আগে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট জানতে পারেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে হাত মেলাবেন না। অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাচ রেফারির তখন কিছুই করার ছিল না। তিনি ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন সলমনকে।

'আমি শুধু সেরাটা দিতে চাই'

নির্বাচকদের কোর্টে বল ঠেললেন ভুবি

লখনউ, ১৯ সেপ্টেম্বর : ২০২২ নভেম্বর।

ভারতীয় দলের জার্সি শেষবার গায়ে চাপিয়েছিলেন। তারপর প্রায় তিন বছর পার হতে চলেছে। যদিও টিম ইন্ডিয়ার দরজা আর খোলেনি তাঁর জন্য। ফলস্বরূপ ২১টি টেস্ট, ১২১টি ওডিআই এবং ৮৭টি টি২০ ম্যাচের পরিসংখ্যানেই আটকে ভুবনেশ্বর কুমারের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার।

হতাশ হলেও ভেঙে পড়তে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেটে বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সুইং বোলার। নিজের সেই সুইং অস্ত্রে ধার বাড়িয়ে ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনই পাখির চোখ। ভুবির দাবি, নিজের কাজটা করে যেতে চান। বাকিটা নির্বাচকদের ওপর।

নিজের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বল ঠেললেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির কোর্টে। ভুবনেশ্বর কুমার বলেছেন, 'উত্তরটা নির্বাচকরাই দিতে পারবেন। আমার কাজ হল মাঠে নেমে একশো ভাগ দেওয়া। সেই চেষ্টাই করি সবসময়। উত্তরপ্রদেশ লিগের পর যদি রাজ্যের সিনিয়ার দলের হয়ে মুস্তাক আলি, রনজি কিংবা অন্যান্য ওডিআই টুর্নামেন্টে সুযোগ পেলে, লক্ষ্য থাকবে সেরাটা দেওয়ার।'

ফিটনেসে জোর দিচ্ছেন ভুবনেশ্বর। বলছিলেন, 'নিয়ন্ত্রিত বোলিং আমার অস্ত্র। ফিটনেসের পাশাপাশি লাইন-লেংথে জোর দিচ্ছি। অনেক সময় চেষ্টার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে না পরিসংখ্যানে। ভাগ্য সঙ্গ দেয় না। তবে হাতে বল মানে, নিজেকে উজাড় করে দিতে হবে। সেই প্রয়াসে কোনও ফাঁকফোকর রাখতে চাই না।'

ভুবনেশ্বরের বিশ্বাস, ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করতে পারলে নির্বাচকদের পক্ষেও তাঁকে অবহেলা করা মুশকিল। একজন ক্রিকেটার হিসেবে তিনি শুধু ১০০ ভাগ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন মাত্র। নির্বাচনের বিষয়টি ঠিক করবেন নির্বাচকরাই। সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ভরা প্রশ্ন, কে বলতে পারে টানা পারফরমেন্স দেখাতে পারলে, আবার জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাবেন না?

মহালয়ার মহারণেও ফেভারিট ভারত : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : শেষ রবিবারের ভারত-পাক মহারণের বিতর্ক থামেনি এখনও। তার মধ্যেই দরজায় কড়া নাড়ছে আরও একটি মহারণ। মহালয়ার সন্ধ্যায় দুবাইয়ে এশিয়া কাপের সুপার ফোর পর্বে ফের টিম ইন্ডিয়ার সামনে সলমন আলি আঘার পাকিস্তান। কী হতে পারে রবিবাসরীয় মহারণের ফল? রাত প্রায় দশটা নাগাদ সিএবি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় চাওড়া হাসি নিয়ে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলে দিলেন, 'ভারত জিতবে। পাকিস্তানের তুলনায় টিম ইন্ডিয়া সবদিক থেকে অনেক এগিয়ে। রবিবারও ফেভারিট ভারতই।'

করমর্দন বিতর্কে এখনও উত্তাল ক্রিকেট দুনিয়া। ১৪ সেপ্টেম্বরের মহারণে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত। মহালয়ার মহারণেও পাকিস্তানের সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররা করমর্দন করবেন না বলেই খবর। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ এই ব্যাপারে বলেছেন, 'সূর্যকুমাররা যা ঠিক মনে করেছে। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।' রাত পোহালেই আগামীকাল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাড়িতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। ২৮ সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভার আগেই নয়া বোর্ড সভাপতির নাম হয়তো চূড়ান্ত হয়ে যাবে। বিসিসিআইয়ের নয়া সভাপতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সৌরভ।

হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তিতে আইএফএ

বাধা রইল না ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তি। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫-'২৬ মরশুমে কলকাতা ফুটবল লিগ প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে খেলবে ইস্টবেঙ্গল ও ইউনাইটেড স্পোর্টস। তার আগেই হাইকোর্টের রায়ে লাল-হলুদকে গত মরশুমে কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণায় কোনও বাধা রইল না।

শুক্রবার বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য রায়ে জানালেন, ডায়মন্ড হারবার এফসি-র করা মামলার ভিত্তিতে দেওয়া লিগের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণায় যে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল তা আইনসম্মত ছিল না। ফলে ইস্টবেঙ্গলকে ২০২৪-'২৫ মরশুমের কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে পারে আইএফএ।

ডেভেলপমেন্ট লিগে ম্যাচ থাকায় ডায়মন্ড হারবার অভিযোগ করেছিল, ঘনঘন ম্যাচের চাপে তাদের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন না। এই যুক্তিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচ বাতিলের দাবি জানায় তারা। তবে আইএফএ ম্যাচ বাতিল করেনি। এদিকে দল নামায়নি ডায়মন্ডও। এরপরই মামলা করে তারা দাবি জানায় ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণায় স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। ট্রায়াল কোর্ট সেই দাবি খারিজ করলেও, আলিপুর জেলা বিচারক ১৯ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আইএফএ হাইকোর্টে সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানায়। সবদিক খতিয়ে দেখে আইএফএ-র পক্ষে রায় দেয় হাইকোর্ট।

এদিকে শনিবার আইএফএ শিল্ড নিয়ে বৈঠকে বসছে আইএফএ।

চ্যাম্পিয়ন নবীন সংঘ

পলাশবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি মহাকালধাম নবোদয় ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জলদাপাড়ার নবীন সংঘ। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে মথুরা চা বাগান এলাকার নাওথোয়াটারিকে হারিয়েছে। মহাকালধামের মাঠে ফাইনালের সেরা মদন রায় জোড়া গোল করেন। নবীনের অন্য গোলটি অনিমেষ কার্জির। নাওথোয়াটারির গোলস্কোরার রোহন খেড়িয়া।

সেরা ইয়ুথ, ভাঙাপুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় হিমালয়ান স্পোর্টস অ্যাকাডেমি আয়োজিত ফুটবলে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল মাটিগাড়া ইয়ুথ ক্লাব। মাটিগাড়ার গোয়েল মোড়ে ৮ দলীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে তারা হারিয়েছে খাপরাইলকে। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ভাঙাপুল গার্লস টিম। ৪ দলীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে তাদের জয় এসেছে হিমুলের বিরুদ্ধে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে দেবাশিস রায়। ছবি : কৌশিক দাস

জয়ী ময়নাগুড়ি, মালবাজার

ক্রান্তি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ক্রান্তির রহমতটারিতে জলপাইগুড়ি ফুটবল কাপের খেলায় প্রীতি ফুটবলে শুক্রবার পুরুষ বিভাগে ময়নাগুড়ি পুলিশ ২-০ গোলে মালবাজার পুলিশকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা দেবাশিস রায়। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে মালবাজার মহিলা পুলিশ ২-০ গোলে ময়নাগুড়ি মহিলা পুলিশের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন স্নেহা ওরাওঁ ও ম্যাচের সেরা মণীষা ওরাওঁ।

খেতাব জিতল ইয়ুথ, ভাঙাপুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় হিমালয়ান স্পোর্টস অ্যাকাডেমি আয়োজিত ফুটবলে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল মাটিগাড়া ইয়ুথ ক্লাব। মাটিগাড়ার গোয়েল মোড়ে ৮ দলীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে তারা হারিয়েছে খাপরাইলকে। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ভাঙাপুল গার্লস টিম। ৪ দলীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে তাদের জয় এসেছে হিমুলের বিরুদ্ধে।

ভাঙাপুলকে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন পাওয়ার লিফটার অশোক চক্রবর্তী।